আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

জলবায়ু সম্মেলনে শেখ হাসিনাকে বাইডেনের আমন্ত্রণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বৈশ্বিক সম্মেলন আয়োজন করছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। আগামী ২২ ও ২৩শে এপ্রিল **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ২৭ || সোমবার || চৈত্র ১৪ || ১৪২৭ || শাবান ১৬ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 27 || 29 March || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

মোদি বিরোধী বিক্ষোভে নিহত ১৭

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার নন্দনপুরে পুলিশ ও বিজিবি সদস্যদের সঙ্গে মাদ্রাসা ছাত্র ও হেফাজত সমর্থকদের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে রোববার ৫ জন নিহত হয়েছেন। জেলা সদর হাসপাতালে তাদের মৃত্যু হয়। নিহতরা হলেন- নন্দনপুরের হারিয়া গ্রামের আবদুল লতিফ মিয়ার ছেলে জুরু আলম (৩৫), সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার দাবিড় মিয়ার ছেলে বাদল মিয়া (২৪) ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার মৈন্দ গ্রামের সুজন মিয়া (২২), বুধল গ্রামের আওয়াল মিয়ার ছেলে কাউসার মিয়া (২৫) **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**



হরতালে টানটান উত্তেজনা, সংঘর্ষ, গুলি

ঢাকা ডেস্ক: দিনভর সংঘর্ষ। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। যানবাহন ভাঙচুর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে মুহুর্মুহু রাবার বুলেট, টিয়ারগ্যাস ও গুলি নিক্ষেপ করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবি'র সঙ্গে অ্যাকশনে ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাও। সন্ধ্যা পর্যন্ত দফায় দফায় সংঘর্ষে পুলিশ ও বিজিবিকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেছে আন্দোলনকারীরা। **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

কাবা শরীফে নির্দেশনা
তারাবি নামাজ ১০ রাকাত তাহাজ্জুদ তিন রাকাত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আসন্ন রমজান উপলক্ষে পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে মসজিদুল হারাম পরিচালনা কমিটি। রোববার মক্কা ও **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়**

বাংলাদেশে আবার করোনা থাবা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : দেশে করোনার সংক্রমণ আগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। একদিনে শনাক্ত বেড়ে ৩ হাজার ৯শ' ছাড়িয়েছে। যা প্রায় ৯ মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩ হাজার ৯০৮ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকা মহানগরেই শনাক্ত হয়েছেন ৩ হাজার ১৯৭ জন। অর্থাৎ বর্তমানে শনাক্তের প্রায় ৮২ শতাংশই হলো রাজধানীতে। বাকি ৭১১ জন ঢাকা মহানগর ব্যতিত ঢাকার অন্য জেলা ও অন্যান্য বিভাগে রয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে আরো ৩৫ জনের। এরমধ্যে ঢাকা মহানগরে ১৮ জন। এ নিয়ে গত ৫ দিনই শনাক্ত রোগীর সংখ্যা সাড়ে ৩ হাজারের বেশি থাকলো। এর আগে **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

করোনা আক্রান্তদের দেহে ভ্যাকসিন বেশি কার্যকরি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যারা এরইমধ্যে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের দেহে ভ্যাকসিন অধিক কার্যকরি বলে প্রমাণ পেয়েছেন **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

বৃটেনের সর্বকনিষ্ঠ লটারি জয়ীর উশৃঙ্খল জীবন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বৃটেনের সর্বকনিষ্ঠ লটারি জয়ী ক্যালি রজার্স গত ১৮ বছর ধরে লাগামহীন জীবন পার করে চলেছেন। লটারিতে পাওয়া ১৮ লাখ পাউন্ড দিয়েই সে দেড় যুগ পাড় করেছেন। বৃটিশ গণমাধ্যম ডেলি মেইলে এমনটাই **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

দেশে ফেসবুকে বিভ্রাট

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : দেশে ফেসবুক ব্যবহারে সমস্যার মুখে পড়ছেন ব্যবহারকারীরা। শুক্রবার বিকাল থেকে এই সমস্যা দেখা দেয়। গতকাল রাত পর্যন্ত **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

২০ বিশিষ্ট নাগরিকের বিবৃতি
পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনায় নিন্দা, উদ্বেগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : দেশের ২০ জন বিশিষ্ট নাগরিক এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সরকার সংকীর্ণভাবে ও দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উদযাপন করেছে। এ ছাড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়**

বাংলা পত্রিকা

মিয়ানমারে সেনাদের গুলিতে ১ দিনে ১৪১ জন নিহত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : শনিবার দিনটি ছিল মিয়ানমারে সামরিক জান্তাবিরোধী বিক্ষোভের সবচেয়ে ভয়াবহ দিন। এদিনেই সেখানে মারা গেছে ১৪১ বিক্ষোভকারী। ২৭ মার্চ মিয়ানমারের জান্তা **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

www.banglapatrikausa.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801
Email : apollobrokerageinc@gmail.com exitluxuryinc@gmail.com Website : www.exitluxuryinc.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে একাউন্টিং সার্ভিসেস
বাক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
সুপার সেভ $689+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office

72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // March 29 // 2021

মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুল হায়দার মোহনের নবম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: স্মরণ সভার মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুল হায়দার মোহনের নবম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। তাঁর স্মরণে প্রত্যেক বছরই দেশে ও প্রবাসে সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তাঁর অত্যন্ত স্মৃতিময় নিউইয়র্ক সিটিতে সেই ২০১২ সাল থেকে অনুষ্ঠান হয়ে আসছে যাতে প্রবাসের বিশিষ্টজন যোগ দিয়ে আসছেন। ফোবানা সম্মেলন, বইমেলা, ঠিকানার অনুষ্ঠান, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের আতিথ্য হয়ে যোগ দেন নিউইয়র্কে। স্বাধীন বাংলা বেতারের কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রয় ও শহীদ হাসানের সাথে তাঁর ছিলো গভীর সম্পর্ক। শহীদ হাসানের মৌলিক গান বাংলাদেশে গান গেয়ে তিনি বিশেষ জনপ্রিয় করেন। মহামারী করোনার প্রেক্ষিতে (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের গণহত্যা দিবস পালন





ওয়াশিংটন, ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস যথাযোগ্য মর্যাদা ও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে গণহত্যা দিবস পালন করেছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ভয়াল রাতে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী কতৃক "অপারেশন সার্চ লাইট" নামে পরিচালিত বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের হত্যাযজ্ঞকে স্মরণ করে দিনটি পালন করা হয়।

গণহত্যা দিবস উপলক্ষে দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে আয়োজিত অনিষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। এরপর রাষ্ট্রদূত এম শহিদুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। রাষ্ট্রদূত বলেন, ঔপনিবেশিক শাসন থেকে চুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের অনেক দেশের স্বাধীনতা লাভের মত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসেনি, বরং লক্ষ প্রাণের চড়া মুল্যে বাংলাদেশ মুক্তি অর্জন করেছে। তিনি বাংলাদেশের অসংখ্য প্রতিকূলতাকে জয় করে স্বাধীনতার সুফল প্রতিটি নাগরিকের নিকট পৌছে দিতে সকলকে কঠোর পরিশ্রমের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে "একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভুমি" শীর্ষক একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তার পরিবারের সকল শহীদ এবং ১৯৭১ সালের কালরাতে ও পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে জীবন উৎসর্গকারী ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা পরিচালিত হয়।

অনুষ্ঠানের শেষে ২৫ মার্চ কালরাতে শাহাদাতবরণকারী শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দূতাবাস পরিবারের সদস্যগণ প্রজ্বলিত মোমবাতি হাতে দূতাবাস চত্বর প্রদক্ষিণ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



নতুন সংগঠন এবিসিএইচ'র প্রথম মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: সিটির জ্যাকসন হাইটসে গত ২০ মার্চ শনিবার অনুষ্ঠিত হলো আমেরিকায় বসবাসকারি বাংলাদেশীদের নিয়ে গঠিত অনলাইন ভিত্তিক সংগঠন "আমেরিকান বাংলাদেশী কমিউনিটি হেল্প (এবিসিএইচ) এর ১৩ হাজার সদস্য পূর্তি উদযাপন ও প্রথম 'মিট এন্ড গ্রিট' অনুষ্ঠান।



করোনাকালীন সতর্কতার জন্য স্বল্প পরিসরে আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠান।

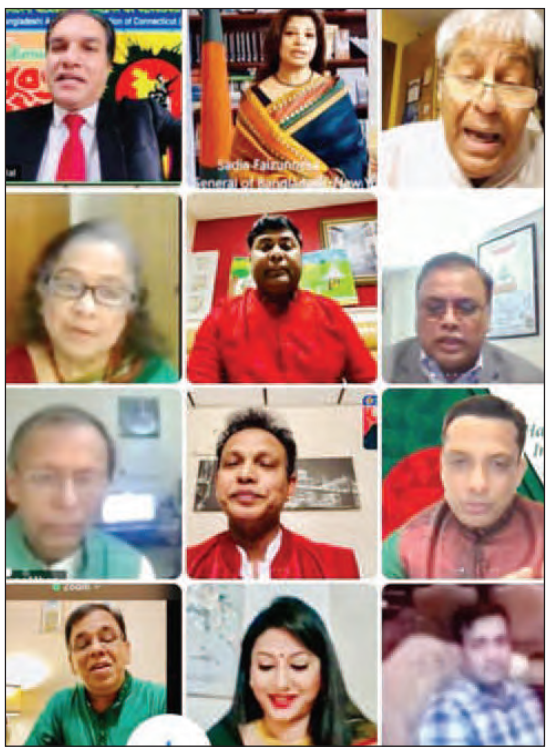
উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটি এই পর্যন্ত আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী কমিউনিটির হাজার হাজার মানুষকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আসছে। শুধু আমেরিকায়ই নয়, এমনকি তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন দুর্যোগ ও বিপদেও সহযোগিতার হাত নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে।

গংশ্লিষ্টরা জানান, আমেরিকাস্থ বাংলাদেশী মানুষদের মাঝে এই গ্রুপটি দিন দিন দারুন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই গ্রুপের নাম এখন সবার মুখে মুখে। যেকোনো ধরনের তথ্য, পরামর্শ, ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন অথবা পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য এই গ্রুপে একটা পোস্ট দিলেই পেয়ে যাচ্ছেন তড়িত সমাধান। আর এই সেবা তারা দিচ্ছেন সম্পূর্ণ বিন মূল্যে। গ্রুপে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত সকল শ্রেণী পেশার হাজার হাজার সদস্য স্বপ্রণোদিত হয়ে একে অপরের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসছেন।

আমেরিকার মাটিতে বাংলাদেশী কমিউনিটির এ এক অভূতপূর্ব মিলনমেলা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে গ্রুপের তিনজন এডমিন জাহিদ করিম, তরিকুল ইসলাম মিঠু এবং হাসান ভূইয়া বলেন, তারা এখানে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করা, তাদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, পরামর্শ ও নানাবিধ সহযোগিতা দিয়ে কমিউনিটির পাশে থাকার জন্য সম্পূর্ণ বিনা স্বার্থে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এই গ্রুপের মাধ্যমে অতি শীঘ্রই সারা আমেরিকাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশী কমিউনিটির বেশিরভাগ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হবেন বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কানেকটিকাটে বাক'র স্বাধীনতার সুবনজয়ন্তী উদযাপন

কানেকটিকাট: বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন অব কানেকটিকাট (বাক)-এর উদ্যোগে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবনজয়ন্তী উদযাপন ২৬ মাচ ভাচুয়ালী অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি ময়নুল চৌধুরী হেলালের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আজিজুর রহমানের সুচনার মাধ্যমে অনুষ্টান শুরু হয়। অনুষ্ঠান সাবিক উপস্থাপনায় ছিলেন টিভি সংবাদ পাঠিকা ও উপস্থাপিকা সামসুন নাহার নিম্মি ও সাংগঠনিক সম্পাদক হুমায়ুন চৌধুরী।



অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুন্নেছা। অনুষ্ঠানটি জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন কানন হাসান, রেখা রোজারিও ও তার দল। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন করেন বাক-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডা. সায়েদুর রহমান ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাক-এর উপদেষ্টা ড. গুলশান আরা পুস্পা, ডা. শওকত খান, আব্দুল মুমিত মামুন, সাবেক উপদেষ্টা কাজী বেলাল শাহজাহান বাকের সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা মশিউর রহমান কামাল মুক্তিযাদ্ধা ডেভিড স্বপন জোজারিও কানেকটিকাট ষ্টেট আওয়ামী লীগ সভাপতি জিহাদুল হক, কানেকটিকাট ষ্টেট বিএনপি আহবায়ক তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু. বাক-এর সহ সভাপতি নুরুল আলম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন নিহার আন্না গোমেজ, সংগীত পরিবেশন করেন ফারহানা খান এনি, মুক্তা রোজারিও, জ্যোতি গোমেজ, তান্নি সরকার, শিখা রোজারিও, ভিক্টর ডোনাল্ড রোজারিও প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ ম্যাগাজিনটি ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে পরিবেশন করেন হুমায়ুন চৌধুরী। এ প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানটি ইউটিউব ও ফেইস বুকের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে বাক-এর বর্তমান ও সাবেক কর্মকতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কানেকটিকাটের বিভিন্ন শহর থেকে বাক-এর সদস্যবৃন্দ জোমের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা থেকে শুরু হয়ে রাত ১০ ঘটিকা পর্যন্ত চলে। তান্নি সরকার ও জোতি গোমেজের অসাধারণ পরিবেশনা সবাইকে মাতিয়ে রাখে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



প্রতারণার অর্থনীতি



জসিম উদ্দিন

'চোরের উপর বাটপাড়ি' কাকে বলে? দেশে বহু কবিরাজ চিকিৎসকের দেখা মেলে। মানুষের অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা দিতে না পারলেও তারা ছলচাতুরীতে ওস্তাদ। ভালো কবিরাজও আছেন। রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের দুষ্প্রাপ্যতায় তারা চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। তবে ঠগ, প্রতারক কবিরাজের সংখ্যা অনেক। এরা মানুষের কাছ থেকে কঠিন রোগ সারিয়ে দেয়ার কথা বলে হাতিয়ে নেয় বিশাল অঙ্কের অর্থ। এভাবে অনেক মানুষের সর্বস্বান্ত হওয়ার খবর প্রায়ই পাওয়া যায়। এবার পাওয়া গেল বিপরীত খবর। স্ত্রীর সন্তান না হওয়ার জন্য কবিরাজের চিকিৎসা নিতে এসে চিকিৎসার ফি এক ব্যক্তি দেননি। রোগীর প্রতিনিধি উল্টো কবিরাজের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছেন বিশাল অঙ্কের অর্থ। একটি দৈনিকের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, সামান্য একজন মুড়ি বিক্রেতার প্রতারণা, শঠতা ও জোচ্চুরি 'প্রতিভা'র কাহিনী।

প্রতারক নিজের ঠিকানা কখনো দিয়েছে ফরিদপুর, কখনো কুমিল্লা, কখনো ফেনী। এসব এলাকায় কেউ কেউ তাকে চিনলেও তার সঠিক ঠিকানা কেউ দিতে পারেননি। তিনি রাজধানীর হাজারীবাগ ঝাউচর এলাকায় হঠাৎ 'দানবীর' হিসেবে আর্বিভূত হন। 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যে অনন্য। ধর্ম ব্যবসার উদাহরণ দিতে গিয়ে মজিদের কথা বলতে অনেকে পছন্দ করেন। তবে এই মজিদরা ছিল গুটিকয়। তারা কেবল ধর্মকে ব্যবহার করে জীবন-জীবিকার আয়োজন করেছে। লক্ষ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার আইডিয়া তাদের মাথায় ছিল না। পত্রিকায় উঠে আসা ঘটনার বর্ণনা যদি দেখি, একটিমাত্র ঘটনায় মুড়ি বিক্রেতা লোকমান কোটি টাকার বেশি হাতিয়ে নিয়েছেন। সময় লেগেছে মাত্র তিন মাস। আমরা যদি বৃহত্তর সমাজের দিকে তাকাই তা হলে নানা কায়দায় এই প্রতারণা দেখতে পাবো। এদের সংখ্যাও ভুরি ভুরি। হিসাব করলে দেখা যাবে, সমাজ এখন দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রতারক আর প্রতারিত। একজন মানুষও এখন সমাজে এমন পাওয়া যাবে না, যিনি প্রতারিত হননি।

লোকমান হাজারীবাগ ঝাউচর এলাকার এক শিক্ষকের সাথে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলেন। সাবেক এই শিক্ষকের কিছু ব্যবসাও ছিল। লোকমান তাকে ধর্মের বাবা ও তার স্ত্রীকে ধর্মের মা ডাকেন। তিনি গণহারে মানুষকে সেখানে শাড়ি-লুঙ্গি-জুতা উপহার দিয়েছেন। একাধিকবার গণভোজের আয়োজন করে খাওয়ান। তার সাথে ছিলেন ১০-১২ জন। সাথে রঙিন চকচকে প্রাইভেট কার। এলাকায় পরিচিত হয়ে যান 'দানবীর' হিসেবে। তিন মাস পরে তিনি উধাও। এর মধ্যে জানা গেল, যেসব 'দান' তিনি এলাকায় করেছেন এগুলো সব বাকিতে নেয়া। মুদি দোকানের ডাল-চাল-নুন-তেল থেকে শুরু করে গণভোজের গরুও তিনি বাকিতে এনেছেন। উধাও হয়ে যাওয়ার পর প্রতারিত মানুষের একটি বড় তালিকা পাওয়া গেল। সেখানে দেখা যায়, সমাজের অগ্রসর বুদ্ধিমানরাও এতে রয়েছেন। হিসাব করে দেখা যায়, তিন মাসের শঠতার মাধ্যমে লোকমান এক কোটি ২৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

'ধর্মের বাবা'কে জানালেন, তিনি মুড়ি তৈরির কারখানার জায়গা কিনেছেন দুই কোটি টাকা দিয়ে। তার কাছ থেকে এ ব্যবসার অংশীদার বানানোর কথা বলে নেন ১০ লাখ টাকা। একই অংশীদারির কথা বলে আরো দু'জনের কাছ থেকে ২০ লাখ টাকা নিয়েছেন। ঘটনার পর জমির মালিক জানান, জায়গাটি লোকমান তার কাছ থেকে সাত লাখ টাকায় দুই বছরের জন্য ভাড়া নিয়েছিলেন। তবে এক টাকাও পরিশোধ করেননি। ভান্ডারি নামের এক কবিরাজের সাথে পরিচয় হওয়ার পর তিনি জানালেন, তার বউয়ের সন্তান হয় না। তার কাছে এর চিকিৎসা করাবেন। এই রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে ভান্ডারি কবিরাজের সর্বনাশ হয়ে গেছে। তাকে দিয়ে দুই গাড়ি ইট, দুই গাড়ি সিমেন্ট, দুই গাড়ি বালু বাগিয়ে নিয়েছেন লোকমান। এগুলোর দাম এক লাখ ১৩ হাজার টাকা। এই দেনা এখন কবিরাজের ঘাড়ে। স্থানীয় এক ইউপি মেম্বারের কাছ থেকে ১১ লাখ টাকা, আরেক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নেন ১২ লাখ টাকা। পত্রিকার অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রতিষ্ঠিত মানুষদের কাছ থেকে নানা ছুতায় ধার নিয়েছেন ৫০ লাখ টাকারও বেশি। এক রিকশাওয়ালাকে টোপ দেন তার ছেলেমেয়েকে চাকরি দেয়ার। তার কাছ থেকে নেন দুই লাখ টাকা। সমাজের শুধু উপরের তলার মানুষ নন, একেবারে নিচুতলার মানুষদেরও তিনি টার্গেট করেছিলেন। এভাবে প্রতারণা বাণিজ্যকে তিনি 'ম্যাক্সিমাইজ' করেছেন; যাতে চাতুরি করে আদায় করা টাকার অঙ্কটা বড় করা যায়। অর্থাৎ তিনি ক্লায়েন্ট বাড়িয়ে শঠতা জালের বিস্তার ঘটিয়ে, অল্প সময়ে বেশি অর্থ মেরে দেয়ার কূটচাল বা চালাকি অবলম্বন করেছিলেন। তাতে তিনি দারুণভাবে 'সফল' হয়েছেন। অন্তত মুড়ি বিক্রি করে সোয়া কোটি টাকা তিনি একজনমেও আয় করতে পারতেন না। বাংলাদেশে মাল্টিলেভেল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে প্রতারণার বহু ঘটনা ঘটেছে। তারা প্রতারণার জালকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে ছড়িয়ে দিত। এরপর বড় একটি অঙ্ক যখন কামানো হয়ে যেত তখন চক্রটি পালিয়ে যেত। সরকারের অগোচরে কিংবা সরকারের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা প্রতারক চক্র এমন বহু ব্যবসায় করে নিয়েছে। প্রতারিতরা কোনো ক্ষতিপূরণ পাননি। ওই এলাকায় ধনী-গরিব মিলিয়ে একই সময়ে আরো যে কত মানুষের কাছ থেকে লোকমান অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন তদন্ত করলে বেরিয়ে আসতে পারে। পত্রিকাটি লোকমানের জোচ্চুরির যে বর্ণনা তুলে এনেছে তা একটি খন্ডচিত্র বা এপিসোড। এর শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, পাওনাদাররা টাকার জন্য চাপ দেন। তখন তিনি তাদের ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখায় যেতে বলেছিলেন। তারা সেখানে গিয়ে সারাদিন অপেক্ষা করেন। এরপর লোকমান হাওয়া হয়ে যান। জানা গেছে, তার ব্যবহৃত গাড়িটিও উবার থেকে নেয়া। এমনকি 'উবার' চালকের পাওনাও পরিশোধ করা হয়নি। উল্টো তার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে গেছেন। প্রতারককে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গ্রেফতার করেছে কি না, খবরে এর উল্লেখ নেই। কিংবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এরপর তার গ্রেফতারে উঠেপড়ে লেগেছে এমনও কোনো ইঙ্গিত আমরা দেখিনি। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটি সাধারণ একটি ঘটনা। কারণ এ দেশে সরকারি ব্যাংক থেকেও হাজার হাজার কোটি টাকা প্রতারণার মাধ্যমে বেহাত হয়ে যায়।

পত্রিকাটি লোকমানের জোচ্চুরির যে বর্ণনা তুলে এনেছে তা একটি খন্ডচিত্র বা এপিসোড। এর শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, পাওনাদাররা টাকার জন্য চাপ দেন। তখন তিনি তাদের ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখায় যেতে বলেছিলেন। তারা সেখানে গিয়ে সারাদিন অপেক্ষা করেন। এরপর লোকমান হাওয়া হয়ে যান। জানা গেছে, তার ব্যবহৃত গাড়িটিও উবার থেকে নেয়া।

সেসব ঘটনার নাটের গুরুদের বিচারে কার্যকর উদ্যোগ নেই। সে হিসাবে মুড়ি বিক্রেতা লোকমান এক ছোট প্রতারক।

এখানে সাধারণ মানুষের জন্য শঙ্কার বিষয় হচ্ছে– লোকমান আবার কোন সুরতে আবির্ভূত হন। তিনি শঠতার চর্চায় যে 'উন্নত কৌশল' দেখিয়েছেন তাতে দেশের অন্য কোনো জনপদে নতুনভাবে তিনি আগমন করতে পারেন। যেমন খবরের মধ্যে থেকে বোঝা যাচ্ছিল, এর আগে কয়েকটি জায়গায় তিনি অন্য ধরনের জোচ্চুরি করেছেন। তবে সেটি এতটা 'উন্নতমানের' নয়। হাজারীবাগের পর অন্য এপিসোডে দেখা যাবে তার কায়দা-কানুন, ছলনা আরো আপগ্রেড হয়েছে। এতে আরো অল্প সময়ে তিনি আরো বেশি মানুষের সর্বনাশ করে ফেলতে পারেন।

২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বাংলাদেশে অর্থনীতির অন্ধকার দিকটি নিয়ে একটি সমীক্ষা চালায়। তাতে দেখা যায়, এর আকার আমাদের জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপির) ৩০ শতাংশ। যদি দেশে ১০০ টাকার উৎপাদন হয় তা হলে অন্ধকারে হচ্ছে ৩০ টাকা। এর যেমন কোনো হিসাব নেই তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান নেই। এটি মূলত মানুষের পকেট কেটে একশ্রেণীর মানুষ লুটে নিচ্ছে। এর উৎপাদকরা একচেটিয়া এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন। মানুষকে নিঃস্ব করে দিয়ে এই আয় যখন তারা করছেন, তাদের কোনো কর দিতে হচ্ছে না। তাই অর্থনীতিতে এর অবদান নেই। মুড়ি বিক্রেতা প্রতারক লোকমানও এই গোষ্ঠীর। তবে তিনি দেশে চলা নানান প্রতারকদের মধ্যে একেবারে ক্ষুদ্র ও ছিচকে প্রকৃতির।

আমাদের দেশে প্রতারক শ্রেণী কত বড় এবং এক একজন কত বড় প্রতারক হতে পারে, তার নমুনাও ইতোমধ্যে দেখা গেছে। সরকারি ব্যাংকগুলো থেকে একেক বারে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটে নেয়া হয়েছে। ব্যাংক লুটপাটের ঘটনা এখন অনেকটা সুদূর অতীত। এখন নতুন নতুন প্রতারণার ঘটনা সামনে আসছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের অর্থ হাতিয়ে নেয়ার খবর জানা যাচ্ছে। প্রভাব খাটিয়ে শঠতার মাধ্যমে মানুষকে নিঃস্ব করা হচ্ছে। ফরিদপুরের এক ছাত্রলীগ নেতা একাই দেশের বাইরে পাচার করেছেন দুই হাজার কোটি টাকা। তিনি সর্বমোট কত টাকা মানুষের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছেন সেই খবর এখনো পাওয়া যায়নি। ক্ষমতাসীনদের এটি একটি ছাত্র সংগঠন। তাদের মূল সংগঠন আওয়ামী লীগ ছাড়াও তার চেয়ে প্রভাবশালী যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগসহ অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা। তাদের কেন্দ্রীয় নেতাদের কেউ কেউ কি তাদের পদপদবিকে এর চেয়ে বড় দাগে ব্যবহার করছেন না? সেসবের হিসাবও পাওয়া যেতে পারে। গণেশ উল্টে যাওয়ায় ফরিদপুরের ছাত্রলীগ নেতা বলির পাঁঠা হয়েছেন। অবৈধভাবে অর্থ কামানোর জন্য বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন। বাকিদের ক্ষেত্রে এখনো এমনটি ঘটেনি। তবে শঠতা, প্রতারণার বড় দানগুলো কত বড় হতে পারে তার একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে আলোচিত পি কে হালদারের কাছ থেকে। তিনি একাই লুটে নিয়েছেন সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা। কারো কারো হিসাবে তার লুটে নেয়া অর্থের পরিমাণ ১০ হাজার কোটি টাকা। এই লুটেরা যে আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে আনুকূল্য পাচ্ছেন তাও প্রমাণসহ জানা গেছে। যেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি অর্থ হাতিয়েছেন সেগুলো মনিটর করার দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। সেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ববান একটি গোষ্ঠী তার লুটপাটকে ঠেকিয়ে দেয়ার বদলে আড়াল করে নিরাপত্তা দিয়েছে। এখানেই শেষ নয়, তিনি যে দেশ থেকে পালিয়ে গেছেন, তার জন্যও সহযোগিতা তিনি পেয়েছেন। বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় তার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি স্থলসীমান্ত দিয়ে ভারতে পালিয়ে যান। আদালতের জেরা থেকে জানা যায়, বিদেশে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞাটি কয়েক ঘণ্টা বিলম্বিত করা হয়েছিল। অথবা তাকে খবর দেয়া হয়েছিল, আদালতের নিষেধাজ্ঞা কখন বন্দরে পৌঁছাবে এর সময়সূচি। তিনি সেই অনুযায়ী তার আগেই দেশ থেকে পালিয়ে যান।

চার দিকে এখন প্রতারণার ফাঁদ। করোনা মহামারী নিয়ে ব্যবসায় করেছেন সাহেদ-সাবরিনারা। ক্ষমতার ম্যাচ মেকিং করে ধনী হয়ে গেছেন পাপিয়ারা। তবে এরা ভাগ্যের ফেরে আটকা পড়েছেন। পি কে হালদারের মতো খেলা ঠিকভাবে খেলতে পারলে ব্যবসাটি তারাও ভালোভাবে চালাতে পারতেন। কেবল অর্থের পরিমাণটি একটু ম্যাচিউরড হলে সীমানা পাড়ি দিতে পারতেন। আরো কতজন হালদার এখন দেশে প্রতারণার অর্থনীতির অন্ধকারে ক্রিয়াশীল, কেউ জানে না। তবে সেটি এক বিপুল বিশাল সিন্ডিকেট, সেটি বোঝা যায়। দেশ থেকে অর্থপাচার হওয়ার যে অঙ্ক পাওয়া যাচ্ছে, সেটা তার ইঙ্গিতই বহন করে। যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই) জানিয়েছে, প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে প্রায় ৫৯ হাজার কোটি টাকা। আর আইএমএফের সমীক্ষা বলছে, দেশের অন্ধকার অর্থনীতির পরিমাণ জিডিপির ৩০ শতাংশের সমপরিমাণ। রাস্তার মুড়ি বিক্রেতা প্রতারক লোকমান থেকে শুরু করে 'অভিজাত' সমাজের 'উন্নত' প্রতারক পি কে হালদাররা এই কালো অর্থনীতিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে মানুষের সর্বনাশকে ত্বরান্বিত করছেন।

RiverSpring Health Plans touches the lives of more than 15,000 New Yorkers.

ElderServe Health, Inc, doing business as RiverSpring Health Plans, contracts with both the Centers for Medicare and Medicaid Services and the New York State Department of Health to offer you personalized care coordination and help you remain in your own home and live as independently as possible.

RiverSpring Health Plans offers a care management concierge service that provides our members, their families and caregivers with truly personalized support. **We are the family that families reach out to in times of need**. RiverSpring Health Plans touches the lives of more than 15,000 New Yorkers, bringing care and compassion into the homes of our members 24 hours a day, 7 days a week.

RiverSpring Health Plans operates RiverSpring MAP (HMO-D-SNP), a dual Medicare and Medicaid plan that offers affordable prescription drug coverage, access to the best doctors and hospitals, in addition to a $155 a month over the counter benefit, and more. With RiverSpring MAP, our members will have a "one-stop shop" and receive covered Medicare and Medicaid benefits through a single plan and a trusted care team.

Call 1-800-362-2266 (TTY: 711) from 8am-8pm Eastern Time, 7 days a week and a RiverSpring MAP benefits professional will be happy to answer questions about the services available to you. RiverSpring Health Plans has several plan options and we can help you choose the right one for you.

RiverSpring MAP is an (HMO D-SNP) plan with Medicare and Medicaid contracts. Enrollment in RiverSpring MAP depends on contract renewal.

ElderServe Health, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

You can get this information for free in other languages. Call 1-800-362-2266 and TTY/TDD: 711 during 8 a.m. – 8 p.m. Eastern Time, 7 days a week. The call is free.

RiverSpring Health Plans

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী সমৃদ্ধ আগামীর প্রত্যাশা

ছাব্বিশে মার্চ ছিলো বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস। বাঙালী জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় দিন। ১৯৭১ সালে ৯ মাস ধরে চলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। অবশেষে পরাজয় স্বীকার করে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। জাতি বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদযাপন করছে।

পাকিস্তানীদের অব্যাহত শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন স্বাধীনতার স্থপতি 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সত্তরের নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানীরা বাঙালীর হাতে ক্ষমতা না দিয়ে পাল্টা শুরু করেছিল বাঙালীনিধন। ৯ মাস ধরে চালিয়েছে নিষ্ঠুর গণহত্যা। সেই গণহত্যায় দলগতভাবে অংশ নিয়েছিল জামায়াতে ইসলামী। গড়ে তুলেছিল রাজাকার, আলবদরের মতো বিভিন্ন বাহিনী। কিন্তু বাঙালীর স্বাধীনতার স্পৃহাকে তারা দমাতে পারেনি। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। এই দিনে স্বাধীনতাযুদ্ধের সব শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং যাঁরা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন তাঁদের সবাইকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী সব ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রকে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, স্বাধীনতাবিরোধীদের ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। সেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। একাত্তরের ঘাতকরা ফিরে আসে রাষ্ট্রক্ষমতায়। দেশকে আবার পাকিস্তানী ভাবধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার এবং ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা চলতে থাকে। আশার কথা সব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে দেশ ক্রমে এগিয়ে চলেছে অর্থনৈতিক মুক্তির পথে। ২০১৫ সালে আমরা নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০১৮ সালে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছি। চলতি বছর স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ পেয়েছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে এ এক অনন্য অর্জন। স্বাধীনতাবিরোধীদের ষড়যন্ত্র না থাকলে হয়তো আরো অনেক আগেই দেশ এই অবস্থানে পৌঁছে যেত।

জাতি যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছে। মহামারী করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশ আজ এক কঠিন সময় অতিক্রম করছে। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে আমরা নিশ্চয় এই দুর্যোগ কাটিয়ে উঠব, আমরা আশাবাদী। বাংলাদেশ নতুন করে এগিয়ে যাবে এবং বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে–এটাই প্রত্যাশা।



ড. মুহম্মদ দিদারে আলম মুহসিন

স্বাধীনতার ৫০ বছর
বাংলাদেশ কি সঠিক পথে

২৬ মার্চ দেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্ণ হলো। এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক উপলক্ষে চলছে নানা বর্ণিল আয়োজন। ৫০ বছরের এই ক্ষুদ্র পরিসরে দেশ ও জাতি অনেক ঘটন-অঘটন, চড়াই-উতরাইয়ের সাক্ষী হয়েছে। সময়ে সময়ে এসব ঘটনা সমগ্র জাতিকে প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিয়েছে, পাল্টে দিয়েছে চলার গতি। কখনো জাতি কান্নায় ভেঙে পড়েছে, কখনো হয়েছে সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায় উজ্জীবিত। যদিও ৫০ বছর একটি জাতির জীবনে খুব বড় পরিসর নয়..... তথাপি পরাধীনতার শিকল ভেঙে বেরিয়ে আসা একটি জাতির সামনে এই মাইলফলকে দাঁড়িয়ে এ প্রশ্নটি অবশ্যই বড় করে সামনে আসবে– 'দেশ সঠিক পথে এগোচ্ছে তো'?

ইতিহাসে এমনটি খুব কমই দেখা গেছে যে, বাঙালী খুশি মনে কোনো বহিঃশক্তির অধীনতা মেনে নিয়েছে। ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের পদানত হওয়ার পর সিপাহি বিদ্রোহ, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা আন্দোলন, হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা বারবার পরাধীনতার জিঞ্জির খুলে ফেলার মরিয়া প্রয়াস চালিয়েছে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান নামে যে স্বাধীন, স্বতন্ত্র আবাসভূমি অর্জিত হয়েছিল, তার প্রধান রসদ বাংলার মুসলিমরাই জুগিয়েছিল। ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলায় অর্জিত সাফল্যই সেদিন মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। দুর্ভাগ্যবশত অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন পাকিস্তানে খুব শিগগির তারা বুঝতে পারল, বাঙালীদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এখনো অর্জিত হয়নি।

কী ছিল এ জনপদের মানুষগুলোর চাওয়া-পাওয়া? কেন তাদের একবারের ওপর দু'বার স্বাধীন হতে হয়েছিল?

বাঙালীর স্বতন্ত্র জাতিসত্তা, কৃষ্টি-কালচারের প্রতি অবজ্ঞা এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য পাকিস্তানের পরিকাঠামোতে তাদের নিজেদেরকে অবহেলিত ভাবতে বাধ্য করেছিল। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র আত্মপরিচয়ের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে, ৬০-এর দশকের শেষ পাদে এসে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা স্বশাসনের দাবিতে রূপ লাভ করে। ৭০-এর নির্বাচনে জনতার দেয়া ম্যান্ডেট মেনে নিতে ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খানের অস্বীকৃতি আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করে। স্বশাসনের দাবি স্বাধীনতার দাবিতে উন্নীত হয়। ৭১-এর ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু যখন রেসকোর্স মাঠে হুঙ্কার দিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়েও এ জনপদের মানুষ বুঝে নিয়েছিল, তাদের এতদিনকার সংগ্রাম একটি সিদ্ধান্তকারী পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। সমঝোতার পথে না এগিয়ে জনতার ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর ক্র্যাকডাউন স্বাধীনতাকে অনিবার্য করে তোলে। সেদিন বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন, এ অভীষ্ট সহজে অর্জিত হবে না, অনেক রক্ত ঝরাতে হবে। 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিবো; এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশা আল্লাহ।'

বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হলেন। ২৫ মার্চ রাতের আঁধারে ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চলল। ফলে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। পাকিস্তানের পুলিশ, ইপিআর ও সামরিক বাহিনীতে কর্মরত বাঙালী সদস্যরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শামিল হলো। যোগ দিলো দেশের ছাত্র-জনতা, তরুণ-যুবারা। শেষ মুহূর্তে ভারতীয় বাহিনীর সক্রিয় অংশগ্রহণ বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল বটে, গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীকে ইতোমধ্যে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব সামনে রেখে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার'... এ চেতনায় পরিচালিত এ যুদ্ধ ছিল এক জনযুদ্ধ।

অবশেষে দেশ স্বাধীন হলো। আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা নিয়ে বঙ্গবন্ধু দেশবাসীর মধ্যে ফিরে এলেন। দেশ এখন একটি নতুন অথচ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলো। এ চ্যালেঞ্জ ছিল দেশের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার, স্বাধীন এ দেশটিকে নিজেদের মতো করে গড়ে তোলার। অনেকের হাতে অস্ত্র ছিল, সেগুলো দ্রুততম সময়ে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা



জরুরি ছিল। যুদ্ধের কারণে দেশের সর্বত্র রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্টসহ সব ধরনের অবকাঠামো ভেঙে পড়ে ছিল, বহু লোক ঘরবাড়ি হারিয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল। পাকিস্তানীরা দেশের অর্থব্যবস্থা ফোকলা করে দিয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের শেষের দিকের দিনগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানীরা তাদের মালিকানাধীন ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রায় সব অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তর করে। একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে : পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স বন্দরনগরী চট্টগ্রামের ব্যাংক হিসাবে ঠিক ১১৭ রুপি (১৬ ডলার) রেখে গিয়েছিল। অর্থনীতির পাশাপাশি খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সব খাতকেই মেরামত করে নতুন করে গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ হাতে নিতে হয়েছিল। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশকে একটি শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে তুলে ধরে সারা বিশ্বের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা অপরিহার্য ছিল। এ বিশাল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বঙ্গবন্ধু তার দুঃখজনক হত্যাকান্ডের আগ পর্যন্ত মাত্র সাড়ে তিন বছরের মতো সময় পেয়েছিলেন। তিনি কতটুকু সফল হয়েছিলেন, সে বিচার ইতিহাস করবে।

দেশ আজ অনেক এগিয়েছে। কিসিঞ্জারের সেই তলাবিহীন ঝুড়ি এখন দক্ষিণ এশিয়ায় (ভারতের পরে) দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অধিকারী (৪৩ হাজার ৮২৩ ইউএস ডলার/ফেব্রুয়ারী, ২০২১)। আইএমএফের মতে, ২০১৯ সালে দেশের মাথাপিছু আয় ছিল এক হাজার ৯০৬ ইউএস ডলার, জিডিপি ৩১৭ বিলিয়ন ডলার। বিভিন্ন দেশে কর্মরত সোয়া কোটি প্রবাসীর রেমিট্যান্স এবং রেডিমেট গার্মেন্ট শিল্পের রফতানি থেকে বৈদেশিক মুদ্রার মূল জোগানটা আসছে।

এক দিকে যখন শ্রমজীবী মানুষরা দেশে-বিদেশ হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে দেশের কোষাগারে জোগান দিয়ে যাচ্ছে, অন্য দিকে তখন কিছু লোক ব্যস্ত সময় কাটায় দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো লুটেপুটে কিংবা সাধারণ মানুষকে প্রতারণা কিংবা অন্যবিধ ফাঁদে ফেলে তাদের হাতের পাঁচ কেড়ে নিয়ে ভিনদেশে অর্থপাচারে। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির (জিএফআই) এক প্রতিবেদন অনুসারে, ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে সাত হাজার ৫৮৫ কোটি ডলার, যা বাংলাদেশী মুদ্রায় দাঁড়ায় ছয় লাখ ছয় হাজার ৮৬৮ কোটি টাকা। এই অর্থ বাংলাদেশের দু'টি বাজেটের সমান। এ সময়কালে স্বল্পোন্নত (এলডিসি) দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ থেকেই সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার হয়েছে। (অর্থপাচারের ইতিবৃত্ত। ডয়চে ভেলে, ২২ মে, ২০১৭)

একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। গত ৫০ বছরে এ ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। জাতিসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএওর বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতি প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্বাধীনতা পরবর্তী ৪৯ বছরে দেশে প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে তিন থেকে পাঁচ গুণ। ১২টি কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ পৃথিবীর শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে রয়েছে। তবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হলেও বিশেষজ্ঞদের মতে, দারিদ্র্য ও আয়বৈষম্যের কারণে দেশের বেশ কিছু মানুষ এখনো খাদ্য সঙ্কটে ভুগছেন। অন্য দিকে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা নানাবিধ ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিক মিশিয়ে থাকেন, যার ফলে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য প্রাপ্তি অনেক ক্ষেত্রেই দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে দেশে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। তার পদাঙ্ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে তার স্বপ্ন ও আদর্শের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। দেশে এখন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু রয়েছে। স্বাক্ষরতার হার ৭৪.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতি বিস্ময়কর। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭০-৭১ সালে দেশে মোট শিক্ষার্থীর ২৮.৪ শতাংশ ছিল মেয়ে। ২০১৮ সালে এসে তা ৫০.৫৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিকে মোট ছাত্রছাত্রীর প্রায় ৫১ শতাংশ, মাধ্যমিকে ৫৪ শতাংশের বেশি এবং এইচএসসি পর্যায়ে

(বাকি অংশ ০৮ পাতায়)

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নামাজের সময়-সূচী

মার্চ/এপ্রিল	২৯	৩০	৩১	১	২	৩	৪
ফজর	৫.২৭	৫.২৫	৫.২৩	৫.২১	৫.২০	৫.১৮	৫.১৬
সূর্যোদয়	৬.৪৪	৬.৪৩	৬.৪১	৬.৪০	৬.৩৮	৬.৩৬	৬.৩৫
জোহর	১.০১	১.০০	১.০০	১.০০	১২.৫৯	১২.৫৯	১২.৫৯
আসর	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩১
মাগরিব	৭.১৮	৭.১৯	৭.২০	৭.২১	৭.২২	৭.২৩	৭.২৪
এশা	৮.৩৩	৮.৩৫	৮.৩৬	৮.৩৭	৮.৩৮	৮.৪০	৮.৪১

হত্যা, গুম, নির্যাতনের রাজনীতি আমদানি করা

বাংলাদেশের জন্মের আগে সাধারণভাবে আমাদের রাজনীতিতে হত্যা ও গুমের মাধ্যমে নিরাপত্তাহীনতা ও ভীতি সৃষ্টির কোনো ধারণা বা চর্চা ছিল না। এই ধারণাগুলো আমদানি করা হয়েছে এবং জীবনকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপত্তাহীন করা সহজ হয়েছে।



মইনুল হোসেন



প্রায়ই এমন সন্দেহ করা হয় যে, গুম-অপহরণ, নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণের মাধ্যমে মানুষকে মেরে ফেলার মতো অমানবিক অপরাধ শুধু কি আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে। এ ধরনের ভয়াবহ অপরাধ করা হয় অপরাধ দমনের জন্য নয়, বরং রাজনৈতিকভাবে জনগণকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখার জন্য। এর প্রধান উদ্দেশ্য– জনজীবনে 'সেন্স অব টোটাল ইনসিকিউরিটি' বা পুরোপুরি নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করা। জনগণ নিরাপত্তাহীন একটা আতঙ্কের পরিবেশে বাস করছে এটা ভেবে যে, যে কেউ তাদেরকে তুলে নিয়ে যেতে পারে, হত্যা করতে বা তাদের মেয়েদের ধর্ষণ করতে পারে। ইউনিফর্মে থাকার প্রয়োজন নেই, সাদা পোশাকেও হত্যা, গুম চলছে। তারাও দাবি করে, তারা সরকারি লোক। সুতরাং সরকারকে ভয় করে চলুন এবং সরকারের করা কোনো কাজের সমালোচনা বা বিরোধিতা করবেন না। সাদা পোশাকধারীরা সরকারি লোক কি না তাও গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা উচিত।

বাংলাদেশের জন্মের আগে সাধারণভাবে আমাদের রাজনীতিতে হত্যা ও গুমের মাধ্যমে নিরাপত্তাহীনতা ও ভীতি সৃষ্টির কোনো ধারণা বা চর্চা ছিল না। এই ধারণাগুলো আমদানি করা হয়েছে এবং জীবনকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপত্তাহীন করা সহজ হয়েছে।

আমাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার অন্তর্ভুক্ত আমাদের লোকেরা এত নিষ্ঠুর হতে পারে যে, নির্যাতনের ফলে প্রায়ই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঘটনার শেষ হয়।

অন্যরা তাদের মহিমান্বিত করার জন্য যতই বলুন না কেন, স্বাধীনতাযুদ্ধ আমাদের প্রস্তুতিতে বা আমাদের নেতৃত্বে হয়নি। পাকিস্তানীরা নিজেদের স্বার্থে আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। বাঙালীদের ওপর যুদ্ধ পরিচালিত হলেও প্রবাসী সরকারকে যুদ্ধ-পরবর্তী চরম অরাজক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি। বাঁচার জন্য আমাদেরকে ভারতে গিয়ে মুক্তিবাহিনী গড়তে হয়েছে। ভারতের সাথে মিলে যুদ্ধে অংশ নিতে হয়েছে। আমাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি কিভাবে স্বাধীনতার যুদ্ধে রূপ নেয় এবং কত অসহায়ভাবে হাজার হাজার লোক নির্মম হত্যার শিকার হয় সে ইতিহাসও ব্যাপক ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। যে কারণে আমরা স্বাধীনতার মূল্য দিতে ব্যর্থ হচ্ছি।

তবে বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে দেখেছে। অর্থাৎ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পাকিস্তান রক্ষার কাজে ব্যস্ত ছিল না, তারা আমাদেরকে পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টায় ছিল। ভারত যুদ্ধ ঘোষণার সাথে সাথেই পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে চলে যায়। আমরা তাদের বিচারও করতে পারলাম না।

দেশ বর্বর পাকিস্তানী সামরিক শাসনমুক্ত হলো। কিন্তু তাদের ৯ মাস সামরিক শাসনের বর্বরতা ক্ষমতাসীনদের উপেক্ষা করতে অসুবিধা হলো না। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, জনগণের রক্তে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, নেতাদের রক্তে দেশ স্বাধীন হলে জনগণকে গণতন্ত্র বঞ্চিত করার কথা বলা হতো না, অথবা স্থায়ীভাবে ক্ষমতায় থাকার জন্য দেশে নিষ্ঠুর দুঃশাসনের প্রশ্ন উঠত না।

বেআইনিভাবে আটক রাখা, অপহরণ, বলপূর্বক নিখোঁজ হওয়া, নির্যাতন ও হত্যাকান্ড দেশে সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতির এক ভয়াবহ চিত্র হিসেবে দেখা দিয়েছে। এটি কেবল আইনের শাসনকেই ক্ষুণ্ন করে না, বিচার বিভাগকে অসহায় দর্শকও করে তোলে। কোনো ধরনের ন্যায়পরায়ণ মানবিক সমাজ গঠনের পথ এটি নয়।

১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি রাজনৈতিক চিন্তা থেকে রক্ষী বাহিনী গঠনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড প্রথম শুরু হয়েছিল। তখন আমরা এই গোপন হত্যাকান্ডের বিরোধিতা করেছি। আমি নিজেও বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলাম, পাকিস্তানী শত্রু বলতে বাংলাদেশে কেউ নেই। দেশের লোক শান্তিতে থাকতে চায়। গোপন হত্যাকান্ডের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। কতিপয় ছাত্রনেতার পরামর্শই বঙ্গবন্ধুর কাছে বেশি গ্রহণীয় হতো। যখন কোনো সরকারি সংস্থার খুশি বা ইচ্ছায় কাউকে জীবনে শেষ করা যায় তখন সরকারের কাছে জীবনের কোনো মূল্য থাকে না। বিচারব্যবস্থাও ডি-হিউম্যানাইজড বা অমানবিক হয়ে পড়ে। সংবিধানের আওতায় মানবাধিকারের সুরক্ষা মানবজীবনের মর্যাদাকে মানবিকভাবে বিবেচনা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। শাসনতন্ত্রেই বলা হয়েছে, কোর্টে বিচার ভিন্ন কারো মৃত্যু ঘটানো যাবে না।

ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসের জুরিসপ্রুডেন্স বা আইনশাস্ত্র থেকে একটি বাক্য উদ্ধৃত করে বলা যায়, 'কনসিডারেশন অব হিউম্যানিটি'– মানবিকতার বিবেচনা হলো 'স্যাকরেড ট্রাস্ট অব সিভিলাইজেশন' বা 'সভ্যতার পবিত্র বিশ্বাস', যা আইনি মানদন্ড গঠনে অনুপ্রাণিত করে।

১৯৭২ সালে রক্ষী বাহিনী নাম দিয়ে দলীয় বাহিনী গঠনের মাধ্যমে সরকারের পরিচালনায় গোপন হত্যাকান্ড শুরু হয়েছিল। আইনটি ভয়ঙ্কর হলেও এই বলে এটাকে ন্যায়সঙ্গত দাবি করা হচ্ছিল যে, বাংলাদেশবিরোধী 'ভায়োলেন্ট এলিমেন্টস' বা সন্ত্রাসীদের সহিংস তৎপরতা ছিল এবং তাদের অবশ্যই প্রতিহত করা উচিত। বঙ্গবন্ধুকে এ মর্মে বিভ্রান্ত করা হয়েছে যে, বাংলাদেশকে একটি অস্থিতিশীল সন্ত্রাসী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। সরকারের সন্ত্রাসী তৎপরতাই ছিল দেশে একমাত্র ভয়াবহ সন্ত্রাসী তৎপরতা।

সর্বশেষ ঘটনায় কোভিড-১৯ প্যানডেমিক মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন ফেসবুকে পোস্ট করায় কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোরকে ২০২০ সালের মে মাসে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ফেসবুকে কমেন্ট করায় লেখক মুশতাক আহমেদও একই দিনে কার্টুনিস্টের সাথে গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং ছয়বার জামিন প্রত্যাখ্যান করার পর তিনি ২০২১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি কারাগারে মারা যান। জনসাধারণের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার মুখে মুশতাকের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে কিশোর জামিনে মুক্তি পান। তিনি দাবি করেছিলেন, নির্যাতনের কারণে তিনি মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হন ও তার ওজন হ্রাস পায়। তিনি বলেন, আটক থাকাকালে তাকে বাঁশের লাঠি ও রড দিয়ে পেটানো হয়। তিনি ডান কান দিয়ে আর শুনতে পান না, বাম হাঁটু এবং গোড়ালির ব্যথার কারণে কিশোরের হাঁটাচলা করতেও অসুবিধা হয়। এরূপ রাষ্ট্রীয় সহিংসতার জন্য কি এ দেশের মানুষ জীবন দিয়েছে? সব আন্দোলনে নেতারা নিরাপদ থাকেন বলেই হয়তো সহিংস শাসন চালাতে অসুবিধা হচ্ছে না।

কঠোর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের (ডিএসএ) আওতায় অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সার্বজনীন অধিকার প্রয়োগ করার কারণে তাদের ১০ বছর পর্যন্ত নির্জন কারাবাসের শাস্তি পেতে হবে। তবে সেই কালো আইনও অনুসরণ করা হয়নি। বর্বর নির্যাতন ও মৃত্যু ডিজিটাল আইনের আওতায় হয়নি। ওই কর্মকর্তা বা যারাই হোন না কেন, জনগণের ওপর নির্যাতন চালাতে বা মৃত্যু ঘটাতে তাদের কোনো আইন-কানুনের প্রয়োজন নেই। তাদের এটাও জানার প্রয়োজন নেই যে, কিভাবে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া একটি বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে।

এমনকি মুশতাক ও কিশোরের বিচার শুরু হওয়ার আগেই কেউ নির্যাতন ও মৃত্যুর জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে সঠিকভাবে দোষ দিতে পারে না। সুতরাং আইনশৃঙ্খলাবিহীন বর্বরতার কারণে অমানবিক নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, এ জন্য কোনো আইনেরই প্রয়োজন হচ্ছে না। তারা মনে করেন, বিচার হবে রাজনৈতিক নেতাদের, তাদের নয়। এটা কিন্তু উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ থাকায় কাউকে অপরাধমুক্ত করে না। পরিবর্তন এলে দায়-দায়িত্ব নিজেকেই বহন করতে হবে।

আমার মতে, সরকার এতটাই নিয়ন্ত্রণহীন যে, পুলিশ ও সরকারে থাকা অন্যরাই টর্চার মেশিনারি বা নির্যাতন ব্যবস্থার কর্তৃত্বে আছে তা নয়। তাদের এটাও তদন্ত করে দেখা উচিত, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নামে প্রাইভেট কোনো বাহিনী এসব কাজে জড়িত কি না। জনাব কিশোর দাবি করেছেন, তাকে বিভিন্ন ধরনের লোক মারধর করেছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সন্ত্রাসী হতে দেয়া কোনো সুস্থ চিন্তার কথা নয়। এ ধরনের ব্যবস্থা কারো জন্য নিরাপদ নয়। তাই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে নিরাপদ ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব সবার। অমানবিক হত্যা-গুমের রাজনীতি আমাদের নয়, আমদানি করা। গোলামি করার বিদেশী রাজনীতি এ দেশের স্বাধীনচেতা লোকদের জন্য নয়।

লেখক : সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

Digital Travel Astoria

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

বাংলাদেশ কি সঠিক পথে

(৪ পাতার পর)

৪৮.৩৮ শতাংশ। ১৯৭১ সালে যেখানে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সেখানে বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশে ৫৭টি সরকারি এবং ১০৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। তবে স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশের শিক্ষাঙ্গনসমূহ, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে, ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতি যে বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে এবং সময় ও ক্ষেত্রভেদে যেভাবে হানাহানিতে রূপ নেয়, তা শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত পরিবেশের জন্য উদ্বেগের। অনেক ক্ষেত্রে পঠন-পাঠন ও জ্ঞান-গবেষণার চেয়ে পদ-পদবি অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলে উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে যথাযথ কালচার গড়ে উঠছে না।

মেডিক্যাল এডুকেশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও আমাদের অর্জন নেহায়েত মন্দ নয়। ১৯৭১ সালে আমাদের মাত্র ছয়টি মেডিক্যাল কলেজ ছিল। এখন সেখানে ৩৬টি সরকারি এবং ৭১টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া আধুনিক মানদণ্ডে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরি ও উচ্চতর মেডিক্যাল গবেষণার জন্য ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট অব পোস্টগ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল রিসার্চকে (আইপিজিএমআর) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে আরো চারটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব হাসপাতাল ছাড়াও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনেক সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়াও রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ বিশেষ রোগের চিকিৎসায় বেশ কিছু বিশেষায়িত হাসপাতাল কাজ করে যাচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ে অর্থাৎ জনগণের দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার আইডিয়া থেকে সারা দেশে প্রায় ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। বিগত কয়েক দশকে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার হাজারে ১৯৯০ সালে ১৪৩.৮ জন থেকে ২০১৯ সালে ৩০.৮ জনে এবং মাতৃমৃত্যুর হার লাখে ১৯৯০ সালে ৫৭৪ জন থেকে ২০১৭ সালে ১৭৩ জনে নেমে এসেছে। ওষুধ উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। তবে দেশে এখনো জনসংখ্যা অনুপাতে চিকিৎসকের সংখ্যা অপ্রতুল– প্রতি ১০ হাজার লোকের জন্য মাত্র ৫.২৬ জন। আর্থিক কারণে জনগণের বড় অংশ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পায় না।

বঙ্গবন্ধু 'সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়'... মূলনীতিতে যে পররাষ্ট্রনীতির সূচনা করে গিয়েছিলেন, অদ্যাবধি স্বাধীনতা-উত্তর সব সরকারই কমবেশি সেটিই অনুসরণ করে আসছে। বঙ্গবন্ধু একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ কারণে তিনি ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার শর্তে। সেদিনকার বাস্তবতায় এটি ছিল একটি কঠিন সিদ্ধান্ত, তবে তার এ দূরদর্শী সিদ্ধান্তের সুফল আজ বাংলাদেশ ভোগ করছে।

আজকের বাংলাদেশে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূল টানাপড়েনগুলো চলছে দুই প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র ভারত ও মিয়ানমারের সাথে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতার সুবাদে ভারত আমাদের আজন্ম বন্ধু। ভারতের সাথে আমাদের অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রধান হলো– দু'দেশের মধ্যে বহমান নদীগুলোর পানি ভাগাভাগি। এ ছাড়া মাঝে মধ্যেই ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের হাতে বাংলাদেশীরা হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যে বাংলাদেশের বিশাল ঘাটতিও সুখদায়ক নয়। এ দিকে অন্য প্রতিবেশী মিয়ানমার ১৯৭৮ সাল থেকে রাখাইন স্টেটের রোহিঙ্গা মুসলমানদের দফায় দফায় উচ্ছেদ করে বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে, যা বাংলাদেশের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি মানবিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ দুই প্রতিবেশীর সাথে এসব সমস্যা কূটনৈতিকভাবে সমাধানে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ফলাফল খুব আশাব্যঞ্জক নয়।

দেশ শাসনের প্রশ্নে এ দেশের মানুষ বরাবর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আস্থা রাখতে চেয়েছে। এ কারণে সামরিক শাসন বা অন্য কোনো ধরনের একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখানে স্থায়ী ভিত্তি গড়তে পারেনি। সত্যি বলতে, ১৯৭১ সালে পাক সেনানায়করা '৭০-এর নির্বাচনে জনগণের দেয়া ম্যান্ডেট উল্টে দেয়ার চেষ্টা করার কারণেই এ দেশের জনগণকে সেদিন স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হয়েছিল। গণতন্ত্রের প্রশ্নে কোনোরকম মতানৈক্য না থাকলেও দেশ গত ৫০ বছরেও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচনী কালচার গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী দল-উপদলগুলোর অসহিষ্ণু ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবের কারণে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় পেশিশক্তি আসকারা পাচ্ছে এবং রাজনৈতিক কানেকশন ব্যবহার করে অনেকেই নিজেদের পদ-পদবির জোরে জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করছে। বিজ্ঞজনদের মতে, এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরের মধ্যে আস্থা, সম্মান ও সৌহার্দ্যরে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, যাতে একটি উদার গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং একে অপরের কাছে নিরাপদ বোধ করে। তাহলেই কেবল দেশ ও দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থা মতলববাজ পেশিশক্তি ও সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের রাহুগ্রাস থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হতে পারে।

লেখক: অধ্যাপক, ফার্মেসি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE


SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে কেমন বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা?



সামছুদ্দীন আজাদ

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বৎসর পূর্ণ হল অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা মূলমন্ত্র ছিল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ। গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দেশ হবে বাংলাদেশ। আর এই দেশে বিভিন্ন ধর্ম বর্ণের মানুষ বসবাস করছে এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সকল শ্রেণী পেশার, ধর্মের বর্ণের মানুষের অংশগ্রহণ ছিল বলে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ গড়তে তিনি ৭২ এর সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষাতা সংযোজন করেই স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু করেছিলেন। স্বাধীনতাকে যারা মেনে নিতে পারেনি, সেদিন যারা পাকিস্তানী চেতনার ধারক বাহক ছিল আজ তারা বিএনপিতে রূপান্তরিত হয়ে ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে নৃশংসভাবে খুন করে একটি সাম্প্রদায়িক জঙ্গী মৌলবাদী ভাব ধারার বাংলাদেশ তৈরী করে আবার এদেশে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নিরপেক্ষতার চেতনার বদলে ধর্মান্ধ এবং সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে হাটতে শুরু করেন স্বৈরাচারী জিয়াউর রহমানের নির্দেশনায়।

সেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের পর থেকে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রকে যারা দখল করে পুরাপুরি পাকিস্তানী ভাবধারার বাংলাদেশে পরিণত করেছিলেন জিয়া থেকে এরশাদ আবার এরশাদ থেকে খালেদা জিয়া পর্যন্ত, সেই জায়দা থেকে বাংলাদেশকে ৭২ এর সংবিধানের চেতনার জায়গায় ফিরিয়ে আনতে দীর্ঘ ২১ বৎসর নিরন্তর সংগ্রাম আর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গা তৈরী করে বঙ্গবন্ধু কন্যা বাঙালীর বিশ্বাস আর আস্থার সর্বশেষ জায়গা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতার ষ্টিয়ারিং খুব শক্তভাবে ধরে রাখতে হয়েছে। অনেক ঘটনা-দূর্ঘটনা, কন্টকময়-পর্বতসম দূর্যোগ মোকাবেলা করে তাকে আজ খুব দৃঢ়চেতা, উজ্জিবিত, আকাশ ছোয়া স্বপ্ন দেখে আত্মপ্রত্যয়ী মনে হয়েছে। তাকে পিতার মত আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছে এবং তিনি বার বার বলেছেন এদেশ থেকে অবৈধ ক্ষমতা দখলদারী স্বৈর শাসকদের ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়াকে চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেবেন, অর্থাৎ পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখলের সব প্রক্রিয়া রুখে দেবেন। এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন, মানুষকে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেয়ার পরিবেশ তৈরী করবেন এবং এদেশ থেকে দারীদ্র দূর করে-দারীদ্রতার অভিশাপ থেকে এদেশের মানুষকে মুক্তি দিয়ে উন্নত সমৃদ্ধ প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ উপহার দেবেন। ১৯৯৬ সাল ক্ষমতায় এসে তিনি দিন বদলের কথা বলেছেন-২০০৮ সালে ক্ষমতার এসে ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলেছেন ২০১৮ সালে ক্ষমতায় এসে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎযাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং একই সাথে ২০২০ সালে জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উৎযাপনেরও স্বপ্ন দেখেছিলেন। একই সাথে তার ক্ষমতায় থাকার এক যুগ পূর্তিও পালন করার মত সুযোগটিও তার হাতে এসে ধরা দিয়েছে। ২০২০ এর মার্চ থেকে ২০২১ এর মার্চ পর্যন্ত সময়কাল বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে খুব দুঃসময় চলছে করোনা মহামারীর মরণঘাতী সংক্রমনের কারণে। পরিস্থিতির কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকায় আজ বাংলাদেশে মহাআনন্দের সাথে উৎযাপন করছে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী। এরিমধ্যে সার্কভুক্ত দেশের সরকার প্রধান ও রাষ্ট্র প্রধানেরা বাংলাদেশ করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধান ও রাষ্ট্র প্রধানরা যারা আসতে পারেনি তারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ অভিনন্দন জানিয়ে সরাসরি বা ভার্চ্যুয়ালী বক্তব্য দিয়েছেন এবং তাঁর নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন সেক্টরে যে উন্নতি সাধন করেছেন সবই আওয়ামী লীগ সরকারের তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত আগ্রহ সৎ সাহস দৃঢ়তা, আর কঠিন মনোবলের কারণে সম্ভব হয়েছে। তার বিরুদ্ধে চলছে বিরামহীন ষড়যন্ত্র, তাকে হত্যা প্রচেষ্টা, ক্ষমতা থেকে সড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা অথবা মিথ্যা দূর্নীতির অভিযোগ এনে তার ইমেজ নষ্ট করার অপচেষ্টা। তার সততা আর দেশ প্রেমের কাছে কোন কিছু টিকেনি-ক্রমান্বয়ে সারা বিশ্বের কাছে তিনি হয়ে উঠেছেন নন্দিত নেতা, তার উন্নয়ন আর দারীদ্র বিমোচন প্রক্রিয়া এখন বিশ্বের কাছে মডেল। জিএইট ভুক্ত ধনী দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানেরা তাকে দাওয়াত দিয়ে তার উন্নয়নের গল্প শোনেন। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য বাংলাদেশকে FAO Food and Agricultural Organization আন্তর্জাতিক সেরেন্স পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মিলোনিয়াম ডেভেলেপমেন্ট গোল অর্থাৎ MOG লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সক্ষম হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে 'সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়। ৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের টিকাদান কর্মসূচীতে সফল হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'ভ্যাকসিন হিরো' পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। আজ ২০২১ সালে যে খবরটি কপালে চোখ তোলার মত সুসংবাদ তা হলো নিম্ন আয়ের দেশ অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের তালিকায় উঠে আসার সংবাদটি জাতি সংঘের কাছ থেকে পাওয়ার পর। আজকের বাংলাদেশ বাঙ্গালী জাতির একটি অহংকারের জায়গা। জাতির পিতার হাত ধরে তারই আহবানে সারা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শেষ পর্যন্ত ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে এদেশটি স্বাধীন হয়। পরাজিত শক্তি নৃশংসভাবে জাতির পিতাকে খুন করলেও তার আদর্শ ও লক্ষ কোটি দেশপ্রেমিক অনুসারীদের শেষ করে দিতে পারেনি। দিনে দিনে মৃত মুজিব যেন আরও বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। পিতার আদর্শের বাস্তবায়নের শপথ নিয়ে রাজনীতির মাঠে নামেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেন বাঙালীর অবিসংবাধিত নেতা-সারা বিশ্বের মানুষের কাছে হয়ে উঠেন উন্নয়নের এক অন্যরকম মডেলে। তার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ নীতি, বিশাল বিশাল মেঘা প্রকল্প বাস্তবায়নের সৎ সাহস দেখিয়ে এবং এসব প্রকল্পের অভিনব বাস্তবায়ন ঘটিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন অপ্রতিরোধ্য। আজ তারই হাত ধরে তার প্রধানমন্ত্রীত্বে বাংলাদেশ উৎযাপন করছে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী। তিনি যুগ যুগ জীবিত থাকবেন অনাগত কাল ধরে বাঙালীর হৃদয়ে।



লেখক: ভারপ্রাপ্ত সভাপতি-যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইউএসসিআইএস এজেন্সি আবেদনের জবাব দানের সময় বৃদ্ধি করেছে

ইউএসসিআইএস গত ২০২০ এর ৩০ মার্চ এজেন্সির যেসব আবেদনের জবাব দেয়ার সময় ঘোষণা করেছিল, ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে সেই সময় সীমা বৃদ্ধি করেছে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে যদি অনুরোধ নোটিশ অথবা সিদ্ধান্তের তারিখ মার্চ ১, ২০২০ এবং ৩০ জুন ২০২১ এর মধ্যবর্তী সময় আবদনের ইস্যুর তারিখ উল্লেখ থাকে।

৩০ মার্চ, ২০২০ তারিখে ঘোষিত ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নমনীয়তা যে সব বিষয়ে প্রযোজ্য হবেঃ

প্রমাণ পত্রের জন্যে অনুরোধ;
প্রমাণের অনুরোধের ধারাবাহিকতা (এন-১৪);
প্রত্যাখ্যানের নোটিশ;
প্রত্যাহারের নোটিশ;
নাকোচ করার নোটিশ;
আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো বন্ধের নোটিশ এবং আবেদন গৃহীত হওয়া যদি অসত্য তথ্যের কারণে আবেদন বাতিল হয় তবে ৮ সিএফআর ৩৩৫.৫ অনুসরণে এন-৪০০ ধারায় মোশন অব রিওপেন।

এছাড়াও ইউএসসিআইএস ন্যাচারাইজেশন প্রক্রিয়ায় (আইএনএ'র সেকশন ৩৩৬ অনুযায়ী) ফর্ম আই-২৯০ বি, আপিল আবেদন অথবা এন-৩৩৬ নোটিশ আবেদন বিচেচনা করবে যদিঃ

সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ৬০ ক্যালেন্ডার দিবসের মধ্যে ফর্ম পূরণ করা হয়; এর ৩০ জুনের মধ্যে হয়।

ইউএসসিআইএস এর আই-৯৪৪ ফর্ম প্রত্যাহারঃ

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে ইউএসসিআইএস ঘোষণা করেছে যে ফর্ম আই-৯৪৪, আন্তর্নির্ভরশীলতার ঘোষণা এবং ফর্মে জরুরী তথ্য ও দলিলাদি আর প্রয়োজন হবে না।

উল্লেখ্য যে, ইউএসসিআইএস এর বিভিন্ন ফর্ম যেমন আই-১২৯ এবং আই ৪-৮৫ চার্জের চাহিদা থেকে। তাই ইউএসসিআইএস ইঙ্গিত দিয়েছে যে, ফর্মেও এইসব জায়গা ফাঁকা থাকলেও কারও আবেদন বাতিল করা হবে না।

ভিসা বুলেটিন এপ্রিল ২০২১ঃ

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট (ভিওএস) মার্চ ২০২১ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের জন্য মার্চ মাসের ফ্যামিলি ভিসার প্রাপ্যতা নিচে দেওয়া হলো।

ফ্যামিলি স্পন্সর্ড প্রেফারেন্স

প্রথমঃ (এফওয়ান) ইউএস নাগরিকের পুত্র ও কন্যাগণঃ ৮ অক্টোবর, ২০১৪;

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ

ক) (এফ ২-এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ বছরের নিচের সন্তানঃ চলতি।

খ) (এফ ২-বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণ (২১ বছর বয়স বা ততোর্ধ)ঃ আগস্ট ৮, ২০১৫।

গ) (এফ-৪) বয়স্ক আমেরিকান নাগরিকদের ভাই ও বোনেরাঃ নভেম্বর ০১, ২০০৬।

বিস্তারিত জানার জন্য ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের ওয়েব সাইট দেখতে পারেন।

নিউইয়র্ক থেকে হোসেন আলীর প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আর একজন ইউএস সিটিজেন হিসেবে আমি বাংলাদেশে বসবাসকারী আমার বিবাহিত বোনের জন্যে আবেদন করতে চাই। আমি জানি যে একজন ইউএস সিটিজেন তার ভাই বোনের জন্যে আবেদন করতে পারে কিন্তু বিবাহিত বোনের জন্যে আবেদন করার কোন বাধা আছে কিনা? এই বিষয়ে আপনার পরামর্শের অপেক্ষায় রইলাম।

হোসেন আলীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার প্রশ্নের বিষয়ে কিছু বলার আগে প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই যে একজন ইউএস সিটিজেন এবং একজন গ্রিনকার্ডধারী যাদের জন্যে আবেদন করতে পারেনঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারী সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটেগরী আছেঃ

২১ নিম্ন এবং

২১ উর্দ্ধ বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্ধ্ব বয়সের সন্তানেরা ২ বি ক্যাটেগারীতে পড়ে।

একজন ইউসএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেনঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী),

সন্তান (২১ নিম্ন, ২১ উর্ধ্ব বিবাহিত এবং অবিবাহিত),

মা-বাবা এবং

ভাই-বোন।



ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী একজন ইউএস সিটিজেন তার ভাইবোনের জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি একজন ইউএস সিটিজেন সে কারণে আপনি আপনার বোনের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মা-বাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্সে পড়েন। এই ক্যাটাগরীর আত্মীয়দের অপেক্ষা করতে হয় না।

আর ইউএস সিটিজেনের ভাই-বোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন। এই ক্যাটাগরীর অপেক্ষার সময় আনুমানিক দশ বছরের বেশি। আর উল্লেখ্য ইউএস সিটিজেনের বিবাহিত এবং অবিবাহিত ভাইবোনেরা একই ক্যাটাগরীতে পড়েন। বোনের জন্যে আবেদন করতে আপনার নিম্নে উল্লেখিত তথ্যপত্র প্রয়োজনঃ

ফর্ম আই-১৩০ এবং ফর্ম জি-২৮,

পিটিশনারের ইউএস সিটিজেনশীপের সার্টিফিকেট/ পাসপোর্ট;

বার্থ সার্টিফিকেটের কপি,

যথাযথ ইমিগ্রেশন ফিস।

বেনিফিশিয়ারীর জন্য যা লাগবেঃ

বার্থ সার্টিফিকেটের কপি,

বিবাহিত হয়ে থাকলে বিয়ের সার্টিফিকেট,

সন্তান থাকলে তাদের বার্থ সার্টিফিকেট,

মা-বাবার বিয়ের সার্টিফিকেট।

তারপর আই-১৩০ গৃহীত হলে যা লাগবেঃ

কারেন্ট জব লেটার;

ব্যাংক স্টেমেন্ট;

ট্যাক্স রিটার্ন।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে এবং প্রয়োজনে পরামর্শের জন্যে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

কুইন্স থেকে আব্দুল জব্বারের প্রশ্নেঃ

আমার এক ভাইয়ের ইমিগ্রেশনে একটা ইন্টারভি আছে। ইমিগ্রেশন থেকে এক চিঠির মাধ্যমে তাকে জানানো হয়েছে ইন্টারভিউ এর দিন তাকে আই-৯৪, ড্রাইভিং লাইসেন্স, সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর, ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং এপার্টমেন্টের লীজের প্রমাণপত্র সাথে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তার কাছে সবগুলো তথ্য নেই। এসব তথ্যপত্র ছাড়া সে ইন্টারভিউ দিতে গেলে কোন সুফল পেতে পারে কিনা?

আব্দুল জব্বারের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার জানার জন্যে বলছি যে উল্লেখিত তথ্যপত্রের মধ্যে যা কিছু তথ্যপত্র কাছে আছে সেগুলো সাথে নিয়ে ইন্টারভিউ দিতে যাবেন এবং উপস্থাপন করবেন। এছাড়া কাজের প্রমানের জন্য এমপ্লয়ারের দেয়া এফিডেভিট, বাসার লীজ এবং ডাক্তারের কাছে থেকে চিঠি নেয়া যেতে পারে। এসব তথ্যপত্র হয়তো আপনার জন্যে সুফল আনতে পারে। আপনার অফিসার এসব দেখে সন্তুষ্ট হলে আপনার জন্যে সুযোগ বাড়তে পারে।

এ ধরনের প্রশ্ন প্রায়শই আমরা পেয়ে থাকি এবং তার উত্তরও প্রকাশ কররে থাকি। সে কারণে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়ুন এবং আপনার প্রশ্ন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করুন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

স্বাধীনতা আন্দোলন ও কিছু কথা



ড. আবদুল লতিফ মাসুম

পৃথিবীর এই অঞ্চলের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে মওলানা ভাসানী অবিস্মরণীয় পিতৃপুরুষের নাম। ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলমুক্তি তথা ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনত সংগ্রামে যারা ছিলেন শীর্ষস্থানীয়, তিনি তাদের একজন। পরবর্তীকালে পাকিস্তানের 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ' (হামজা আলাভী : ১৯৭২) বিরোধী স্বাধীনতার আন্দোলনে তিনিই ছিলেন উৎসমূল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই এই অনিবার্য সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। পাকিস্তানি প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম রাজনৈতিক দল সংগঠিত করেন। যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে ১৯৫৪ সালে তিনি গণবিরোধী শক্তিকে পর্যুদস্ত করেন। তিনিই সেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা যিনি পশ্চিমাদের উদ্দেশে সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেছিলেন 'আসসালামু আলাইকুম', কথিত 'নিউক্রিয়াস' (মহিউদ্দিন : ২০২১) এর অনেক আগে। তাই সঙ্গতভাবেই তাকে বলা যায় বাংলাদেশের স্বার্থক স্বপ্নদ্রষ্টা। স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের চেয়ে স্বাধিকার আন্দোলনকে তিনি অগ্রাধিকার দেন। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭০ সালে নির্বাচন বর্জন করে স্বাধিকার আন্দোলনকে বেগবান করেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়ে জাতীয় নেতৃত্বকে স্বাধীনতার পথে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন। এই জাতির স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকে দিয়েছেন যথার্থ সম্মান। তাই মওলানা ভাসানী আমাদের পিতৃপুরুষদের একজন। বলা যায়, পিতামহ। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে কালরাত্রির পর অগত্যা তিনি সীমান্ত অতিক্রম করেন। সেখানে ৯ মাস ধরে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর নাগরিক স্বাধীনতা অর্জনের পথে নিরন্তর সংগ্রাম করেন।

মওলানা উপাধিধারীরা ধর্মীয় নেতা হিসেবেই সমধিক বরেণ্য। সেক্ষেত্রে মওলানা ভাসানী একটি উজ্জ্বল স্বকীয় সত্তা। তিনি ধর্মীয় নেতা ছিলেন এবং সেই সাথে ছিলেন জননন্দিত রাজনৈতিক নেতা। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার মেহনতি মানুষের মুক্তির দিশারিদের সাথে উচ্চারিত হয় তার নাম। ধর্মের চেতনা বিশেষত খ্রিষ্টধর্মের মূল দর্শনের আলোকে গোটা লাতিন আমেরিকা এবং এশিয়ার দক্ষিণ দক্ষিণ-পূর্বাংশে স্বাধীনতা ধর্মতত্ত্ব (লিবারেশন থিওলজি) এবং বিপ্লবী ধর্মতত্ত্বের (রেভোল্যুশনারি রিলিজিওন) বিকাশ ঘটে। খ্রিষ্টধর্মীয় নেতারা বাইবেলে কথিত স্বাধীন মানবসত্তার আলোকে ঔপনিবেশিক তথা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা পালন করেন। মওলানা ভাসানী এই উপমহাদেশে এবং বাংলাদেশে তার স্বধর্ম ইসলামের আলোকে খ্রিষ্টধর্মতাত্ত্বিকদের মতোই স্বাধীনতার ও মানবতার পক্ষে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেন। অনেক পশ্চিমা সমাজতাত্ত্বিক মওলানা ভাসানীকে স্বাধীনতা ধর্মতত্ত্ব ও বিপ্লবী দর্শনের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। খ্রিষ্টধর্মবেত্তাদের সাথে তুলনীয় হলেও মওলানা ভাসানীর আদর্শ ও আন্দোলন ছিল স্বকীয় ধারায় মহিমান্বিত। তিনি মুক্তি ও মানবতার আবেদনকে খ্রিষ্টধর্ম থেকে ধার করেননি। এটি ছিল ইসলামেরই মর্মকথা। তাই দেখা যায়, ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় বিশেষত ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিকরা 'জেহাদ' করেছেন। এ ক্ষেত্রে আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে উমর মুখতার ছিলেন এক বিপ্লবী মুজাহিদ। আলজেরিয়ায় আবদুল কাদের। সুদানে আল মেহেদী। আরব জাহানে আবদুল ওয়াহাব। মধ্য এশিয়া তথা আফগানিস্তানে জামাল উদ্দিন আফগানি। এই উপমহাদেশও সে ধারায় ধন্য। মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী সে ধারার বিপ্লবী পুরুষ। এই বাংলাদেশে হাজী শরীয়তউল্লাহ, হাজী নিসার আলী তিতুমীর ও ফকির মজনু শাহ সে ধারারই পথিক। মওলানা ভাসানী ছিলেন একই ধারার সর্বশেষ যোদ্ধা। যিনি একই সাথে স্বাধীনতা ও মানবিকতার জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন। কুরআন ও হাদিস ব্যাখ্যা করে তিনি জনগণকে আন্দোলনে উজ্জীবিত করতেন। ইসলামকে তিনি সমাজতন্ত্রের প্রতিরূপ বলে বিশ্বাস করতেন। তার সমাজতন্ত্র মার্কসবাদ নয়, গরিব দুঃখী মানুষের মুক্তি। মার্কসবাদী তথা বামধারার লোকেরা তাকে ভালোবাসতেন। তার মাধ্যমে তাদের আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছেন। তাই তার আন্দোলন হয়ে দাঁড়ায় মার্কসবাদ থেকে ভিন্ন কিছু। আবার প্রচলিত আলেম-ওলামাদের রাজনীতি থেকে স্বতন্ত্র। সে আন্দোলন পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় স্বকীয় সত্তায় দেদীপ্যমান।

শুধু ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য নয়, উপমহাদেশে ক্ষমতাশ্রয়ী রাজনীতির বিপরীতে চিরবিরোধী রাজনীতির উজ্জ্বল উদাহরণ তিনি। একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই তার অগ্রজ প্রতীয়মান হতে পারেন– অন্য কেউ নয়। বাংলাদেশের রাজনীতির ৫০ বছরে মওলানা ভাসানীর চিরবিরোধী চিরবিদ্রোহী রাজনীতির দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে তিনি বরিত হয়েছেন 'মজলুম জননেতা' হিসেবে। পাকিস্তান আমলে 'বিপ্লবী ধারার রাজনীতিবিদ হিসেবে অভিহিত হয়েছেন 'রেড মওলানা হিসেবে'। (নুরুল কবীর : ২০১২) ১৯৬৯ সালে টাইম ম্যাগাজিন তাকে বলেছে, 'প্রফেট অব ভায়োলেন্স' বা সন্ত্রাস-সহিংসতার অবতার। (মেসবাহ কামাল-১৯৯২ : ১৪২-৪৩)

মওলানা ভাসানীর প্রতিবাদী চরিত্র আজন্ম লালিত। জমিদারের অত্যাচার, আসামে বাঙালি খেদাও তথা লাইন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জননেতা হয়েছেন। পাকিস্তানের ইতিহাসে তিনিই পূর্ব বাংলার প্রথম ব্যক্তি যিনি কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে উচ্চকিত হয়েছেন। প্রাদেশিক পরিষদের সাময়িক সদস্য হিসেবে ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের গোলাম কি না?' পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে রাজনীতি যখন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতে, যখন সবাই কেন্দ্রীয় সরকার ও তাদের এতদ্দেশীয় তাঁবেদারদের ভয়ে ভীত, তখন তিনিই সেই অকুতোভয় নেতা যিনি পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল সংগঠনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন রোজ গার্ডেনে জন্ম লাভ করে আজকের আওয়ামী লীগের পূর্বসূরি আওয়ামী মুসলিম লীগ। সভাপতিত্ব করেন মওলানা ভাসানী। নবগঠিত বিরোধী দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন মেধাবী নেতা শামসুল হক (পরবর্তীকালে নিরুদ্দেশ)। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন শেখ মুজিবুর রহমান। খাজা-গজাদের নিয়ন্ত্রিত সামন্তবাদী অসাধারণ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গঠিত হয় সাধারণের দল আওয়ামী লীগ। পরদিন ২৪ জুন আরমানিটোলা ময়দানে পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিরোধী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানেও সভাপতিত্ব করেন মওলানা ভাসানী। ভাষা আন্দোলনের সূচনার নেতৃত্ব তার। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয় তারই সভাপতিত্বে। এ সময় ১৬ মাস কারাবরণ করেন তিনি। ১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠনে শেরেবাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর সাথে সমদায়িত্ব পালন করেন মওলানা ভাসানী। ১৯৫৭ সালের ৫-৮ ফেব্রুয়ারী টাঙ্গাইলের কাগমারীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করলেন 'আসসালামু আলাইকুম' অর্থাৎ বিদায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পর্যায়ে মওলানা ভাসানী একই ধরনের উচ্চারণ করেছেন। সেই সময়ে মওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক জোটে যোগদানের ক্ষেত্রে প্রবল বিরোধিতা করেন। সোহরাওয়ার্দী বলেন, 'পূর্ব বাংলার ৯৮ শতাংশ স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হয়েছে। আমেরিকান জোটের ব্যাপারে মওলানা ভাসানী নির্দেশিত মুসলিম জোটের বিপক্ষে বলেছিলেন 'জিরো প্লাস জিরো ইকুয়াল টু জিরো'। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল অংশ নিয়ে মওলানা ভাসানী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ গঠন করেন। ন্যাপের মস্কো বনাম পিকিং বিভাজন ঘটলে তিনি পিকিংপন্থীদের নেতৃত্ব দেন। ১৯৬৪ সালে আইয়ুবের সামরিক শাসনের পর রাজনীতির সূচনা হলে মওলানা ভাসানী অন্যান্য নেতার সাথে দলীয় রাজনীতির বদলে গণতন্ত্রের সংগ্রামকে প্রাধান্য দেন। এভাবে গঠিত হয় কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি-কপ। ১৯৬৯ সালে মওলানা ভাসানী বায়তুল মোকাররমে প্রথম মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে গণ-আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলনে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাস ঘটে। এতে লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। উপদ্রুত এলাকা সফর শেষে ২৩ নভেম্বর পল্টন ময়দানে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশে 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন' বললেন। তখন কবি শামসুর রাহমান লিখলেন–

'বল্লমের মতো ঝলসে ওঠে তাঁর হাত বারবার
অতি দ্রুত স্ফীত হয়, স্ফীত হয় মৌলানার সফেদ পাঞ্জাবি
যেন তিনি ধবধবে একটি পাঞ্জাবি দিয়ে সব
বিধ্বস্ত বে আব্রু লাশ কী ব্যাকুল ঢেকে দিতে চান।'

১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর আবারো স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের ঘোষণা দেন। ১৮ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে রংপুরের জনসভায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা পুনরায় উল্লেখ করে মওলানা ভাসানী বঙ্গবন্ধুকে প্রস্তুতি নেয়ার পরামর্শ দেন। মওলানার ভাষণে তখন ন্যাপ নেতারা স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের পতাকা তৈরি করেন। এখানে লক্ষণীয় যে, যখন বঙ্গবন্ধু জয় বাংলা বলছেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়েছেন তখন মওলানা ভাসানী স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কথা বলছেন। স্বাধীন বাংলাদেশ এবং স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে তত্ত্বগত বিভেদ রয়েছে। মওলানা ভাসানী তার ঘোষণার মাধ্যমে ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রেরই প্রতিধ্বনি করছিলেন। স্মরণীয় যে, আবুল মনসুর আহমেদ বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে 'এন্ড অব দ্য বিট্রেয়াল অ্যান্ড রেস্টোরেশন অব লাহোর রেজ্যুলেশন' অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতার শেষ এবং লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন বলে বর্ণনা করেছেন। মওলানা ভাসানীর স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান ধারণায় অবিভক্ত বাংলার অপর অংশের আদর্শিক ও ভাষাগত সংশ্লিষ্টতা ছিল না। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের ধারণা একান্তভাবেই ১৯৪৭ সালে অর্জিত স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক ও ধর্মীয় পরিচয় বিধৃত ছিল। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, পরবর্তীকালে শহীদ জিয়াউর রহমান যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন তার সাথে মওলানা ভাসানী ঘোষিত স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের আত্মিক, তাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক মিল রয়েছে। মওলানা ভাসানীর অনেক অনুসারী স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ভারতের দিল্লি, দেরাদুন ও কলকাতায় অবস্থান করেন। মুক্তিযুদ্ধকে সর্বদলীয়ভাবে উপস্থাপনের চেষ্টায় তাকে সভাপতি করে ন্যাপ মুজাফফর, সিপিবি ইত্যাদি দল সমন্বয়ে স্বাধীন বাংলা সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। এ সময়ে মওলানা ভাসানী পৃথিবীর বিভিন্ন নেতানেত্রীকে মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনের আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখেন। এদের মধ্যে রয়েছেন চীনের চেয়ারম্যান মাও জে দুং, সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগর্নি ও জাতিসঙ্ঘের সহ-াসচিব উ থান্ট প্রমুখ। মওলানা ভাসানীর ভারতে থাকাকালীন সময়কে অনেকে 'অন্তরীণ অবস্থা' বলে বর্ণনা করেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলেও মওলানা ভাসানী দেশে ফিরেন বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ২২ জানুয়ারী, ১৯৭২।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তিনি তার সেই চিরায়ত বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পাকিস্তান আমলে বামধারার রাজনীতিকরা তার সাথী হলেও স্বাধীনতার পর তারা নিজ নিজ রাজনৈতিক দল গঠন করেন। মওলানা ভাসানী একরকম নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। একান্ত অনুসারীরা তাকে ঘিরে থাকেন। এ সময় তিনি আরো গভীরভাবে ইসলামী ধ্যান-ধারণাপুষ্ট রাজনীতির কথা বলেন। তিনি হুকুমতে রব্বানিয়া ও রবুবিয়তের দর্শন প্রচার করেন। ইসলামী সমাজতন্ত্রের পক্ষে জনমত গঠন করেন। তবে মওলানা ভাসানীর রাজনীতি ও ধর্ম দর্শনে স্বাতন্ত্র্য ছিল। সম্প্রতি সম্পাদিত একটি গবেষণাকর্মের নির্যাসে বলা হয়, 'মওলানা ভাসানী এ দেশের একমাত্র রাজনীতিক যথার্থভাবে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তার ধর্মবিশ্বাস ছিল রাজনীতির অন্যতম উপাদান, যদিও তিনি ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করতেন না। এ জন্যই তার ধর্ম কখনো রাজনীতিকে কলঙ্কিত করেনি। আবার তার রাজনীতিও ধর্ম পালনে অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। তিনি ধর্মের বিপ্লবী আদর্শকে রাজনীতিতে প্রয়োগ করেছেন সাফল্যের সাথে। তিনি ছিলেন একই সাথে ধর্মতাত্ত্বিক ও বিপ্লবী রাজনীতিক। তিনি ধার্মিক ছিলেন সাম্প্রদায়িক না হয়ে। বিপ্লবী ছিলেন ধর্মকে বিসর্জন না দিয়ে। পীর হয়েও তিনি ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে প্রগতিশীল রাজনীতির নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধকে রাজনীতিতে প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। এটাই ছিল তার রাজনীতির মূলমন্ত্র।' (মো: ফোরকান মিয়া-২০১৪ : ৫)

যেকোনো জাতির মুক্তিসংগ্রাম একটি সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রয়াস। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশ জাতির রাষ্ট্র অতিক্রম করেছে অনেক নদীর বাঁক। এসব বাঁক পরিবর্তনে একেকটি পর্যায়ে একেক ধরনের নেতৃত্ব হয়ে উঠেছে অনিবার্য। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে যারা শীর্ষ নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন– শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, খাজা নাজিমুদ্দিন, মওলানা আকরম খাঁ ও আল্লামা আবুল হাশেম প্রমুখ। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর জাতীয় নির্বাচন এবং অবশেষে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের সাধারণ মানুষ ও জাতীয় নেতৃত্ব মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছে। এই ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় কারো নেতৃত্বই অস্বীকার করার মতো নয়। ডান-বাম ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ সব নেতৃত্ব আমাদের স্বাধীনতার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে।

আমরা যখন স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি তখন অতীত ও বর্তমানের সব সত্য ও সব সত্তাকে নিয়ে আমাদের আগুয়ান হতে হবে। সব মুক্তিকামী জাতির ইতিহাসে একক নেতৃত্বের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে সম্মিলিত নেতৃত্বের কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজনের বদলে জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির কৃতিত্ব দেয়া হয় সম্মিলিতভাবে বেশ কয়েকজনকে। তারা বলে, ফাদারস ফিগারস বা পিতৃতুল্য ব্যক্তিত্ব।

আমাদের ইতিহাসে বাংলাদেশ জাতির স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবার শীর্ষে রয়েছেন। বাংলাদেশ জাতির অভ্যুদয় এবং বঙ্গবন্ধুর অনন্য অবদানের আগে ও পরে যেসব নেতৃত্ব পাহাড় কেটে কেটে আমাদের জন্য সমতল স্বাধীনতার সোপান নির্মাণ করেছেন তারা সবাই স্মরণীয় ও বরণীয়। তাই স্বাধীনতার এই ৫০ বছর পূর্তিতে আর সবার সাথে মওলানা ভাসানীকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম। 'যুগ যুগ জিও তুমি, মওলানা ভাসানী'।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মওলানা ভাসানীর প্রতিবাদী চরিত্র আজন্ম লালিত। জমিদারের অত্যাচার, আসামে বাঙালি খেদাও তথা লাইন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জননেতা হয়েছেন। পাকিস্তানের ইতিহাসে তিনিই পূর্ব বাংলার প্রথম ব্যক্তি যিনি কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে উচ্চকিত হয়েছেন। প্রাদেশিক পরিষদের সাময়িক সদস্য হিসেবে ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের গোলাম কি না?' পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে রাজনীতি যখন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতে, যখন সবাই কেন্দ্রীয় সরকার ও তাদের এতদ্দেশীয় তাঁবেদারদের ভয়ে ভীত, তখন তিনিই সেই অকুতোভয় নেতা যিনি পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল সংগঠনের নেতৃত্ব দেন।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
686 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

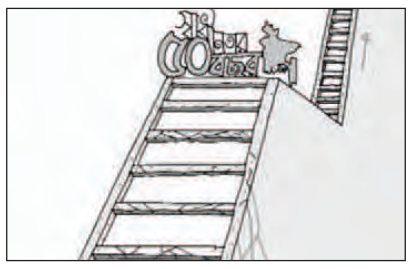
সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

৫০ বছরের প্রাপ্তি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

এম হাফিজউদ্দিন খান

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপনের মুহূর্ত আমাদের জন্য অনেক গৌরবের। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর শুরুর কয়েক বছর অনেক খারাপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে। নতুন দেশ। বলতে গেলে কিছুই নেই। নানা সমস্যা। এর মধ্যে দুর্ভিক্ষও দেখতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে হারালাম। দেশ সামরিক শাসনের অধীনে গেল। নানা রকম উত্থান-পতন হলো। তারপর ১৯৯১ সাল থেকে মোটামুটি একটা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসে। তখন থেকে মাঝের দুই বছর বাদ দিলে একটা গণতান্ত্রিক কাঠামোর আবর্তে দেশ শাসিত হয়ে আসছে। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় স্বস্তির বিষয় হলো রাজনীতিকরাই দেশ চালাচ্ছেন। কোনো সামরিক একনায়কের শাসন দেখতে হয়নি। অর্থনৈতিকভাবে আমরা এখন একটি উদীয়মান দেশ।

বাংলাদেশ আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে, কোনো সন্দেহ নেই। আমরা সেই 'তলাবিহীন ঝুড়ি' পরিস্থিতি পার হয়ে এসেছি। এখন নিজেদের খরচে পদ্মা সেতুর মতো একটা মেগাপ্রকল্প প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছি। শুধু এই পদ্মা সেতুর কথাটাই যদি বলি, তাহলে বলব এটা এক বিরাট অর্জন। এ জন্য সরকারের যাঁরা আছেন, বিশেষ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধন্যবাদ পাবেন। এটা তাঁর প্রাপ্য। সামগ্রিকভাবে দেশ ভালো চলছে। বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার বিচারেও আমরা এগিয়ে গেছি। তার বড় প্রমাণ হলো, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে আমাদের উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তরণ। যদিও এর আনুষ্ঠানিকতা বাকি। সব মিলিয়ে আমাদের অগ্রগতি হয়েছে, সব দিক দিয়েই হয়েছে।



স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশ আরো কতটা ভালো থাকতে পারত সেটা নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে। কিন্তু এ কথা সত্য যে বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ এখন উল্লেখযোগ্য নাম। বিশ্ব অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে আমরা জায়গা করে নিয়েছি। এই এগিয়ে যাওয়ার পথে আমাদের কিছু অস্বস্তিও আছে। স্বাধীনতার পর থেকে দেশের চলার পথ কখনোই কণ্টকমুক্ত ছিল না। পৃথিবীর কোনো দেশেরই অগ্রযাত্রা নির্বিঘ্ন হয় না। কিন্তু আমাদের সমস্যা হলো বহির্বিশ্বের বাধার চেয়ে আমাদের অভ্যন্তরীণ বাধাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

আমরা অন্ধকার অতীত ফেলে এসেছি। কিন্তু অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জগুলো দূর করতে না পারা আমাদের স্বাধীনতার অপ্রাপ্তির দিক। দেশ গণতান্ত্রিক কাঠামোর আবর্তে শাসিত হলেও দেশের রাজনৈতিক কাঠামো এখনো ভঙ্গুর। গণতন্ত্রের জন্য শক্তিশালী বিরোধী দল অপরিহার্য হলেও এই মুহূর্তে তা দেখা যাচ্ছে না। গণতন্ত্রের প্রতি দলগুলোর দৃঢ় অঙ্গীকারও দেখা যায় না। দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চর্চা বলতে গেলে নেই। দেশের প্রশ্নে, দেশের ভবিষ্যতের প্রশ্নে, দেশ শাসনের নীতিগত প্রশ্নে রাজনৈতিক ঐক্য রীতিমতো দুরাশায় পরিণত হয়েছে। ফলে ক্ষমতার সঙ্গে দেশের নীতিও বদলে যায়।

একটি জাতির ভবিষ্যৎ নিহিত থাকে তার শিক্ষাব্যবস্থায়। কিন্তু একটি সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। এর মধ্যে শিক্ষার মান নিয়ে বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দেশে শিক্ষার হার বেড়েছে; কিন্তু শিক্ষার মান সেই অর্থে উন্নত হয়নি। মাধ্যমিক শিক্ষাকে এখনো শক্তিশালী করা যায়নি। উচ্চশিক্ষা রীতিমতো দিশাহারা হয়ে পড়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপচার্যদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছারিতা ও দুর্নীতির অভিযোগ দিন দিন বাড়ছে। এটা নিয়ে অনেক লেখালেখি হচ্ছে। কিন্তু এগুলো কমে আসার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এর মধ্যে করোনাভাইরাস মহামারি এসে শিক্ষা খাতকে আরো লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে আছে। স্বাধীনতার পর দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৭০ শতাংশ। গত কয়েক বছরে এই জায়গায় আমরা খুব দ্রুত উন্নতি করি। দারিদ্র্যের হার কমতে কমতে ২০১৯ সালের শেষের দিকে ১৯ শতাংশে নেমে আসে। চরম দারিদ্র্যের হার আরো অনেক কম। আমাদের স্বাধীনতার ৫০ বছরে এটাই সবচেয়ে বড় অর্জন। যদিও করোনাভাইরাস এসে আমাদের দারিদ্র্যের হার আবার বাড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলছে করোনায় দারিদ্র্যের হার বেড়ে ২৯ শতাংশ হয়েছে, কেউ বলছে ৩৫ শতাংশ, আবার কেউ বলছে ৪৩ শতাংশ হয়েছে। তবে বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও যেভাবে আমাদের ভালো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটছে, তাতে দারিদ্র্য বিমোচনেও আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারব বলে বিশ্বাস করি। এ ক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনা আরো সুস্পষ্ট করতে হবে, বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতে সহযোগিতার ক্ষেত্রে। সব মিলিয়ে আমরা অর্থনৈতিকভাবে অগ্রগতি অর্জন করেছি। সেটা বিশ্বের সবাই স্বীকার করছে। শুধু দারিদ্র্য বিমোচন নয়, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি আয়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও রেমিট্যান্স অর্জনে বিরাট সাফল্য দেখিয়েছি। আমাদের অর্থনীতির এই এগিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে দুটি বিপরীত টানও দেখা যাচ্ছে। একটি হচ্ছে বড় বড় দুর্নীতির ঘটনা এবং অপরটি হচ্ছে আয়বৈষম্য। অর্থনীতিতে যেমন মেগাপ্রকল্প আসছে, তেমনি পাল্লা দিয়ে মেগা দুর্নীতিও দেখা যাচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিয়ম, সরকারি কেনাকাটায় লুটপাট, সরকারি কাজকর্মে দুর্নীতির মহোৎসব চলছে। গণমাধ্যমের খবর অন্তত তা-ই বলছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য দিন দিন বাড়ছে। অথচ অর্থনৈতিক বৈষম্য দেশকে অস্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। এই বৈষম্যের পেছনে দুর্নীতি একটা কারণ। স্বাধীনতার ৫০ বছরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যদি হয় সবচেয়ে বড় সাফল্য, তাহলে দুর্নীতি দমন করতে না পারা হতে পারে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতার নাম। দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে দুর্নীতি দমন কমিশনে উন্নীত করা হলেও এই সমস্যা দূর করা গেল না। প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতা খুলেই আমরা দেখতে পাই দুর্নীতির নানা খবর। পত্রপত্রিকায় ছোটখাটো দুর্নীতির খবর এখন গুরুত্বই পায় না। আমাদের স্বাধীনতার এই ৫০ বছরের অন্যতম বড় সাফল্য হলো সামরিক শাসনের সংস্কৃতিকে মোটামুটি কবর দিতে পারা। তার ১৯৯১ সাল থেকে দোষত্রুটি সত্ত্বেও আমরা একটা গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ফেরত এসেছি। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, জনপ্রশাসনকে এখনো আমরা জবাবদিহিমূলক করতে পারিনি। সরকারের জবাবদিহিও নিশ্চিত করতে পারিনি। এ জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা দরকার, সেটাও গড়ে তুলতে পারিনি। ফলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়নি, মানবাধিকার নিশ্চিত করা যায়নি। নির্বাচনব্যবস্থা গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি। কিন্তু নির্বাচনব্যবস্থা বলতে গেলে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই জায়গাগুলোতে আমাদের অবস্থা খুবই করুণ। এ জন্য অবশ্য রাজনৈতিক দলগুলো দায়ী। কোনো পক্ষই নিজেদের দায়মুক্ত ভাবতে পারে না। দলগুলো যদি অঙ্গীকারবদ্ধ হয় যে আমরা স্বচ্ছ নির্বাচন করব, দুর্নীতি করব না, আমরা ভোটকেন্দ্র দখল করব না, তাহলে নির্বাচনব্যবস্থা শক্তিশালী না হয়ে পারে না। আবার নির্বাচন কমিশনকেও স্বচ্ছ নির্বাচন চাইতে হবে। এ জন্য নির্বাচন কমিশনে দরকার দৃঢ়চেতা মানুষের। আবার দৃঢ়চেতা মানুষ চাইলেই হবে না, নির্বাচন কমিশন গঠন প্রক্রিয়াও শক্তিশালী করা দরকার। আমাদের সংবিধানে বলা আছে, নির্বাচন কমিশন গঠনের একটা আইন করতে হবে। সেই আইন প্রণয়ন করাটা এখন খুব জরুরি। নির্বাচন কমিশনের ওপর মানুষের আস্থা নেই। গণতন্ত্র সুসংহত করতে গেলে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে গেলে এই আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। বৈদেশিক সম্পর্কের জায়গায় আমাদের আরো পরিপক্বতা দেখাতে হবে। আমাদের বৈদেশিক সম্পর্কের মধ্যে বড় একটা সমস্যা হলো ভারতের সঙ্গে বিদ্যমান সমস্যা। এই সম্পর্ক নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথাই বলা যায়। সামগ্রিকভাবে আমাদের বঞ্চনার বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, 'আমরা কিছু পাই না, সব দিয়েছি।' সুতরাং এখানে আমাদের করণীয় কিছু রয়ে গেছে। সীমান্ত হত্যা কোনো যুক্তিতেই চলতে পারে না। সম্প্রতি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলে গেছেন, 'সীমান্তে সংঘটিত অপরাধের জন্য সীমান্ত হত্যা হয়। সীমান্তে অপরাধ না থাকলে হত্যাও হবে না।' কিন্তু অপরাধ করলেই কাউকে ধরে মারতে হবে নাকি? এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো শাস্তির ব্যবস্থা কি নেই? সুতরাং ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই উক্তিটা আমি মনে করি খুবই আপত্তিকর। কোনো দায়িত্ববান ব্যক্তি এমন বলতে পারেন না। আমাদের বৈদেশিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক সময়ের আরেকটা বিষয় হলো, রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীন ও ভারতকে কাছে না পাওয়া। সুতরাং আমাদের সম্পর্ক নির্ণয় নিয়ে আরো ভাবতে হবে।

পরিশেষে বলব, আমাদের স্বাধীনতার প্রথম ৫০ বছর অবশ্যই অর্থনীতির সাফল্যের। এখন পরবর্তী ৫০ বছরের যাত্রা শুরু হোক সুশাসনের; যেখানে গণতন্ত্র সুসংহত হবে, মানবাধিকার নিশ্চিত হবে, দুর্নীত ও আয়বৈষম্য কমবে, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে, জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠবে। প্রথম ৫০ বছরের সাফল্য হোক পরবর্তী ৫০ বছরের অনুপ্রেরণা।

লেখক: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা
অনুলিখন: আফছার আহমেদ

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration



Timothy Bompart
Attorney at Law
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.





ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৫০ বছর

ড. মো. আব্দুল্লাহ হেল কাফী

দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দুটি দেশ বাংলাদেশ ও ভারত। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের চারদিকে ভারতের অবস্থান। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভারতীয় সরকারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এ সম্পর্ককে 'সোনালি অধ্যায়' বলেছেন। তার মতে, দুই দেশের মধ্যে এখন যে কোনো সময়ের তুলনায় ভালো সম্পর্ক রয়েছে। আমিও মনে করি, দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বেশ কিছু সমস্যা থাকলেও মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় ভারতের অবদান আমাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতেই হবে। আসলে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, দুই দেশের মধ্যকার অভিন্ন ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি, মানুষের ভাবাবেগ ও স্বার্থের এক অসাধারণ সম্পর্কের মিথস্ক্রিয়া বাংলাদেশ ও ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এক বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অবদানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক কালক্রমে তাই নতুন মাত্রা পেয়েছে। মূলত বঙ্গবন্ধু তনয়া দেশরত্ন শেখ হাসিনা ১৯৯৬ ও ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমঝোতার ওপর ভিত্তি করে এ সম্পর্ক সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে 'প্রতিবেশীই প্রথম' নীতির কারণে বাংলাদেশ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ২৬ ও ২৭ মার্চ নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশ সফর করছেন। করোনা মহামারি শুরুর পর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এটাই প্রথম বিদেশ সফর। নরেন্দ্র মোদির আসন্ন ঢাকা সফর তাই নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ।

অধিক জনসংখ্যা হওয়ার কারণে বাংলাদেশ তার নিজ দেশের উৎপাদিত পণ্যের মাধ্যমে জনগণের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। ফলে চাহিদা পূরণ করার জন্য বহির্বিশ্ব থেকে প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য আমদানি করতে হয়। এক্ষেত্রে ভারত থেকে এসব পণ্যদ্রব্য আমদানি করা সময় ও অর্থসাশ্রয়ী। কারণ, ভারত প্রতিবেশী হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা পাওয়া যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থার নতুন সংযোজন ১৭ ডিসেম্বর, ২০২০ দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল সম্মেলনে নীলফামারীর চিলাহাটি সীমান্ত থেকে পশ্চিমবঙ্গের হলদিবাড়ী পর্যন্ত রেল যোগাযোগ উদ্বোধন, যা ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া দুই দেশের মানুষের রুচি ও পছন্দের মিল থাকায় বাংলাদেশের চাহিদা অনুযায়ী পণ্যদ্রব্যও পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ ভারতের মধ্যকার আনুষ্ঠানিকভাবে বাণিজ্য বা অর্থনৈতিক সম্পর্কের শুরু হয় ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ তৎকালীন বাংলাদেশের সরকার প্রধান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক ২৫ বছরমেয়াদি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে। ১৯৭৩ সালে বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭২ সালে মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূচনা হলেও ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কাপুরুষোচিতভাবে হত্যা করা হলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের পাশাপাশি অন্যান্য সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। এরপর থেকে বাংলাদেশে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলতে থাকে। ১৯৯০ সালে স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের পতনের মধ্য দিয়ে আবার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শুরু হয়। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত মূলত এই সময় থেকে তথা



১৯৯০ সালের পর থেকে সামরিক শক্তির পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিক দিয়েও অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষুদ্র একটি দেশ। এমন ক্ষুদ্র অর্থনীতির একটি দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা করা। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বা ইসিবি সূত্র থেকে জানা যায়, ১৯৯০-১৯৯১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ভারত থেকে আমদানি করে ২৩ কোটি ১৩ লাখ ডলার মূল্যের পণ্য। অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে মাত্র ২১ লাখ ডলার মূল্যের পণ্য। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে ভারতে ৬৭২.৪০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের রপ্তানি হয়েছে। অন্যদিকে ভারত থেকে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয়েছে ৬.১৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য। করোনা মহামারির পরেও ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ আমদানি করে ৫.৮০ বিলিয়ন ডলার, রপ্তানি করে ১.১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য। তবে এ কথা ঠিক যে এ অঞ্চলে ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ ও ভারতের বাণিজ্যিক পরিসংখ্যান দেখলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা পরিলক্ষিত হয়। ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি না হওয়ার জন্য মোটা দাগে চারটি সমস্যা রয়েছে বলে আমি মনে করি। সেগুলো হলো–দুর্বল অবকাঠামো, অপর্যাপ্ত বন্দর সুবিধা, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ জটিলতা ও অশুল্ক বাধা। আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোর সম্পর্কের অন্যতম ভিত্তি বাণিজ্য। তাই ভারতে বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য অবশ্যই উপরোক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে। তাছাড়া ওয়ান স্টপ সার্ভিসের পাশাপাশি ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করলে পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে দীর্ঘসূত্রতা কমবে এবং ভারতে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বেশ কিছু সমস্যা তৈরি হলেও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে দুই দেশের কর্তব্যরত ব্যক্তিরা তাদের কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। ২০১০ সালে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ভারত সফরকালে দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত হাট স্থাপনের আগ্রহ লক্ষ করা যায়। ২০১৫ সালের ৬-৭ জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশ এসে ভারত-বাংলাদেশ স্থল সীমান্ত চুক্তি (এলবিএ) অনুমোদনের দলিল বিনিময় ও ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের দ্বিতীয় ঋণচুক্তিসহ ২২টি দ্বিপাক্ষিক দলিল চূড়ান্ত করেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৭ সালের ০৭-১০ এপ্রিল ভারত সফর করেন। সফরকালে বিভিন্ন বিষয়ে ৩৬টি দ্বিপক্ষীয় দলিল, যার মধ্যে রয়েছে বেসামরিক পারমাণবিক শক্তি, মহাকাশ, তথ্যপ্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, সক্ষমতা অর্জন ইত্যাদি। এছাড়াও ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তৃতীয় ঋণরেখা (এলওসি) বাংলাদেশকে দেওয়া হয়েছে। যা ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের স্বাক্ষর বহন করে বৈকি। তাছাড়া স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পরে বাংলাদেশের সামনে যে চ্যালেঞ্জ আসবে, তা মোকাবিলায় ভারত আমাদের অন্যতম অংশীদার হতে পারে। সম্প্রতি বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়াতে সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (সিইপিও) নামে নতুন এক চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে, যা সফল হলে এবং নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা চালু হলে আগামী ১০ বছরে ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানি দ্বিগুণ হবে বলে আমি আশাবাদী।

সীমান্তের মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই সীমান্ত হাট চালু করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তা বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত হাট নিয়ে আলাপ-আলোচনার পর অবশেষে আটটি হাট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ইতিমধ্যে চারটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এসব হাট সীমান্তের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণের পাশাপাশি দুই দেশের বাণিজ্যেও ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ-ভারত অর্থনৈতিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক অগ্রগতির অন্যতম দিক হচ্ছে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে ভারতের বিনিয়োগ। ভারতের আমদানি ও রিলায়েন্স বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ করার চুক্তি করেছে। এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়ে বিদ্যমান বিদ্যুৎ ঘাটতি লাঘব করতে পারবে। তাছাড়া বিদ্যুৎ উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা 'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১০' এ আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ থেকে বিদ্যুৎ আমদানিকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে ২০৩০ সালের মধ্যে ন্যূনতম ৩৫০০ মেগাওয়াট আঞ্চলিক গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাংলাদেশ। বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক উক্ত পরিকল্পনা সংশোধনপূর্বক আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে ৬ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সরকার আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যাপারে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ বাণিজ্যই হতো আজকের বাংলাদেশের ওপর দিয়ে। চট্টগ্রাম বন্দর এই অঞ্চলের পণ্য পরিবহনের অন্যতম রুট ছিল। নদী, সড়কপথ ও রেলপথ–এই অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থার বাস্তবতার আলোকেই তৈরি। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে রেল ও নদী পথ ভেঙে পড়ে এবং পাকিস্তান ভারতের ট্রানজিট অধিকার বাতিল করে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হলে ১৯৭২ সালে নদীপথের ট্রানজিট পুনরায় চালু করা হয়। বিশ্বায়নের এই যুগে কোনো দেশ বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। বাংলাদেশও প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিশেষ করে ব্যবসায় বাণিজ্য সম্প্রসারিত করতে পারে। ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য আলোচনায় ট্রানজিট আর ট্রানশিপমেন্টের মাধ্যমে নতুন মাত্রায় পৌঁছাবে বলে আমার বিশ্বাস। তবে বর্তমানে ট্রানজিট শুধু ভারতেই নয় বরং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নেপাল আর ভুটানও। তাই আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশ-ভারত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন করে আশার আলো প্রতিভাত হচ্ছে। বাংলাদেশের চাহিদার ক্ষেত্রগুলোতে ভারত মনোযোগী হয়েছে। যেমন সীমান্ত হত্যা কমিয়ে আনতে বিএসএফকে নন-লেথাল অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে বিভিন্ন বাংলাদেশি পণ্যকে ভারতের বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার না থাকলে হয়তো এই দ্বিপক্ষীয় বন্ধুত্ব এই পর্যায়ে পৌঁছাতই না।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সীমান্ত হত্যা, ভারতের কোনো রাখঢাক নেই

শাহাবুদ্দিন খালেদ চৌধুরী

নরেন্দ্র মোদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহলসহ বেশ কিছু সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়েছে। বর্তমানে সীমান্তে বাংলাদেশীরা অহরহ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিএসএফের সশস্ত্র হামলার শিকার হচ্ছেন। তাতে এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন। গত ৪ মার্চ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রাহ্মনিয়াম জয়শঙ্কর এক দিনের সফরে ঢাকায় এসেছিলেন। এ সফরের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছিল, নরেন্দ্র মোদির ২৬ মার্চ ঢাকা সফর নিশ্চিত করা। জয়শঙ্কর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে জয়শঙ্করের বক্তব্যগুলো মিডিয়ায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলেও, আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কী বলেছেন তা কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যগুলো গ্রহণ করার কোনো বিকল্প আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল না। সে বৈঠকে জয়শঙ্কর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশীদের হত্যা সম্পর্কে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একমত হয়েছেন বলেও বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশ করা হয়েছে। জয়শঙ্করের ভাষায়, 'Every death is regrettable but we also have to ask ourselves why is there a problem, and the problem is because of crime. So our shared objective should be a No Crime, no death border and I am sure if we can get it right, we can address this problem effectively.' অর্থাৎ প্রতিটি মৃত্যু দুঃখজনক, কিন্তু আমাদেরকে নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে, কেন এ সমস্যা? অপরাধের কারণে এ সমস্যা। কাজেই আমাদের সম্মিলিত উদ্দেশ্য হবে, অপরাধ বন্ধ হবে, মৃত্যুও বন্ধ হবে। আমি সুনিশ্চিত যে, এটি যদি আমরা করতে পারি তা হলে এ সমস্যার সমাধানে আমরা সফল হবো।'

এ দিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নির্বাচনী সভায় আবার ঘোষণা করেছেন, তিস্তা নদীর পানি বাংলাদেশকে দেয়া সম্ভব নয়। এই পর্যন্ত বাংলাদেশকে তিস্তা নদীর পানি দেয়ার ব্যাপারে মমতা যতবারই বক্তব্য রেখেছেন ততবারই মনে হয়েছে তিস্তা নদীর পানি বাংলাদেশ ভিক্ষা হিসেবে চাইছে। এরূপ বক্তব্য অবশ্যই বাংলাদেশের জন্য অবমাননাকর। গুলি করে কাউকে মেরে হত্যা না বলে মৃত্যু বলা এবং তিস্তা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা না দিয়ে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে বলার ব্যাপারে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যা-ই মনে করুন না কেন, দেশের আপামর জনগণ তাতে অবশ্যই চরম অপমানিত বোধ করেন।

এখন প্রশ্ন হলো, ভারতে প্রত্যেক অপরাধীকে কি গুলি করে মারা হয়? ভারতে কোনো অপরাধীকে গুলি করে মারা ছাড়া কি আর কোনো বিকল্প নেই? ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায় তো সে রকমই বোঝা যায়। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার আগে জয়শঙ্কর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি যে অপরাধের



জন্য নির্বিচারে গুলি করে মারার কথা বললেন, এটি কি একটি সভ্য এবং বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোভা পায়? কয়েক দিন আগে সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে, লাখ লাখ ভারতীয় নাগরিক এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন গার্মেন্ট কারখানায় চাকরি করে, যাদের অনেকেরই বৈধ ভিসাও নেই। এ খবরের জন্য বাংলাদেশে কোনো অসন্তোষ সৃষ্টি হতে আমি শুনিনি। সম্ভবত এর কারণ, ভারতের ব্যাপারে বাংলাদেশে আপামর জনগণের কোনো বৈরীভাব নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয়রা বিশেষ করে ভারতীয় সেনারা যেভাবে আমাদের স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন তা ভুলে যাওয়ার মতো বাঙালি পাওয়া খুবই দুষ্কর। কিন্তু যখন দেখি বাংলাদেশের পাতি চোরাকারবারিদের দমনের জন্য ভারতের অন্যতম স্বনামধন্য কূটনীতিবিদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর বুলেট ছাড়া অন্য কিছু দেখেন না তখন ব্যথিত না হয়ে পারা যায় না।

যখন দেখি ভারতীয় বর্ডারে বিএসএফ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে গুলি করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প দেখে না, তখন প্রশ্ন তোলা ছাড়া উপায় থাকে না যে, ভারতে কি প্রত্যেক অপরাধীকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়? তাই যদি না হবে বাংলাদেশীদেরও বিএসএফ নির্বিচারে গুলি করতে পারে না। বাংলাদেশী এসব অপরাধীকে গুলি করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই? ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ ব্যাপারে বক্তব্যগুলো বিভিন্ন অর্থ বহন করে। পরিতাপের বিষয়, ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিয়েছেন বলে সংবাদপত্রের খবর দেখলে মনে হয় না। কাজেই ধরে নিতে হবে, ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগগুলো সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তা হলে দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকের ফলাফল কী হলো? বাংলাদেশের পক্ষে স্বীকার করা হলো, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে চোরাকারবারিদের অভয়াশ্রম বানানো হয়েছে কেবল বাংলাদেশী চোরাকারবারিদের উদ্যোগে। যেন ভারতীয় পক্ষের কোনো চোরাকারবারি নেই।

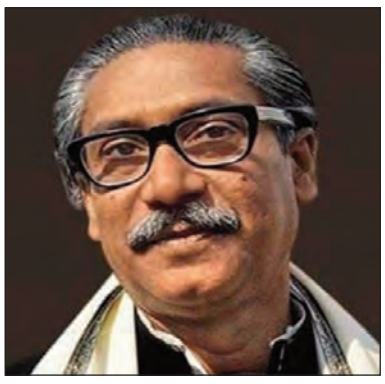
দ্বিতীয়ত, ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ৪৫ জন বাংলাদেশী বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়েছেন। তারা সবাই চোরাচালানের সাথে জড়িত। যেহেতু ২০২০ সালে ধৃত চোরাকারবারিরা সবাই বাংলাদেশী, সেহেতু স্বাভাবিকভাবে সীমান্তে অবৈধ চোরাকারবারের জন্য বাংলাদেশই দায়ী হবে এবং চোরাচালানসংক্রান্ত সব হত্যাকান্ডের জন্য বাংলাদেশ দায়ী হবে। যদিও ভারতীয় বিএসএফ গুলি চালিয়েছে, এ সমস্যার সমাধান ও স্বভাবত বাংলাদেশকেই করতে হবে। কারণ যারা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে, তারা সবাই চোরাকারবারের সাথে জড়িত এবং ভারতের বক্তব্য অনুসারে তারা সবাই বাংলাদেশী। এ ব্যাপারে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন তাও চূড়ান্তভাবে কূটনৈতিক। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি বাক্যই ভারতকে হত্যার দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়। তিনি বলেছেন, 'Stop border crimes, the killing will stop'. 'সীমান্ত অপরাধ বন্ধ করুন, হত্যা বন্ধ হয়ে যাবে।' তা হলে ভারতের বক্তব্যের সার হলো, চোরাচালান বন্ধ করতে হত্যা করা যায়। কিন্তু ভারতীয় গরু যখন বাংলাদেশে পাচার করা হয় তখন কি শুধু বাংলাদেশী চোরাকারবারি এ কাজে জড়িত থাকে? সে ক্ষেত্রে ভারতীয় চোরাকারবারি বুলেটের শিকার হয় না কেন? চোরাকারবার রোধে বুলেট ব্যবহারের দৃষ্টান্ত একমাত্র ভারতীয় বিএসএফই স্থাপন করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে এসে তা অনুমোদন দিলেন। এত দিন পর্যন্ত বিচারকের জুরির এবং হুকুম তামিলের সব কাজেই ভারতীয় সীমান্তরক্ষীবাহিনী-বিএসএফই সম্পন্ন করেছে। এ বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি।

প্রতিটি ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ডই অনিবার্য করা হয়েছে। কাজেই এ সিদ্ধান্ত উপনীত হতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে তথাকথিত চোরাকারবারিদের মৃত্যুদন্ডই অনিবার্য বিধান হিসেবে চালু করা হয়েছে। বিএসএফের বিচার প্রক্রিয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্যের পর আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ভারতীয় নতুন দর্শন হলো– সীমান্তে চোরাচালান অপরাধের জন্য কোনো তদন্ত ছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে গুলি করে মেরে ফেলা আইনত বৈধ।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার যদি মেক্সিকো সীমান্তে একই নীতি প্রয়োগ করত তা হলে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের বুলেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতো। কিন্তু এ সীমান্তে গন্ডগোল হওয়ার কথা শোনা গেলেও বর্বরতার কথা তেমন শোনা যায় না। আন্তর্জাতিক আইনে তিস্তা নদীর পানি বাংলাদেশের ন্যায্য পাওনা। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পার হলেও এখনো তিস্তা নদীর পানির ন্যায্য অংশ পেতে সক্ষম হয়নি। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য হলো– তারা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতার কারণে পানি দিতে পারছে না। ৫০ বছর ধরে বিভিন্ন অজুহাতে তিস্তা চুক্তি করা হচ্ছে না। অজুহাতগুলো কতটুকু সত্য আমাদের জানা থাকার কথা নয়। তবে এর দ্বারা ভারত সরকারের একটি মারাত্মক দুর্বলতার কথা বাইরে প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে, তা হলো– ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশের সার্বভৌম শক্তির প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা রাখে কি না?

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু





উন্নয়নের রূপকার, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা,
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,
জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে
চলেছে বাংলাদেশ

স্বাধীন বাংলাদেশের ৫০ বছর তথা সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে
সকল প্রবাসী বাঙালীদের প্রতি রইল স্বাধীনতার

শুভেচ্ছা



সামসুদ্দীন আজাদ
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি
যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু





উন্নয়নের রূপকার, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু **শেখ মুজিবুর রহমানের** সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী **শেখ হাসিনা** এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে

স্বাধীন বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে
সকল প্রবাসী বাঙালীদের প্রতি রইল

শুভেচ্ছা



আমিনুল ইসলাম
সদস্য
যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





Payment : As per wage parity $19.09

CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি HHA অথবা PCA হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP
প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

মোদি বিরোধী বিক্ষোভে নিহত ১৭

(প্রথম পাতার পর)

ও জুবায়ের (১৪)। জুবায়েরের ঠিকানা জানা যায়নি। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো অন্তত ১৫ জন। এদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নুরুল আমিন, বাছির মিয়া ও ছাদেক মিয়া নামে চারজনকে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বিকালে নন্দনপুর বাজার এলাকায় পুলিশ ও বিজির সঙ্গে হেফাজত সমর্থকদের সংঘর্ষ বাধে। এ সময় বেশ কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হন। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ৫ জনকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে নরেন্দ্র মোদির আগমন বিরোধী আন্দোলনে ১৭ জন নিহত এবং ৫ শতাধিক ব্যক্তিকে আহত করা হয়েছে বলে দাবী করেছে হেফাজত। তাদের দাবী দুইদিনে গ্রেফতার করা হয়েছে ২ শতাধিক ব্যক্তিকে। অনতিবিলম্বে শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ এবং গ্রেফতারকৃতদের নি:শর্ত মুক্তি দেয়ার দাবী জানিয়ে অন্যথায় পরবর্তীতে কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দেন তারা।

রোববার বিকেলে পুরানা পল্টনস্থ খেলাফত মজলিস কার্যালয়ে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ঢাকা মহানগরী আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়। প্রেস ব্রিফিংয়ে মোদি বিরোধী আন্দোলনে সারাদেশে ১৭ জন শহীদ হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে আজ সোমবার সারাদেশে দোয়া এবং আগামী ২ এপ্রিল সারাদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, সবাই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। আবাসিক চিকিৎসক রানা নুরুস শামস সাংবাদিকদের জানান, এখন পর্যন্ত আহত হয়ে আসা ৫ জন মারা গেছেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শহরে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছিল। হতাহতের বিষয়ে তাৎক্ষণিক পুলিশের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ওদিকে শুক্রবারের দেয়া আগুনে পুড়ে ছারখার সরকারি স্থাপনা। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পুলিশ সুপার কার্যালয়, সার্কিট হাউসে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে ৩০টির বেশি গাড়িতে। সিআইডি'র এসপি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকদের গাড়িও রয়েছে এরমধ্যে। গত শুক্রবার দুপুরের পর ঢাকা ও চট্টগ্রামে মাদ্রাসা ছাত্রদের ওপর হামলার ঘটনার জেরে উত্তাল হয়ে ওঠে এই জেলা শহর। বিকাল ৩টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত চলে এ অবস্থা। দফায় দফায় হামলা হয় বিভিন্ন সরকারি অফিসে।

স্টেশন ধ্বংসস্তূপ: ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশনে আর কোনো ট্রেন থামবে না। শুক্রবার স্টেশনে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় এ স্টেশনে ট্রেনের যাত্রাবিরতি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন কর্তৃপক্ষকে এ নির্দেশনার কথা জানানো হয়েছে। প্রতিদিন পূর্বাঞ্চল রেলপথের ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট এবং ঢাকা-নোয়াখালী রেলপথে চলাচলকারী ১৪টি আন্তঃনগর ট্রেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রাবিরতি করে। ঢাকা-চট্টগ্রামের পরই পূর্বাঞ্চল রেলপথের এ স্টেশনটি রাজস্ব আয়ে শীর্ষে রয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার মো. শোয়েব আহমেদ জানান, পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে আমাদের জানানো হয়েছে, অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে সকল আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতি স্থগিত রাখা হবে। তবে মেইল ট্রেনের ব্যাপারে কোনো আমাদের নির্দেশনা দেয়া হয়নি। যারা আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিট কেটেছেন তাদেরকে টিকিটের মূল্য ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

এদিকে মাদ্রাসা ছাত্রদের বিক্ষোভ থেকে সরকারি বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় এ পর্যন্ত ১৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার মধ্যরাত থেকে গতকাল ভোর পর্যন্ত জেলা শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

পুলিশের ৩ মামলা দায়ের

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গত শুক্রবারের তাণ্ডবের ঘটনায় তিনটি মামলা হয়েছে। গতকাল দুপুরে সদর মডেল থানায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলাগুলো দায়ের করে। এর মধ্যে পুলিশ সুপারের কার্যালয় ও সদর মডেল থানার ২নং ফাঁড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান দুটি এবং জেলা সদরের মেডডা এলাকায় তাণ্ডব চালানোর ঘটনায় এসআই মোসলেহ উদ্দিন বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন।

পুলিশ সুপারের কার্যালয় এবং পুলিশ ফাঁড়ির মামলা দুটিতে অজ্ঞাত ৫ হাজার জনকে আসামি করা হয়েছে। আর মেডডার মামলায় আসামি দেড় হাজার। ইতিমধ্যে তাণ্ডবের ঘটনায় ১৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ। তবে আটকদের মধ্যে কোনো মাদ্রাসাছাত্র আছে কিনা- সেটি জানায়নি পুলিশ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) মো. আনিসুর রহমান জানান, দুপুর ৩টার দিকে মামলাগুলো নথিভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষও মামলা দায়ের করবেন।

পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনায়

(প্রথম পাতার পর)

নিয়ে বিতর্ক থাকায় তাঁকে বাদ দিয়ে ভারতের প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানানো সংগত হতো বলেও তারা মনে করেন। শনিবার গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়, গতকাল ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। এই গৌরবময় দিনটি সরকার সংকীর্ণভাবে ও দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উদযাপন করেছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিসহ কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের সাহায্য বা সহযোগিতার কথা মনে রেখে ভারতের কোনো উপযুক্ত প্রতিনিধিকে এই দিবস উদযাপন উপলক্ষে আমন্ত্রণ করা প্রত্যাশিত ছিল। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বিরাজমান বিভিন্ন বিতর্কের কারণে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানানো হলে তা সংগত হতো।

বিবৃতিদাতারা মনে করেন, বাংলাদেশ বিরোধী বিভিন্ন কর্মকা- বক্তব্যের অভিযোগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশে আসার প্রতিবাদ করার অধিকার বাংলাদেশের নাগরিকদের রয়েছে। তারা বলেন, এই প্রতিবাদ করতে গিয়ে গত কয়েক দিনে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ যেভাবে পুলিশ ও ছাত্রলীগের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তা উদ্বেগজনক। হাটহাজারীতে এমন একটি ঘটনায় পুলিশের গুলিতে কয়েকজন মাদ্রাসাছাত্রের নিহত হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। তাঁরা এসব ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দায়ী পুলিশ সদস্য, কর্মকর্তা ও ব্যক্তিদের বিচার দাবি করেন।বিশিষ্ট এই নাগরিকেরা বলেন, 'আমরা মনে করি, এসব হামলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং আমাদের স্বাধীনতার উৎসবকে কালিমালিপ্ত করা হয়েছে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে যেকোনো প্রতিবাদ করার সাংবিধানিক স্বাধীনতা ও অধিকার জনগণের রয়েছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির সময়ে গুলি চালিয়ে ও নির্যাতন করে এই অধিকার রুদ্ধ করার অপচেষ্টা এ দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি নির্মম উপহাস। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ ও গভীর ক্ষোভ জানাচ্ছি।

বিবৃতিদাতারা হলেন এম হাফিজ উদ্দিন খান, আলী ইমাম মজুমদার, জাফরুল্লাহ চৌধুরী, পারভীন হাসান, আনু মুহাম্মদ, বদিউল আলম মজুমদার, সি আর আবরার, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, সারা হোসেন, আসিফ নজরুল, শহিদুল আলম, হাসনাত কাইয়ুম, নূর খান, শিরীন হক, জাকির হোসেন, লুবনা মরিয়ম, শারমীন মুরশিদ, ফেরদৌস আজিম, নায়লা জামান খান ও রেহনুমা আহমেদ।

জলবায়ু সম্মেলনে শেখ হাসিনাকে

(প্রথম পাতার পর)

দুইদিন এই সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৪০ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বিশ্বজুড়ে চলমান করোনা মহামারির কারণে জলবায়ু সম্মেলনটি ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হবে। তবে এটি সরাসরি সম্প্রচারের আয়োজন রাখা হয়েছে। সেগুনবাগিচা জানিয়েছে, ভার্চুয়াল ওই সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রচারের সময় থেকে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন বাইডেন। নির্বাচনে জিতে গত ২০শে জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন তিনি।

এরপর ওভাল অফিসে প্রথম কার্যদিবসে তিনি প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রকে ফিরিয়ে আনেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প এই চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এরপর গত ২৭শে জানুয়ারি বাইডেন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বৈশ্বিক সম্মেলন আয়োজনে তার আগ্রহের কথা জানান। সেই অনুযায়ী এবার সম্মেলনের তারিখ ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের তালিকা ঘোষণা করলো হোয়াইট হাউস। সম্মেলনে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল, সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ,ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জেইর বলসোনারো, ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রো, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান, সংযুক্ত আরব আমিরাতের শাসক শেখ খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ান, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়ো শিহিদো সুগা, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্দা আরডেন প্রমুখকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তবে কারা কারা অংশ নিচ্ছে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও বাইডেনের এই জলবায়ু সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং। আগামী নভেম্বরে স্কটল্যান্ডের গ-াসগোতে জাতিসংঘ আয়োজিত পরবর্তী জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সম্মেলন (কপ-২৬) অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে বাইডেনের এই সম্মেলন জলবায়ু ইস্যুতে অগ্রযাত্রার পথে মাই-লফলক হয়ে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তির আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ কমাতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করছে যুক্তরাষ্ট্র। এই সম্মেলনের সময় বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই লক্ষ্যের বিষয় ঘোষণা করা হতে পারে। একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের লাগাম টানতে নিজ নিজ দেশের জাতীয় পরিকল্পনার বিষয়ে জানাতে এ সম্মেলনকে গুরুত্বপূর্ণ প্যাটফরম হিসেবে কাজে লাগাতে পারবেন বিশ্বনেতারা।

করোনা আক্রান্তদের দেহে

(প্রথম পাতার পর)

গবেষকরা। একইসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকান ও ব্রাজিলীয় ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধেও তারা সুরক্ষিত বলেও গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে। ডেইলি মেইলের খবরে বলা হয়েছে, যারা আগে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ফাইজারের এক ডোজ ভ্যাকসিন প্রদানের পর তাদের দেহে অন্যদের তুলনায় ৭গুন বেশি এন্টিবডি সৃষ্টি হচ্ছে। একইসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিলে পাওয়া করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে তাদের দেহে ১৫ গুন বেশি এন্টিবডি উৎপন্ন হয়। গবেষণায় আরো বলা হয়েছে, পূর্বে করোনায় আক্রান্ত ব্যাক্তিদের ভ্যাকসিনের এক ডোজ দিলেই সুরক্ষা নিশ্চিত হয় যেখানে অন্যদের দ্বিতীয় ডোজের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। গবেষণার সহকারী শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের থুশান ডি সিলভা বলেন, শরীরে আগে থেকেই উচ্চ পর্যায়ের টি-সেল ও এন্টবডি থাকায় ভ্যাকসিন নেয়ার পর সুরক্ষা আরো বৃদ্ধি পায়। নতুন ভ্যারিয়েন্টগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এটি আমাদের আশার আলো দেখাচ্ছে। গবেষণায় ২৩৭ জন এনএইচএস কর্মীর রক্তের নমুনা নেয়া হয়।

তাদের বয়স ২২ থেকে ৭১ বছরের মধ্যে। দেখা যায়, আক্রান্তদের ভ্যাকসিন দেয়ার পর ৪ সপ্তাহের মাথায় সাধারণদের তুলনায় ৬.৮ গুন অধিক এন্টিবডি তৈরি হয়েছে।

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SECI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM Saturday-Sunday: 12PM-5PM
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

IR MLS
Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

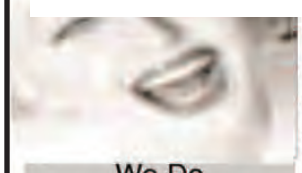
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

ENTAL



আমার পরিবারের সবার জন্য দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

We Do
Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

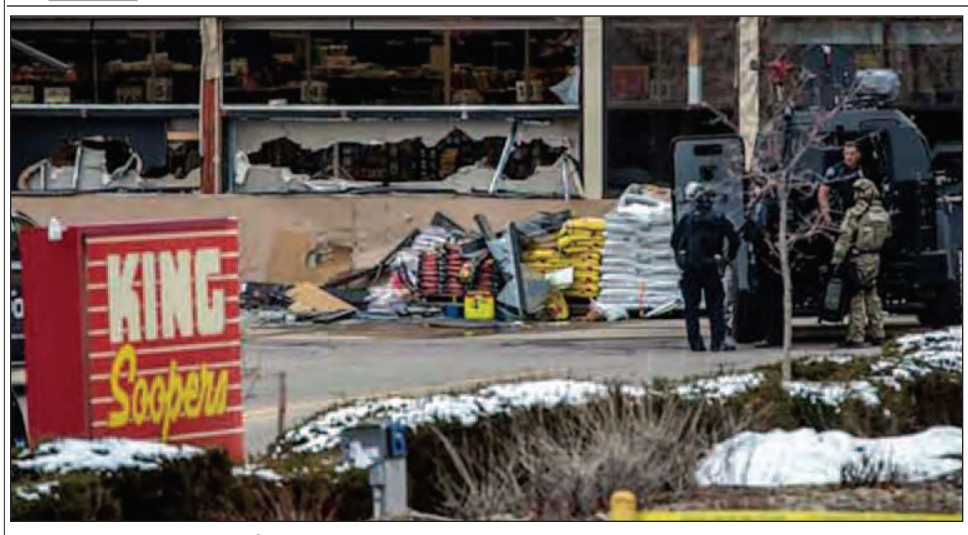
NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights



ক্রাইস্টচার্চের মতো হত্যাকান্ড লাইভ স্ট্রিমিং করে ঘাতক

যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোতে ১০ জনকে গুলি করে হত্যা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আবারও যুক্তরাষ্ট্রে সুপারমার্কেটে নির্মমভাবে ১০ নাগরিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এই ধরণের ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে প্রায় ঘটছে। এবার কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের কিং সুপার মার্কেট নামে একটি নিত্যপণ্যের বাজারে এক বন্দুকধারীর হামলায় কমপক্ষে ১০ জন নিহত হয়েছে। এ সময় হামলাকারীকে নিবৃত করতে গিয়ে এক পুলিশ কর্মকর্তাও নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় সোমবার (২২ মার্চ) দুপুর আড়াইটায় রাজ্যটির বৌলডার শহরের একটি সুপারমার্কেটে ওই বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটে। আমেরিকান সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউইয়র্ক টাইমস ও সিএনএন এই হামলা ও নিহতের ঘটনাটি নিশ্চিত করেছে।

স্থানীয় শহর বোল্ডারের পুলিশ প্রধান মেরিস হেরাল্ড এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, কিং সুপার মার্কেটে বোল্ডারের এক পুলিশ কর্মকর্তাসহ ১০ জন নিহত হয়েছেন।

এদিকে অভিযুক্ত হামলাকারীকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে বৌলডার পুলিশের বরাত দিয়ে জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম সিএনএন। স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা কেরি ইয়ামাগুচি জানিয়েছেন, হামলাকারী এখন পুলিশ হেফাজতে আছেন। এর আগে হামলার কথা জানিয়ে টুইটারে দেওয়া এক বার্তায় স্থানীয় বৌলডার পুলিশ বিভাগ সবাইকে ঘটনাস্থল থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়।

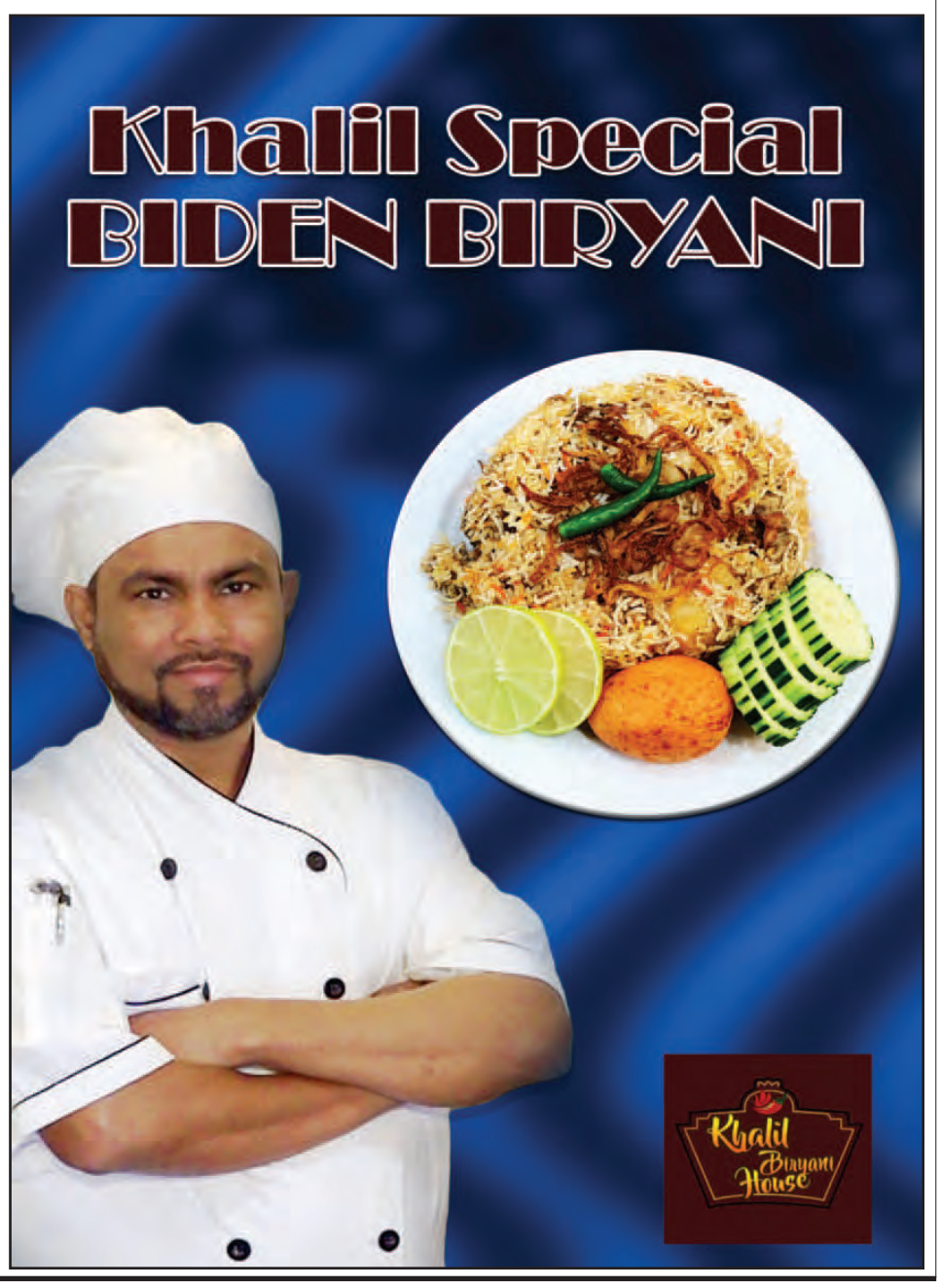
প্রাথমিক ভাবে কিং সোপার্স সুপারমার্কেট নামে ওই স্টোরে অভিযুক্ত বন্দুকধারীর গুলিতে এক পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছিলেন বলে জানিয়েছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। অন্য এক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এআর-১৫ স্টাইলের রাইফেল ব্যবহার করে এই হামলা চালানো হয়েছে।

এক প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে সিএনএন জানিয়েছে, কলোরাডোর দক্ষিণ বৌলডারে অবস্থিত ওই গ্রোসারি সুপারমার্কেটে হঠাৎ এক ব্যক্তি আসেন। ভেতরে ঢোকার পরই কোনো কথা না বলে রাইফেল দিয়ে গুলিবর্ষণ শুরু করেন তিনি। এতেই নিহতের ওই ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল সুপারমার্কেটের সামনে এখনও প্রচুর সংখ্যক পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছে।

আমেরিকান ওই সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, জামা পরিহিত নেই; এমন এক ব্যক্তিকে সুপারমার্কেটের ভেতর থেকে পুলিশ হেফাজতে নিতে দেখেছে তারা। গ্রেফতারকৃত ওই ব্যক্তির হাতে ও ডান পায়ে রক্তের দাগ ছিল এবং হাতে হাতকড়া লাগানো ছিল। ঘটনাস্থল থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। সূত্র: ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউইয়র্ক টাইমস ও সিএনএন







এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত | আমরা ARC AIRLINES REPORTING CORPORATION অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS | Biman BANGLADESH AIRLINES

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return

Emirates | ETIHAD AIRWAYS | QATAR AIRWAYS | DELTA AIR LINES | AmericanAirlines



ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO



আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.





ওজনপার্কে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন

(শেষের পাতার পর)

এবং বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ সম্প্রচার শেষে একটি র‍্যালী বের করা হয়।

জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য পরিয়ে দেন উদযাপন পরিষদের সমন্বয়কারী বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান সাবু, পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন আব্দুল জলিল, বু-রহান উদ্দিন কফিল, আব্দুল মতিন, তজম্মুল আলী, মুজাহিদুল ইসলাম, তাহির আলী, নাজিম উদ্দিন, মাহি উদ্দিন, নজরুল ইসলাম ও বদরুল উদ্দিন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মমো রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উদযাপন কমিটির আহবায়ক প্রবীণ রাজনীতিবিদ আব্দুল জলিল। সদস্য সচিব আব্দুল কুদদুছ টিটুর পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ হাজী শফিকুল আলম, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা যথাক্রমে তজম্মুল আলী, আব্দুর রাজ্জাক, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম, মাহি উদ্দিন, দুবাগ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান নাজিম উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মিসবাহ উদ্দিন, সদস্য সামসুল আবদীন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক বুরহান উদ্দিন কফিল, নজরুল ইসলাম, আব্দুল হাসিব, হেলিম উদ্দিন, আব্দুল জলিল বাবর, সাবেক জি এস ফারুকুল হক, আলিম উদ্দিন প্রমুখ।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন পাক থেকে তেলাওয়াত পাঠ ও শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী। সভা পরিচালনায় সহযোগিতা করেন উদযাপন পরিষদের যুগ্মসচিব আমিনুল হোসেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী আব্দুল আলিম তার দল। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372



COVID-19 টিকা পাওয়ার উপযুক্ত?

যদি আপনি 60 বছর বা তার বেশি বয়স্ক, একজন TLC নিবন্ধিত ড্রাইভার, একজন গৃহ স্বাস্থ্য সেবা কর্মী, একজন রেস্তোরাঁ বা ডেলিভারি কর্মী, একজন মুদিখানা বা মদের দোকানের কর্মচারী হন, তাহলে আপনি একটি COVID-19 টিকা পাওয়ার উপযুক্ত।

বীমা অথবা অভিবাসন স্থিতি নির্বিশেষে, নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য COVID-19 টিকাসমূহ বিনামূল্যে উপলভ্য।

আজই একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট খুঁজে নিন!

nyc.gov/vaccinefinder ভিজিট করে অথবা 877-829-4692 নম্বরে ফোন করে শহর-পরিচালিত একটি টিকাদান কেন্দ্রে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন।

NYC VACCINE FOR ALL:
SAFE, FREE, EASY

NYC Health

Bill de Blasio
মেয়র

Dave A. Chokshi, MD, MSc
কমিশনার



বঙ্গবন্ধু এবং ১৫ আগস্টের স্মৃতি

॥ ড. নুরুন নবী ॥



১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাজসাজ রব। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মুক্তি সংগ্রামের আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ সব কিছু মিলিয়ে আমাদের গ্রাজুয়েশনের কোন সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়নি। তাই এ সমাবর্তন অনুষ্ঠান আমার জীবনের প্রথম অনুষ্ঠান। তবে গ্রাজুয়েট হিসাবে নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য হিসেবে অংশ গ্রহণ করবো। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের নির্বাচিত সদস্য।

১৪ আগস্ট আমাদের অনুশীলন অনুষ্ঠিত হোল ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে। আমার সবাই সমাবর্তনের গাউন ও টুপি পরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালাম। তার পর একে একে মিলানায়তনে প্রবেশ করে নিজ নিজ আসনে বসলাম। আমাদেরকে বলা হোল, বঙ্গবন্ধু মিলনাতনে প্রবেশ করলে দাঁড়াতে হবে এবং অনুষ্ঠান শেষে বঙ্গবন্ধু মিলনায়তন ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমাদের বসে থাকতে হবে।

আমাদের বসার আসন নির্ধারিত হয়েছিল ইংরেজি বর্ণ অনুক্রম অনুসারে। যদিও সিনেট সদস্যদের আসন সামনের কয়েকটি সারিতে ছিল, আমার নাম ইংরেজি 'এন' অক্ষর দিয়ে, তাই তৃতীয় সারিতে বসতে হবে। সে রাতে ঘুমানোর আগে মনে মনে ভাবছিলাম, আগামীকাল অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু মঞ্চ থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে হয়তো খুশি হবেন যে তার স্নেহধন্য মুক্তিযোদ্ধা সমাবর্তনের গাউন এবং টুপি পরে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তার সাথে অংশগ্রহণ করছে। আগামীকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হবে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পরেছিলাম। ভোর রাতে আমার স্ত্রী বকুলের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে দেখি বকুল ভঁয়ে কাঁপছে। আমাকে জোড়ে ধাক্কা দিয়ে বললও, এই শুনতে পাচ্ছ, চারদিকে প্রচন্ড গোলাগুলির শব্দ। ঘুমের আমেজ কাটতেই বুঝতে পারলাম মন্ত্রিপাড়া থেকে প্রচন্ড গোলাগুলির শব্দ আসছে। কিছুই আচ করতে পারলান না।



বিছানা ছেড়ে ঘরের বাইরে এলাম। আরও কয়েকটি গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর নিঃশব্দ। প্রতিবেশী কাউকে বাইরে দেখতে পেলাম না। ঘরে ফিরে এলাম। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় রেডিও খুলতে ভুলে গিয়েছিলাম। বকুল রেডিও অন করলো।

রেডিওতে মেজর ডালিমের ঘোষণা, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। মেজর ডালিমের দাম্ভিক ঘোষণা বার বার প্রচারিত হচ্ছিল। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সমস্ত শরীর শীতল হয়ে যাচ্ছিল। হৃদকম্পন বাড়ছিল।

বঙ্গবন্ধু'র সাথে সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা হবে ভেবে ঘুমিয়ে ছিলাম, আর সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই তাঁর মৃত্যুর খবর কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলাম না। আমার কাছে বঙ্গবন্ধু শুধু রাষ্ট্রপতি নন, তিনি জাতির পিতা, আমার নেতা। তার প্রতি আমার আনুগত্য অপরিসীম। সে সময়ের বাংলাদেশের প্রায় আট কোটি মানুষের মধ্যে আমি একজন সাধারণ মানুষ। সরকার বা দলের কোন নেতা নই। বঙ্গবন্ধুর একজন সাধারণ কর্মী এবং সমর্থক। কিন্তু তার সাথে আমার সম্পর্ক অনেক গভীর, প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই।

বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমার আনুগত্য অপরিসীম। তার সঙ্গে যে সামান্য স্মৃতি রয়েছে, তা আমার মনের স্মৃতির ভান্ডারে পরিপূর্ণভাবে দখল করে আছে। সে দিন অন্য কিছুই চিন্তা করতে পারছিলাম না। স্মৃতিগুলো খুবই সাদামাটা। অসাধারণ কিছু নয়। কিন্তু সে দিন সেই স্মৃতিগুলো হিমালয় পর্বতের মতো বিশাল আকারে সামনে আসছিল।

সে দিন দুপুরের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল মেজর ফারুক এবং মেজর রশিদ এই হত্যাকান্ডে নেতৃত্ব দিয়েছে। তারা বঙ্গবন্ধুর সহযোগী বিশ্বাসঘাতক মুশতাক আহমেদকে রাষ্ট্রপতির পদে বসিয়েছে। কিছু দিনের মধ্যে আরও পরিষ্কার হোল, এই হত্যাকান্ডের পিছনে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত দেশি-বিদেশি শক্তি জড়িত ছিল, যদিও মেজর ফারুক ও মেজর রশিদ এ হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিল। খুনিরা বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ তার নিজ গ্রাম টুঙ্গিপাড়াতে যথাযথ সম্মান ছাড়াই সমাহিত করে। গ্রাম বাংলার এক সাধারণ মানুষের সন্তান একটি অকল্পনীয় ইতিহাস সৃষ্টি করে বাংলাদেশের জাতির পিতা এবং রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি তাঁর জন্ম ভিটায় জন্মদাতার পাশে চির নিদ্রায় চিরশায়িত হলেন। খুনিরা ভেবেছিল বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা থেকে অনেক দূরবর্তী অজপাড়াগাঁয়ে সমাহিত করে তাঁকে ইতিহাস থেকে অপসারিত করতে পারবে। কিন্তু মৃত মুজিব যে জীবিত মুজিবের চেয়েও শক্তিশালী। টুঙ্গিপাড়ার কবর থেকেই যে বঙ্গবন্ধু দেশবাসীকে আত্মপ্রেরণা যোগাতে পারেন তা খুনিরা ভাবতে পারেনি।

আজ টুঙ্গিপাড়া বাঙালীদের তীর্থস্থান।

লেখক: একুশে পদক প্রাপ্ত লেখক, বীর মুক্তিযোদ্ধা। যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি, বিজ্ঞানী এবং মূলধারার রাজনীতিবিদ।

হৃদয়ে তাঁর ছিলো বাংলাদেশ

॥ হাসান ফেরদৌস ॥



জন্মভূমিকে তিনি 'প্রিয়তমা'র সাথে তুলনা করেছিলেন। আশ্বাস দিয়েছিলেন তেমন ব্যবস্থা করার যাতে সেনাবাহিনী গোলাপের গুচ্ছ কাঁধে নিয়ে মার্চপাস্ট করে চলে যায় এবং স্যালুট করে কেবল সেই প্রিয়তমাকে। "তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা" নামের এই কবিতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে লেখা, এক রক্তাক্ত গণযুদ্ধের স্মৃতি যখন তাঁর মনে প্রবল ও সতেজ। সেদিন স্বদেশ ও প্রেমিকা কবির কাছে ছিল অভিন্ন। রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে তিনি প্রস্তাব রেখেছিলেন সকল জেনারেলদের যেন হুকুম দেওয়া হয় রবীন্দ্রচর্চার, মন্ত্রীদের জন্য কিনে দেওয়া হয় গিটার। বড় হিরন্ময়, বড় আশাবাদী এক সময়ের কবিতা।

এর আগে, মুক্তিযুদ্ধের কয়েক বছর পূর্বে লেখা "উত্তরাধিকার" কবিতায় শোকগ্রস্ত কবি বেদনায় উচ্চারণ করেছিলেন, "শৃংখলিত, বিদেশীর পতাকার নীচে আমরা শীতে জড়োসড়।" পরাধীনতার সেই গ্লানির ভারে নিজেকে ভেবেছিলেন "নিষ্কপর্দক, নঞর্থক।" অথচ সেই নির্দয় সময়েও পরিবর্তনের সম্ভাবনায় আস্থা হারাননি। "বৃষ্টি বৃষ্টি" কবিতায় স্বদেশকে তিনি দেখেছিলেন ক্লেদময়, অপ্রসন্ন ও বিপন্ন এক অভিজ্ঞতা হিসাবে, যে ঊষর অথচ পরিবর্তনের সম্ভাবনায় উন্মুখ। সেই কবিতায় বর্ষণের প্রতীকে বিপ্লবের এক মানচিত্র নির্মাণ করেছিলেন কবি। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, এই প্রবল প্লাবনে শহর হবে শুচিস্নিগ্ধ, "রাজস্ব আদায় করে যারা, চিরকাল গুণে নিয়ে যায়," তারা সব পালাবে ভয়ে।

একাত্তর ছিল সেই প্লাবন। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের চৈতন্যে মুক্তিযুদ্ধ হাজির হয়েছিল কাঁচের আরশির মত, তাতে নিজেকে দেখে যার যার আত্মপরিচয় জেনে নেওয়া গিয়েছিল। শহীদ কাদরী এই অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রম নন। সেই নয় মাস তিনিও ছিলেন এক বন্দী শিবিরে, তাঁরও সাথে ছিল কবিতা নামক এক অক্ষম অস্ত্র। অক্ষম, কারণ সে শব্দমালা ডায়েরির পাতায় লুকিয়ে থাকা "বৃষ্টি-ভেজা বিব্রত কাক" ভিন্ন আর কিছু তো নয়! কিন্তু কবি চান এই অক্ষম অস্ত্রই হয়ে উঠুক এক প্রবল মারণাস্ত্র, অন্তত একবার হলেও সে গর্জে উঠুক ফিল্ডগানের মত।

একাত্তরের খান্ডবদাহনের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী, সেই ধ্বংসস্তুপের ওপর এসে পড়া ভোরের আলোও তিনি দেখেছেন। আঁধার নয়, এই সুপ্রসন্ন প্রভাতকেই তিনি সানন্দে আহ্বান জানালেন। যদিও "বধ্যভূমি হল বাংলাদেশ, হঠাৎ হত্যায় ভরে গেল বাংলার বিস্তির্ণ প্রান্তর," তারই ভেতর তিনি দেখলেন "একদা ধাবমান জেব্রার মত জীবনানন্দের নরম শরীর ছুঁয়ে ঊর্ধ্বশ্বাস বাতাস।" আর সেই অকপট ও সুস্থির বিশ্বাস থেকেই তিনি উচ্চারণ করলেন, একটি আংটির মতো তোমাকে পরেছি স্বদেশ।

স্বাধীনতার পর খুব বেশি দিন দেশের মাটিতে কাটাননি শহীদ কাদরী। সত্তরের শেষে, আশির দশকের গোড়া থেকেই তিনি দেশছাড়া। অথচ স্বদেশ-চিন্তা তিনি ত্যাগ করেছেন, একথা বলা যাবে না। দেশত্যাগের পর প্রায় দুই দশক তিনি কার্যত কিছুই লেখেননি, কারণ হিসাবে তিনি বলতেন জাড্য। সেকথা অংশত ঠিক, তবে সম্ভবত একথা অধিক সত্য যে দেশের মাটি ছেড়ে আসার পর কোথাও আর নোঙ্গর করতে পারেননি তিনি। দেহেও নয়, মনেও নয়। একটি অব্যাহত অপরাধবোধ তাঁকে কুঁকড়ে রেখেছিল। আমি জানি দেশে ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন শহীদ কাদরী। জীবনের শেষ দশ বছর, দূরারোগ্য বৃক্ক রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর যখন তিনি ফের কলম তুলে নেন, বারবার ফিরে গেছেন সেই স্বদেশে, অপহৃত শৈশবে, অপসৃয়মান স্মৃতির আলো-আঁধারিতে। এই দশ বছর খুব কম সপ্তাহই গেছে যখন তাঁর সাথে কথা হয়নি আমার। প্রতিবার, কোন ব্যতিক্রম ছাড়া, সকল আলাপচারিতাই শুরু হত এই প্রশ্ন দিয়ে,



"দেশের কী খবর?"

বিদেশ তাঁর কাছে ছিল পরবাস, অথবা দৈনন্দিন গ্লানিতে আকীর্ণ এক নির্জন নির্বাসন। নিজের সেই গ্লানির কথা কবিতাতেও লিপিবদ্ধ করে গেছেন শহীদ কাদরী। আমরা জানি না কাব্য জীবনের ভরা বসন্তে কোন ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতায় তাঁকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল।

কিন্তু কবিতায় কিছুটা আত্মপক্ষ সমর্থনের মত জানিয়েছিলেন, দেশ তাঁকে ছাড়তে হয়েছিল কারণ "দু টুকরো রুটি কিংবা লাল শানকি ভরা এবং নক্ষত্রকুচির মতন কিছু লবন কণা" তিনি দেশে থাকতে পাননি, তাই এই দীর্ঘ পরবাস। প্রবাসে সে লবন কণা তাঁর অবশ্যই জুটেছিল, কিন্তু সেখানে কোথায় পাবেন "বৈশাখের রঙ্গালয়ে কৃষ্ণচুড়ার ডালে ডালে নৃত্যপর হলুদ-শালিক," অথবা বাংলার খরায় "নবদম্পতির চুম্বনের মত বৃষ্টির ধ্বনি?" সেজন্য পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে খুঁজতেন অপহৃত স্বদেশকে, নন্দিত মেঘের কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতেন সে যেন "ঘন ও নিবিড় হয়ে, শ্রুণা ধারায় নেমে আসে," শ্রাবণে শ্রাবণে সে যেন স্পন্দিত করে দেয় "এই অফুরান পরবাস।"

তাঁর কাব্য জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রতীকের আড়ালে রাজনীতির কথা শহীদ কাদরী বরাবরই বলেছেন, তা যতই নিম্নকণ্ঠ অথবা দ্ব্যর্থবোধক হোক না কেন। প্রথম জীবনে লেখা "বৃষ্টি বৃষ্টি" অথবা "স্বাধীনতার শহর" এর মত কবিতা সে কথার প্রমাণ। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, "তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা,"-র কার্যত প্রতিটি কবিতাই রাজনৈতিক। প্রবাসে- কবির ভাষায় 'নির্বাসনে'- নতুন করে কবিতা লিখতে গিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও বক্তব্যমুখী। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তি সময়ে বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনীতি তাঁকে গভীরভাবে পীড়িত করেছিল, তিনি সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন। স্বদেশ থেকে অবস্থান যত দূরত্বে হয়, অথবা যত দীর্ঘ হয় এই অনুপস্থিতি, মনের ভেতর হাহাকারও তত তীব্র হয়ে ওঠে। এই ব্যাপারে প্রতিটি অভিবাসীর অভিজ্ঞতা কার্যত অভিন্ন। ফলে, হৃদয়ের রক্তক্ষরণ ঠেকাতে, কবিকে হতে হয় নিরাভরণ ও প্রত্যক্ষ। "হন্তারকদের" প্রতি সে রকম একটি কবিতা, যেখানে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের প্রতি শোনা যায় কবির ধিক্কার। অথবা "অসমাপ্ত বক্তব্য" নামক কবিতা, যেখানে নব্য মৌলবাদীদের উত্থানে নিজের আক্ষেপ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এইভাবেঃ "দ্যাখো! দ্যাখো! পাহাড়ের সানুদেশ বেয়ে উঠে আসছে তলোয়ার এবং রামদা কাঁধে একদল লোক যাদের দখলে চলে গেছে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় শহর ও গ্রামগুলো।"

২০০২ সালে বৃক্ক রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর কবি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর সময় ফুরিয়ে আসছে। বস্তুত, শেষ বছরগুলিতে যে গোটা পঞ্চাশেক কবিতা ও কবিতার খসড়া শহীদ কাদরী লেখেন, তার অধিকাংশই ছিল কবির অন্তিম সাক্ষ্য, তাঁর "লাস্ট টেস্টামেন্ট।" তিনি জেনে গিয়েছিলেন শশরীরে দেশে আর ফেরা হবে না, এতএব মানসনেত্রেই প্রিয় স্বদেশে তিনি প্রত্যাবর্তন করতেন। কবিতা হয়ে উঠল সে প্রত্যাবর্তনের বাহন। শেষ বছর গুলিতে কবি আরো একটি কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। অভিবাসী বাঙালীদের মধ্যে বাংলা কবিতার- বিশেষত পূর্ব বাংলার কবিতার- সাথে পরিচয় নিবিড় করিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁরই উদ্যোগে ও পৌরহিত্যে নিউইয়র্কে বসত নিয়মিত কবিতার আসর। "একটি কবিতা সন্ধ্যা" নামের এই কাব্য আসরে কবি একাধারে ছিলেন পাঠক, শ্রোতা ও শিক্ষক। নিজে কবিতা বাছাই করে নবীন কাব্যপ্রেমীদের হাতে তুলে দিতেন, সে কবিতার ব্যাখ্যা ও সমান্তরাল পাঠ নির্মাণ করতেন। এই কাজটি তিনি করতেন গভীর আনন্দের সাথে, অবিশ্বাস্য ধৈর্য্য ও অভিনিবেশ নিয়ে।

সময় কমে আসছ, এই উপলব্ধি জীবনের শেষ বছরগুলি তাঁকে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করেছিল মৃত্যুচিন্তায়। ভীতি অথবা সন্তাপ নয়, তাঁর চিন্তার কেন্দ্রে ছিল মৃত্যুকে উদযাপনের প্রস্তুতি। আর কোন বাঁধন থাকবে না, থাকবে না পিছুটান। এবার তিনি বাড়ি ফিরবেন।

কীর্তিনাশার কালোস্রোতে
নৌক ভাসে সারি সারি
এবার আমি বলতে পারি
যাচ্ছি বাড়ি।
যাচ্ছি বাড়ি।



সাহিত্য সাময়িকী

স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা

আজ আমার জন্মদিন

জাহিদুল হক

আজ আমার জন্মদিন, পারী শহরেও
শার্ল, কিম্বা মস্কোতে দস্তয়েভস্কি ঠিক
আমারই মতন জন্মাচ্ছেন - দিগ্‌বিদিক
পাতাঝরা সুদ্ধ করে আমাকে সন্দেহ!
হলুদ দিগন্ত খুঁড়ে কে যে মাথা কোটে,
কে পোঁতে শিশুর চোখে মৃত্যুগুলো শোকে,
ধসে কষ্ট উত্থাপন করে কী সংকটে ;
আমিই নিজেকে করি নিঃস্ব নষ্ট ক্রোকে।

শোনো, আজ জন্মদিন ঝরে যে অটমে
তাকে চিনি। এ অগস্টে যে ভাঙনে আসে
তোমার নৃত্যের সুর - কী অদ্ভুত লাগে!
বাতাসেও সারা দেহ ভিজে ওঠে ঘামে।
কবর খোঁড়ার শব্দ নিঃশব্দ ত্রাসের
সৃষ্টি করে অন্তরঙ্গ করে দুর্ভাগ্যের!

রৌদ্রের সোপান

দুখু বাঙাল

আকাশের তলে আর সমুদ্রের তীরে এসে যখন
দাঁড়ালেন সমুদ্রপুরুষ
গোটা দৃশ্যটাই হয়ে উঠল নিখুঁত এবং শোভনীয়
তাঁকে দেখামাত্রই দশ লক্ষ উদ্বেলিত ঢেউ
অকস্মাৎ হয়ে উঠল পারস্যের ঘোড়া
এবং বারবার আছড়ে পড়ল সমুদ্রেও প্রশস্ত চড়ায়।

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'
এই বলে তাঁর কাব্যকথা শেষ হতেই
শেষের শব্দগুলো হয়ে উঠল শতশতাব্দির পরম্পরা।

দশ লক্ষ উদ্বেলিত ঢেউ নিজ নিজ গামছায়
কিংবা চাদরে পেঁচিয়ে ফেলল এই সীমিত শব্দকটি
অতঃপর রেসকোর্সের ময়দান ছেড়ে বিপ্লবী ঢেউগুলো
আশার বোচকা মাথায় হাসতে হাসতে ধরল বাড়ির পথ
তারা বুঝে গেল এই আশার বোচকাটা বুকে চেপে
এবার ঠিক যুদ্ধে যেতে হবে।

বাড়িফেরার পথে বোচকাগুলো কিছুতেই মাথায় থাকল না
আরতারা ছুটতে থাকল বাড়ির পথে
বিশ্বস্ত কুকুরের মতো পথপ্রদর্শক হয়ে
ঢেউয়ের আগেই তারা পৌঁছে গেল নিজ নিজ বাড়ির উঠোনে
অতঃপর শীতের প্রত্যুষে একদিন সবগুলো রক্তনদী এক হয়ে
সহসাই হয়ে উঠল রৌদ্রের সোপান।

আমাদের তখন খুব ইচ্ছে হতো গান গাইবার

তমিজ উদ্‌দীন লোদী

আমাদের তখন খুব ইচ্ছে হতো গান গাইবার। কিন্তু গান তো দূর, আমরা ফিসফিসিয়ে কথা বলি। আমরা ততদিনে জেনে গেছি, বাতাসেরও কান আছে। আমাদের ঘরের পেছনে বৃক্ষসারি। সেখানে ঝরাপাতা। রাত হলে সেখানে পাতা ভাঙার শব্দ। বুটের শব্দ আমাদের বুকে কম্পন তোলে।

তবু আমরা 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' খুলি। এয়ার এইড কানে লাগিয়ে 'চরমপত্র' আর রক্ত-উত্তাল করা গানগুলো শুনি। মাঝে মাঝে হুইশেল আমাদের কাঁপিয়ে দেয়। আমাদের কাঁপিয়ে দেয় অলিখিত নিষেধাজ্ঞার ঢেউ।

মর্টারের শেলে, প্রচন্ড নিনাদে কেঁপে ওঠে মাটি। মনে হয় এই বুঝি ধসে পড়লো সব। তবু বুকের ভেতরে বরাভয়। আমাদের ভাইয়েরা এসে গেছে। সারপার বর্ডার থেকে তারা শেল ছুঁড়ছে অবিরাম। গেরিলার ছদ্মবেশে তারা নেমে গেছে যুদ্ধে।

আমরা স্বপ্ন দেখি ভাত, কাপড় আর আশ্রয়ের। আমরা স্বপ্ন দেখি মৌলিক অধিকারের। আমরা ভাবি স্বৈরতন্ত্রের বুট নেমে যাবে। আমাদের বুকে আর কেউ গুলি চালাবে না। স্বাধীন সার্বভৌম দেশে আমরা আমরাই হবো। আমাদের আর কেউ চোখ রাঙাবে না। আমরা কথা বলব আনন্দে, নির্বিঘ্নে। গণতন্ত্রের পালে হাওয়া লাগবে দুর্বার।
আমরা ইচ্ছামতো গলা ছেড়ে গান গাইব, 'মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে.....'।

হবে

ফারুক মাহমুদ

যেখানে থাকার কথা, নেই...

কান্তি স্বস্তি সৌন্দর্যের নড়ে গেছে ভিত!
দাসদম্ভ। ছদ্মমুখ। দাহ। দেখেছিড়ে কী কুৎসিত!
ভ্রমণক্লান্ত জাহাজ দেখিড়
সকল গন্তব্য আজ অন্ধতায় পোতাশ্রয়মুখী
নদীর মৃত্যুর মতো প্রত্যাশার ক্লান্তশীর্ণ চোখ

আস্তাবলে বৃদ্ধ ঘোড়া, তবু আছে চতুর চাবুক
প্রভুদের পাশা খেলা। জাদুকর। মাছি
পরিত্যক্ত প্রাসাদের মতো
শূন্যতায় ভরে আছে মানুষের আধপোড়া বুক

পথে-পথে ব্যাধিরেখা! আমাদের কী হবে এখন?

রক্তশব্দে-লেখা সংবিধান আছে, পতাকার চোখে
স্বপ্ন আছে, ইতিহাসে লেখা আছে বীরত্ব-বয়ান
আলোর সন্মুখে আলো, বিশ্রুতিকে দাও জোরে ঝাঁকি
মানুষের গল্প বলিড় এসো, এসো, মানুষের পাশে থাকি

জুমিয়া পাড়ায় ঘর

হাফিজ রশিদ খান

প্রিয় মাতৃভাষার মতন একটা নরম, স্নিগ্ধ মুখ
বুকের ভেতর হাজার বছর ধরে
শুয়ে আছে

নদীর প্রান্তিক পাহারায়
অরণ্য ও পাহাড়ের ভালোবাসায় রাঙিয়ে
আমি ওকে জাগাই, অনেকক্ষণ কথা বলি
নানা ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে

তারপর আকাশের শব্দহীন শাদা মেঘের ট্রলারে চেপে
প্রিয়মুখ আর আমি
ভেসে-ভেসে চলি অজানায়
কাশফুল নোয়ানো নদীগুলোর ননিময় ত্বকের পাশটি ঘেঁষে

আর বর্ণালি পাখির দল যেখানে মেতেছে গানে
সেই জুমিয়া পাড়ায় বাঁধি
ভালোবাসাভরা একটা নিরালা ঘর...

নাম

মুজিব ইরম

মা ডাকতেন
কই রে আমার বঙ্গবন্ধু?

বাবা ডাকতেন
কই রে আমার শেখ সাব?

ভাইবোনেরা ডাকতো
কই রে আমার মুজিব ভাই?

বন্ধুরা ডাকতো শুধু মুজিব মুজিব!

টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া শুনি সেই রব
ডাকে ডাকে ঋণ বাড়ে বেড়ে ওঠে আমার শৈশব।

স্বাধীনতার মুহূর্তে

বিমল গুহ

স্বাধীনতার বার্তা যেই বাতাসের ধ্বনি-অনুকূল হলো
ভেঙে পড়লো শত্রুর ব্যূহ চারদিকে, বজ্রমেঘ
তোলপাড় করে ছোটে দিগিবদিক।
স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে অপারেশন সার্চলাইট
বিধ্বস্ত নগরী পথঘাট রক্তজলে একাকার
বৃষ্টিভেজা বধ্যভূমি যত্রতত্র স্বজনের লাশ!

স্বাধীনতার বার্তা যেই বাতাসের ধ্বনি-অনুকূল হলো
মুহূর্তেই কালশত্রু কুলাঙ্গার নরপিশাচের দল
পাগলা কুকুরের মতো ক্ষতবিক্ষত করলো
মানুষের যাপিতজীবন! ভেঙে পড়লো অকস্মাৎ
সাজানো মেঘের কারুকাজ,
যেন শেষ কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চায় এরা
বাংলা ও বাঙালীর বুক আমাদের পতাকার লাল!
স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে বাংলাদেশ
মুখ থুবড়ে পড়েছে রাস্তায় অকস্মাৎ,
আমরা কি স্থিরপায়ে দাঁড়াতে পেরেছি এখনো ?

সুবর্ণ বয়সে স্বদেশ

কাজী আতীক

নিজস্ব পাদপ্রদীপ আলোর উদ্ভাসে আত্মজ অনুভবগুলো
হয়তো নিরন্তর পারে না ছুঁতে অভিযোজন নক্ষত্র বিভাস
তবুও নিরুপায় আমি, আশা বুনি উষর অভিবাসন জেনেও
তবে খুব সূক্ষ্ম অনুভবে এক সুপ্ত বাসনা আছে কার্যকর
একদিন ঠিকই ফিরে যাবো আমি মনু অববাহিকায়, আমার
আদিবাস- নিজস্ব অধিবাসে, বুঝে নেবো জন্মের অধিকার।

সময়ের সাথে সাথে আকাঙ্খা উচ্চকিত স্ফীত হয় ক্রমে
সুবর্ণ বয়সে স্বদেশ, আমি দূর প্রবাসে যদিও-
তবু আমি আছি উচ্ছবাসে স্বদেশ মৃত্তিকার ভালোবাসা বুকে
অভিনব উচ্চাশা বাসরে- আমার স্বদেশ, আমার বাংলাদেশ,
এক অনন্য অনুভবে অবিনশ্বর প্রেম আমার সত্তার গভীরে।

অবাক দাঁড়িয়ে থাকে বধ্যভূমি

আশরাফ হাসান

ছোপ ছোপ রক্তের দাগ শুকোয়নি এখনো
বদ্বীপের দিনলিপি লেখে কালো শেয়ালের দল
পলিথিন ত্রাসে ক্যামন মুমূর্ষু গাঙের গতর
কলতান ঝিমোয় তস্করের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে
তোমায় হৃদয়-সঙ্গীত কিভাবে শুনাই বলো।
ছন্দময় শব্দ তার কবে কার সংহার-ইচ্ছের কবলে।

পুরাকীর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে বধ্যভূমি
এই দেশ এই স্বদেশ আমার
চারপাশে বক্ষভেদী বুলেটের আগ্নেয় উষ্ণতা জড়িয়ে
কবুল কবুল বলে লুটিয়ে পড়ে বীর শহীদান।
বিরহপ্লাবিত এই
সময়-সন্তাপ আমি কী করে বুঝাই বলো?
পাতাঝরার গানও কেড়ে নিয়েছে বুনো শুকরের ঘুঁ-ত-ঘুঁ-ত বিশ্রী শব্দ।

কালো রাতের মার্চপাস্ট থামেনি এখনো
শ্বেতকণিকায় ভরে গ্যাছে
তোমার প্রতিটি বাঁক উপত্যকা
তবু দ্যাখো আরক্তিম চিহ্নগুলোর
শুকনো জঠরে অস্র লৌহকণিকা।
অতএব আমি তোমার
নাজেহাল ললাটের ঠিক মধ্যখানে প্রত্যক্ষ করেছি
আরেকটি বিপবাত্মক ইশতাহার...
তাম্রলিপ্ত চেহারায় অবাক দাঁড়িয়ে থাকে বধ্যভূমি।

২৬ মার্চ
মহান স্বাধীনতা দিবস

বীর শহীদদের প্রতি
বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি



বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সবাইকে

শুভেচ্ছা



মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী

জেনারেল সেক্রেটারি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (এজএমসি)



শিকাগো ফেরা হলো না শামসুল ইসলামের

(শেষের পাতার পর)

অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তার মামা বাংলাদেশ সরকারের শিকাগো স্টেট এর অনারারি কনসাল জেনারেল মনির চৌধুরী।

তার পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত ২৩ মার্চই অবকাশ শেষে শিকাগো ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু দু'দিন আগে হঠাৎ জ্বর অনুভব করায় ঢাকায় কোভিড টেস্ট করান। পরীক্ষায় তার দেহে কোভিডের সংক্রমণ ধরা পড়ে। ফলে তিনি যুক্তরাষ্ট্র ফিরে আসার পরিকল্পনা বাতিল করে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়ায় তার পৈত্রিকবাড়িতে আইসোলেশনে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য ২৩ মার্চ ঢাকা হতে কুলাউড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তার গাড়ি মৌলভীবাজার শহরের কাছাকাছি পৌঁছালে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি রাস্তাতেই শেষ নি:শ্বাস তাগ করেন। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে মৌলভীবাজারেই তার মরদেহ দাফন করা হয়েছে।

মরহুম শামসুল আলম প্রায় তিন দশক থেকে শিকাগো প্রবাসী। তিনি প্রবাসে সাংবাদিকতার সাথেও জড়িত ছিলেন। শামসুল ইসলামের জন্ম কুলাউড়ার কাদিপুর ইউনিয়নে। তার বাবা আব্দুল গফুর মা আবু বেগম উভয়ে শিক্ষকতা পেশায় ছিলেন। প্রচন্ড দেশপ্রেমিক শামসুল ইসলাম গত বছর দেশে যেতে পারেননি, তাই করোনার প্রকোপ কিছুটা কমতেই তিন মাস আগে দেশের টানে কুলাউড়া যান। অবশেষে দেশের মাটিতেই তার শেষ আশ্রয় হলো।

এদিকে মরহুম শামসুল আলমের স্মৃতিচারণ করে বন্ধু ও আত্মীয় খলিল আহমেদ তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে জানান, 'তেজগাঁও, এয়ারপোর্টের পাশে ছিল বাংলাদেশ ফ্লাইং একাডেমি। ১৯৭৯ সালে শামছুলের সাথে সেখানেই দেখা। আমরা দু'জনেই ফ্লাইং স্কুলে ট্রেনিং করতাম। একপর্যায়ে ১৯৮০ সালের দিকে শামছুল সহ আমরা কয়েকজন ক্যাডেট সিদ্ধান্ত নিলাম, পাইলট কোর্স সমাপ্ত করতে আমেরিকা চলে আসব। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমে পুলক বড়ুয়া (দিলীপ বড়ুয়ার ভাই) তার পর পরই শামছুল এবং এরপর আমি সহ আরও অনেকেই বাংলাদেশ ফ্লাইং স্কুল ছেড়ে আমরিকায় চলে আসি কোর্স সমাপ্ত করতে।

শামছুল, আমি ও পুলক ফোর্টওয়ার্থ টেক্সাসের এসিএমএ স্কুলে ভর্তি হয়ে এসেছিলাম। আর সেখানে আমরা একই বাসায় থাকতাম। পরে আমি শিকাগো চলে আসলে, শামছুলও আমার কাছে শিকাগোতে চলে আসে। দীর্ঘদিন শিকাগোতে থাকার পর আমি ১৯৯৬ সালে আমার পরিবারসহ নিউইয়র্কে চলে আসি।

আমার জানামতে শামছুল কখনও নামাজ বাদ দেয়নি। সে অত্যন্ত পরোপকারি লোক ছিল। আমেরিকার ব্যস্ততার জীবনে দীর্ঘদিন ধরে শামছুলের সাথে দেখাসাক্ষাত হয়ে উঠত না। ২০১৮ সালে একবার ফোনালাপকালে বলেছিল, 'তোমার সাথে দেখা করে, এই দেখা হয় না কেনো তা কড়ায় গন্ডায় হিসাব নিবো'। সামছুলের সাথে আর দেখা হলো না, হিসাবও নেয়া হলো না। এতো কাছের লোকগুলো হঠাৎ চলে গেলে, বুকটা আটকে রাখা মুস্কিল হয়।'

জাতিসংঘের ৭৬তম অধিবেশন নিয়ে সংশয়

(শেষের পাতার পর)

আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হওয়ার কথা। বিশ্ব নেতাদের বৃহত্তম এই আয়োজনটি এবার ভার্চুয়ালি নাকি সরাসরি অনুষ্ঠিত হবে এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ কর্তৃপক্ষ।

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের মুখপাত্র ব্রেনডেন ভার্মা এক ই-মেইল বার্তায় জানান, এখনও এ অধিবেশন নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ আমরা জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো থেকে এ বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনো ম্যান্ডেট পাইনি। আমাদের অফিস যথাসম্ভব আগামী এপ্রিল থেকে এ নিয়ে কাজ করবে। করোনা-ভাইরাসের কারণে এবার জাতিসংঘ অধিবেশন নিয়ে এই সংশয়।

TIZARAH
★ Grocery
★ Flowers
★ Halal Meat
110-24 Merrick Blvd, Jamaica NY 11433
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
তিজারাহ্ গ্রোসারী এন্ড হালাল মিট
জ্যামাইকায়, ম্যারিক ব্লুবার্ডে গ্রোসারীর জগতে এক ঐতিহ্যবাহী নাম
প্রতিদিনই সবকিছু ফ্রেশ
Tel: 631-791-3072
BEST PRICE GUARANTEE
DELIVERY AVAILABLE
এখানে সর্বদাই তাজা হালাল মাংস ও চিকেন পাওয়া যায়
প্রতি সপ্তাহে প্লেনে আনা তাজা মাছ পাওয়া যায়
এখানে পাবেন সকল প্রকার মশলা, বাংলাদেশী তাজা ও ফ্রোজেন মাছ, টাটকা শাক-সবজি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রোসারী সামগ্রী

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে
এখন থেকেই ট্যাক্স ফাইলিংএর প্রস্তুতি নিন।
আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।
কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।
Steven M. Levy CPA
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
FILING A FALSE FEDERAL TAX RE... COULD SEND YOU TO PRISON FOR 5 YEARS
We are Top 100 intuit Company
Southeast USA Income Tax Services
জ্যামাইকাঃ
168-16 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone:718-487-4507
Cell:646-464- 5944
e-mail: usa.bd54@gmail.com



মোদির সঙ্গে দেখা করতে পেরে উচ্ছ্বসিত জয়া-ফারিয়া-মাশরাফি-সাকিব

বিনোদন ডেস্ক: বাংলাদেশ সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন দেশের ক্রিকেটাঙ্গনের দুই তারকা মাশরাফি বিন মুর্তজা ও সাকিব আল হাসান। আরো ছিলেন নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সালমা খাতুন ও তারকা ক্রিকেটার জাহানারা আলম। মোদির সঙ্গে দেখা করতে পেরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন মাশরাফি ও সাকিব।

তারকা ক্রিকেটাররা ছাড়াও মোদির সঙ্গে দেখা করেছেন শোবিজের কয়েকজন তারকা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় দুই অভিনেত্রী জয়া আহসান ও নুসরাত ফারিয়া। আরো ছিলেন চিত্র পরিচালক রেদোয়ান রনি, সংগীত তারকা শারমিন সুলতানা সুমি প্রমুখ।

নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইতোমধ্যে মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ছবিও পোস্ট করেছেন নুসরাত ফারিয়া। ক্যাপশনে লিখেছেন, আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ।

মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে নিজেকে সম্মানিত বোধ করেছেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআইকে সাকিব বলেন, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমি আশা করি তার সফর দুই দেশের জন্যই ফলপ্রসূ হবে। ভারতে তার নেতৃত্ব অসাধারণ। আমি আশা করি তিনি ভারতের উন্নতির জন্য ভবিষ্যতেও কাজ করে যাবেন এবং আমাদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দিন দিন আরও ভালো হবে।'

এর আগে 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ঢাকায় আসেন নরেন্দ্র মোদি। তাকে বহনকারী বিমানটি শুক্রবার বেলা পৌনে ১১টার দিকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এসময় তাকে ফুল দিয়ে বরণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা সেরে মোদি সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। শুক্রবার (২৬ মার্চ) বিকালে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে 'গেস্ট অব অনার' হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য দেন।

সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে তিনি বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। এরপর মোদি শ্রদ্ধা জানান গোপালগঞ্জে জাতির পিতার সমাধিতেও এবং সফর করেন হিন্দুদের মতুয়া সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান হিসেবে বিবেচিত ওড়াকান্দি ইউনিয়নের ঠাকুরবাড়ি।

'এতই যদি পরহেজগার হন তো আমার পেজে আপনার কাজ কি?'

বিনোদন ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুকে তার স্ট্যাটাসে কয়েকজনের মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কনকচাঁপা। এসব মন্তব্যকারীদের 'বাজে কমেন্ট' করা থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করেছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে গত ২৩ মার্চ মঙ্গলবার এক দীর্ঘ স্ট্যাটাস দিয়েছেন কনকচাঁপা। যেখানে তিনি সেসব নেটিজেনদের উদ্দেশে উপদেশ দিয়েছেন, পরহেজগার হলে তার পেজে না এসে সময়টা আল্লাহর ইবাদতে কাটাতে।

ক্ষোভ উগরে দেওয়া কণ্ঠশিল্পী কনকচাঁপার সেই স্ট্যাটাসটি পাঠকের উদ্দেশে তুলে ধরা হলো:

'প্রিয় ভাইবোনেরা, আসসালামুআলাইকুম। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। এটা আমার অফিসিয়াল এবং অফিসিয়ালি ভেরিফায়েড পেজ। আমি একজন কণ্ঠশিল্পী। কণ্ঠশ্রমিক হিসেবে পরিচয় দেই। আমি আমার পরিবারের মূল্যবোধ-কে সম্মান করি। আমার স্বামী একজন সঙ্গীত পরিচালক। আমরা দুজনেই একই অঙ্গনে কাজ করি এবং স্বামী ছাড়া কখনো কোনদিন কোন গানের অনুষ্ঠানে যাই না। আমি ধর্মীয় অনুশাসন যতটা সম্ভব মেনে চলি। কথা হলো আপনারা আমাকে অনেক সম্মান করেন ভালোবাসেন, স্নেহ করেন। আমি সেজন্য আল্লাহর কাছে আপনাদের মঙ্গল কামনায় দোয়া করি। আমি আপনাদের অন্তহীন ভালোবাসায় কৃতজ্ঞ।'



এরপর কনকচাঁপা লেখেন, 'কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ দুএকটা কমেন্ট আমাকে আহত করে। আপনাদের ধারণা শিল্পী হলেই তারা নষ্ট মানুষ! সবাই কি এক? আর আপনারা বিচার করার কে? আপনার বিচার কে করবে? পরকালে আল্লাহ যদি অনুগ্রহ না করেন তো অনেক ইবাদত করলেও আমরা কেউই কি আমাদের আমল দিয়ে বেহেশতে যেতে পারব? যদি আল্লাহ স্বয়ং অনুগ্রহ না করেন তো আউলিয়াগণও দুশ্চিন্তায় থাকবেন। আমি রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। আমার গানের সময়টুকু ছাড়া কেউ আমাকে দেখবেই না। আমার বাসায় কোনো সাঙ্গীতিক পরিবেশই নাই, নাই বন্ধুবান্ধব শিল্পী সাংবাদিকদের অপ্রোয়জনীয় আড্ডা! ছত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে দুই সন্তানের জননী আমি। এখন তিনজন নাতি-নাতনির নানী এবং দাদী। আপনারা আমাকে দোয়া করবেন যেন ভালো কিছু কাজ মানুষের জন্য করতে পারি।'

এরপর সেসব বাজে মন্তব্যকারীদের প্রতি ক্ষোভ উগড়ে দেন কনকচাঁপ, 'আপনি যদি এতোই পরহেজগার হন তো কনকচাঁপার পেজে আপনার কাজ কি! কোরান মজিদ নিয়ে বসুন। আমার নামাজ, আমার তসবিহ তাহলীল, আমার কোরান মজিদ, আমার রোজা, আমার তাহাজ্জুদ, আমার নফল ইবাদতের হিসাব আমি আর আমার আল্লাহ বুঝব। এই উল্টাপাল্টা কমেন্ট করা বাদ দিন। নিজের হিসাব নিয়ে ভাবেন। কমেন্ট করার সুযোগ পেলেই বাজে কমেন্টের অভ্যাস ছাড়ুন। যারা বাজে কমেন্ট অথবা অযথা অযাচিত উপদেশ দেন আমি তাদের কি ভাবি জানেন? ভাবি তারা গন্ডমূর্খ এবং পারিবারিক ভাবে শিক্ষাহীন। অতএব নিজের পরিচয় নিজে দিন, নিজের আখের নিজে গোছান।'

সবশেষে নিজের ফেসবুক পেজ মুছে ফেলতে পারেন বলে জানান এই কণ্ঠশিল্পী।

বাংলা গানের ভূবনে কনকচাপা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। চলচ্চিত্র, আধুনিক গান, নজরুল সঙ্গীত, লোকগীতিসহ প্রায় সবধরনের গানে সমান পারদর্শী এই শিল্পী। ৩৪ বছর ধরে সংগীতাঙ্গনে সমানতালে কাজ করে যাচ্ছেন। এ পর্যন্ত তিনি চলচ্চিত্রের ৩ হাজারেরও বেশি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত তার ৩৫টি একক গানের অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে। ঢালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শাবনূরের প্রায় প্রতিটি গানেই কনকচাঁপা কণ্ঠ দিয়েছেন। প্লে-ব্যাক সিঙ্গার হিসেবে তুমুল শ্রোতাপ্রিয় তিনি।



ইবাদত বন্দেগিতে সময় কাটছে অভিনেত্রী চম্পার

বিনোদন ডেস্ক: করোনাভাইরাসের কারণে কোনো শুটিং করছেন না অভিনেত্রী গুলশান আরা আক্তার চম্পা। এ সুযোগে পরিবারকে অনেক বেশি সময় দিচ্ছেন। তবে অবকাশ যাপনের এ সময়টাতে ইবাদতে আরও বেশি মশগুল হয়েছেন আশির দশকের এ জনপ্রিয় অভিনেত্রী। চম্পা বলেন, করোনার কারণে এখন আর কাজ করছি না। বাসায় সময় কাটাচ্ছি। ধর্মকর্ম আর ইবাদত বন্দেগি করছি। বাসার বিভিন্ন কাজ করছি। পরিবারকে সময় দিচ্ছি।

১৯৮৬ সালে প্রয়াত শিবলী সাদিকের 'তিন কন্যা' সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় চম্পার। তবে ১৯৮১ সালে ছোটপর্দায় প্রয়াত আব্দুল্লাহ আল মামুনের 'ডুবসাঁতার' নাটকের মাধ্যমে অভিনয় অঙ্গনে আগেই যাত্রা শুরু হয় তার। একসময় নিয়মিত দাপিয়ে বড়পর্দায় অভিনয় করতেন তিনি। উপহার দিয়েছেন অসংখ্য সুপারহিট সিনেমা।

চম্পা অভিনীত সর্বশেষ সিনেমা 'বিশ্বসুন্দরী' মুক্তি পেয়েছে গত ডিসেম্বরে। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এবং মনের মতো গল্পে পেলে আবারও নতুন সিনেমায় তিনি অভিনয় করবেন বলে জানিয়েছেন।

সেরা অভিনেত্রী হিসেবে তিনবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন চম্পা। সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী হিসেবে দুবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। এ ছাড়া 'শেরেবাংলা পদক' পেয়েছেন এ অভিনেত্রী।

চতুর্থ বিয়ের ইঙ্গিত শ্রাবন্তীর?

বিনোদন ডেস্ক: মিটিং শেষ করে ইটিং শুরু। মেনু ফুচকা। তাই দিয়েই 'পাওরি' স্টাইলে ইনস্টাগ্রাম স্টোরি বানিয়ে ফেললেন বিজেপি প্রার্থী অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। মুখে চেনা সংলাপ, 'ইয়ে হাম হ্যায়। ইয়ে মেরা টিম হ্যায়। ঔর ইহাঁ পর হাম...?' বাকিরা যেই বলেছেন 'পাওরি হো রহে হ্যায়' সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে দিলেন তারকা-রাজনীতিবিদ। বলতে বলতে হেসেও ফেললেন, 'ফুচকা খা রহে হ্যায়'। ততক্ষণে এক প্লেট ফুচকা নায়িকার মোবাইলফোনের সামনে। ভিডিওটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ৪৩ হাজারেরও বেশি পাঠক দেখে ফেলেছেন। সেখানেই বিয়ে নিয়ে তাকে এক নেটিজেনের খোঁচা, 'ফোর্থ ম্যারেজ কি তৈয়ারি হো রহি হ্যায়!'



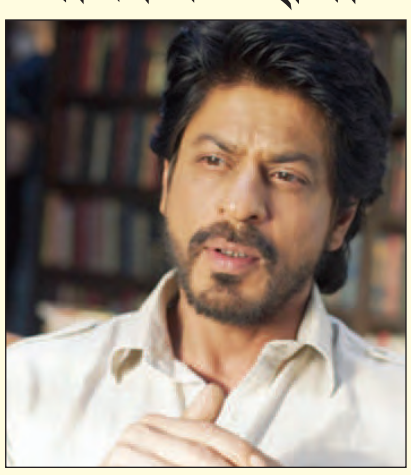
কী দেখা গিয়েছে ক্লিপে? শেয়ার হওয়া প্রচার-মুহূর্ত বলছে, দিনভর তার নির্বাচনী কেন্দ্র বেহালা পশ্চিম চষে ফেলছেন শ্রাবন্তী। রাতে প্রচার শেষে দলীয় সমর্থকদের নিয়ে এ ভাবেই তাজা হচ্ছিলেন তিনি। গালে, কপালে তখনও গেরুয়া আবির লেগে। রামধনু ওড়নায় ঝলমলে নায়িকার মুখেচোখে কোনও ক্লান্তি নেই। আড্ডায় রয়েছেন বিজেপি সদস্য সোহেল দত্তও।

গত ২৩ মার্চ মঙ্গলবার শ্রাবন্তী মনোনয়নপত্র জমা দেন। সেই উপলক্ষেই কি এই ফুচকা পার্টি? জানা যায়নি। তবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েই নেট মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক হাত নিয়েছেন তিনি। মনোনয়নপত্র পেশের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গকে দুর্নীতি, তোলাবাজি মুক্ত করে, বেহালা পশ্চিমে শুধু ক্লাবে ক্লাবে ফূর্তি করার দান খয়রাতি নয়, সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সোনার বাংলার সংকল্প নিয়ে বেহালা পশ্চিমে সুখে-দুঃখে সব সময় পাশে দাঁড়ানোর শপথ নিয়ে আজ মনোনয়ন পত্র জমা দিলাম'। এ দিকে 'ফুচকা পাওরি'র ভিডিও পোস্ট করে নেটাগরিকদের কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে শ্রাবন্তীকে। কেউ বলেছেন, 'বিজেপি করলে কি হিন্দি বলতেই হবে, কিন্তু বলার স্টাইলটা খুব খারাপ লাগছে'। কেউ এক ধাপ এগিয়ে হুবহু নকল করে ফিরিয়ে দিয়েছেন অভিনেত্রীর বলা কথা, 'ইয়ে হ্যাম হ্যায়। ইয়ে সব লেড়কে হ্যায়। ঔর মেরে ফোর্থ ম্যারেজ কি তৈয়ারি হো রহে হ্যায়...!' সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

শাহরুখের আকাশ ছোঁয়া পারিশ্রমিক

বিনোদন ডেস্ক: বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খান। দীর্ঘ বিরতি নিয়ে আবারও সিনেমায় ফিরেছেন তিনি। এবার পারিশ্রমিকের দিকে থেকে সালমান খান, অক্ষয় কুমারকে পেছনে ফেলে পপ্রথম স্থানে রয়েছেন বলিউড বাদশাহ।

বর্তমানে সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত 'পাঠান' ছবির শুটিং করছেন শাহরুখ। এই ছবির জন্য নাকি ১০০ কোটি রুপিরও বেশি পারিশ্রমিক হাঁকিয়েছেন তিনি। আর এই খবর প্রকাশের পর চোখ কপালে উঠেছে নেটিজনদের।



'পাঠান'-এর শুটিং শুরু হয়েছে গত বছর নভেম্বর মাসে। শাহরুখ ছাড়াও এতে আরও অভিনয় করেছেন দীপিকা পাড়ুকোন ও জন আব্রাহাম। অতিথি শিল্পী হিসেবে সালমান খানকেও দেখা যাবে এই সিনেমায়।

প্রায় ৩ বছর পর নতুন সিনেমার শুটিং করছেন শাহরুখ। কারণ তার বিগত সিনেমাগুলো বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা না করা। এতে নিরাশ হয়েছিলেন ভক্তরা। তাই 'জিরো' মুক্তির পর দীর্ঘ বিরতিতে যান শাহরুখ।

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত

(শেষের পাতার পর)

সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্তু বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন।

এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পি-ছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

আপনার আশেপাশের এমন একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিন যার বিশেষ সুনাম রয়েছে এবং ভাল ট্রাক রেকর্ড আছে।

উপরে উল্লেখিত টিপসগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার বাড়ি বিক্রয়ে সেরা সফলতা লাভ করতে পারেন।

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় আমরাও আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি। লোন অপশন আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে- এ ব্যাপারে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।

আপনি, আপনার পরিবার অথবা বন্ধু-বান্ধব যদি বাড়ি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, আপনার যোগ্য মর্টগেজ খুঁজে নিতে চান তাহলে ফ্রি কনসালটেন্টের জন্য এম কামাল সিপিএর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা wwwkamalmortgage tips.com লগ অন করে বিস্তারিত জেনে নিন। এ ছাড়াও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

কালো পতাকা ও ব্যাজ ধারণ করে দোল উৎসব : প্রতিবাদ

(শেষের পাতার পর)

ব্যাজ ধারণের মাধ্যমে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর শুভলগ্নে সুনামগঞ্জের শাল্লাসহ দেশের বিভিন্ন সস্থানে হিন্দু বসতিতে অব্যাহত সাম্প্রদায়িক হামলা, বাড়ীঘর, মন্দির, প্রতিমা ভাংচুর, লুটপাট, অগ্নি সংযোগ ও ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য হিন্দু বাড়ীতে চিঠি প্রদানের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। একই সঙ্গে এসব সাম্প্রদায়িক হামলার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের রহস্যজনক নীরবতা ও বিচারহীনতার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানা গেছে নিউইয়র্কের যেসব মন্দিরে দোল পূর্ণিমা উৎসব পালন এবং প্রতিবাদ জানানো হয় সেগুলো হলো: বাংলাদেশ হিন্দু মন্দির, ওঁম শক্তি মন্দির, গীতা সংঘ, কৃষ্ণ ভক্ত সংঘ, মহামায়া মন্দির, জামাইকা কালী মন্দির, মতুয়া মন্দির, রাধা মাধব মন্দির, ব্রহ্মস পুজা কমিটি, গৌর নিতাই সংঘ এবং দেবালয় মন্দির।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্ণ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর একসিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রঙ্কস
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুফ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্থরুক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219



মির্জা মামুন রশীদের

(শেষের পাতার পর)

কমিউনিটির পরিচিত মুখ মির্জা মামুন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সহ সভাপতি ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত। উল্লেখ্য, আগামী ২২ জুন মঙ্গলবার নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

বাংলাদেশী-আমেরিকান মীর্জা মামুন রশীদ ব্রুকলীনের ৮৭ অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট এবং ১২ জুডিসিয়াল ডিস্ট্রিক্ট থেকে বাংলাদেশীদের মধ্যে প্রথম নির্বাচিত জুডিসিয়াল ডেলিগেট ছিলেন। এছাড়াও নিউইয়র্কের সর্ববৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের তিনবার নির্বাচিত সহ সভাপতি সহ মোট ৮ বছর দ্বায়িত্ব পালন করেছেন।

সিলেট জগন্নাথপুরের সম্ভ্রান্ত মীর্জা বাড়ীর সন্তান মীর্জা মামুনুর রশীদের তিন ভাই যথাক্রমে ব্যারিস্টার মীর্জা আব্দুল মতিন, ব্যারিস্টার মীর্জা আব্দুল হান্নান, ব্যারিস্টার আব্দুল ওয়াহিদ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে আমৃত্যু আইনপেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

একজন দক্ষ সংগঠক হিসাবে মীর্জা মামুনের রয়েছে জনপ্রিয়তা। ব্রঙ্কস ইউনাইটেড ক্লাবের ম্যানেজার হিসাবে দ্বায়িত্বপালনকালে বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল ফুটবল লীগ টুর্নামেন্টে তাঁর ক্লাব পরপর ৯বার চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। একজন দক্ষ সমাজ সেবক এবং সংগঠক মীর্জা মামুন আসন্ন সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহযোগীতা কামনা করেছেন।

নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন ও ফান্ড রেইজিং: এদিকে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট ১৮ (ব্রঙ্কস) থেকে প্রার্থী মির্জা মামুন রশীদের সমর্থনে ব্রঙ্কসে ফান্ডরেজিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ মার্চ রোববার সন্ধ্যায় স্থানীয় স্টারলিং-বাংলাবাজারের নীরব রেস্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে গত ১৯ মার্চ স্টারলিং-বাংলাবাজারের নীরব পার্টি হলে মির্জা মামুন রশীদের নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে 'লুইস ভাই' হিসেবে পরিচিত ও ব্রঙ্কস বরো প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী লুইস সেপুলভেদা। কমিউনিটি নেতা মীর সারোয়ার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন মির্জা মামুনের ক্যাম্পেইন ম্যানেজার আখতারুজ্জামান হ্যাপী ও আজিজুল হক।

অনুষ্ঠানে কাউন্সিলম্যান প্রার্থী মির্জা মামুন রশীদ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আবদুস সহিদ, রিয়াজ কামরান, জয়নাল চৌধুরী, আবুল কালাম পিনু, মো. মমিনুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন, ফরিদ আলম ভূইয়া, সোনার বলাই, মীর সারোয়ার আলী, বখতিয়ার রহমান খোকন, শহীদুল ইসলাম, মো. মাহে আলম, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, রন শাহ, সাইম মুক্তাকিম, মোতাহার হোসেন রুবেল, মোজাম্মেল হোসেন মুরাদ, বিপ্লব, আব্দুর রাজ্জাক মুন্না, কায়সার আহমেদ, মঈন উদ্দিন লটো, কামাল আহমেদ সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সভায় মির্জা মামুন রশীদ তার সমর্থনে এ আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশী সহ সকল কমিউনিটিকে সেবা পপ্রদানের লক্ষ্যেই তিনি সিটি কাউন্সিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচিত হলে কমিউনিটির অধিকার রক্ষায় সর্বাত্মক ভূমিকা রাখবেন।

বক্তারা মির্জা মামুন রশীদের মূলধারা সহ সামাজিক কর্মকান্ডের তার সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশী কমিউনিটির ক্ষমতায়নে আসন্ন নির্বাচনে তাকে সমর্থনের আহ্বান জানান। তারা বলেন, কমিউনিটির সকলে ঐক্যবদ্ধ হলে সিটি হলে একজন বাংলাদেশী জনপ্রতিনিধি পাঠানো সম্ভব। তাকে নিউইয়র্ক সিটির প্রথম বাংলাদেশী-আমেরিকান কাউন্সিলম্যান হিসেবে নির্বাচিত করে কমিউনিটির অধিকার আদায়ের ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

সিটির বিতরণকৃত খাবারে পর্ক!

(শেষের পাতার পর)

যায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, বিভিন্ন সেবা কাজে নিয়োজিত বা কর্মরত নিউইয়র্ক ষ্টেট ও সিটির বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে করোনায় মানুষদের সাহায্যের জন্য ফ্রি খাবার বিতরণ করা হচ্ছে। যেসব খাবারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর পাশাপাশি শাক-শবজি, ফলমুল রয়েছে। আরো রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মিট। সংশ্লিস্টদের নির্ধারিত, সাজানো এবং তালিকায় থাকা খাবারই বক্সে বিতরণ করা হয়। এই বক্সগুলো বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করে বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য কমিউনিটিতে বিতরণ করা হচ্ছে। ফলে অনেক সময় এসব খাবারে পর্ক জাতীয় খাবারও রয়ে যায়। যা অনেক সময় সংশ্লিষ্টরা খেয়াল না করেই জনমানুষের মাঝে বিতরণ করছেন এবং এতে হিতে বিপরীতও হচ্ছে। পাশাপাশি ভালো উদ্যোগ প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। উল্লেখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি আহসান হাবিব জানান, বিষয়টি আমরাও লক্ষ্য করেছি এবং এজন্য সবাইকে সতর্কও করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি, কিন্তু যখন জানতে পেরেছি তখন ঐ বক্স থেকে পর্ক জাতীয় খাবার ফেলে দিয়ে অন্যান্য খাবার গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, যেহেতু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন থেকে খাবার বক্স ফ্রি পাওয়া যাচ্ছে, সেহেতু তাদের দেয়া তালিকাভুক্ত খাবারই সেখানে থাকছে। সেক্ষেত্রে তারা পর্ক জাতীয় খাবারও সংযুক্ত করছে। তিনি জানান, আমরা জেনেশুনে কোন পর্ক জাতীয় খাবার কারো মাঝে বিতরণ করিনি। আর যারা এই খাবার বক্স নিচ্ছেন তাদেরও স্মরণ করে দেয়া হয়েছে।

'ট্যালেন্ট ও ব্রেন' খ্যাত ডাক্তার সেলিনা

(শেষের পাতার পর)

অব অস্টিও প্যাথিক মেডিসিন" ডিগ্রি অর্জন করেন।

সেলিনা খালিকের সাফল্যের এই অর্জনে তার গর্বিত পিতা আব্দুল খালিকের সাথে আলাপচারিতায় তিনি জানান, তার সন্তানদের মধ্যে সেলিনার অবস্থান ৫ম। তার বড় ছেলে আকমল হোসেন নিউইয়র্কের সিটি পুলিশের কারেকশন অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। দ্বিতীয় ছেলে ইকবাল হোসেন নিয়ইউর্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কর্মরত ডিটেকটিভ অফিসার পদে। আর তৃতীয় ছেলে এনামুল হক হাফিজে কোরআন এবং নিউইয়র্ক সিটি প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক। এক কন্যা নাজিয়া খালিক সিটি প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা। তার অপর কন্যা অর্থাৎ ৫ম সন্তান সেলিনা খালিক ডক্টর অব অস্টিওপ্যাথিক মেডিসিন। ষষ্ট সন্তান নাজমুল খালিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত এবং সর্বকনিষ্ট সন্তান ছাদিয়া খালিক মার্চি কলেজে নার্সিংয়ে অধ্যায়নরত ।

তিনি জানান, পরিবারের মধ্যে 'ট্যালেন্ট ও ব্রেন' খ্যাত সেলিনা শত ভাগ স্কলারশিপ নিয়ে বারনারড কলেজ অফ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলার অফ সাইন্স ডিগ্রী অর্জন করেন। তারপর ফিলাডেলপিয়া কলেজ অফ অস্টিওপ্যাথিক মেডিসিন স্কুলে ভর্তি হয়ে চলতি বছর "ডক্টর অফ অস্টিওপ্যাথিক মেডিসিন" ডিগ্রী অর্জন করেন।

আব্দুল খালিক আরো বলেন, যতটুকু সামর্থ্য ছিলো তা দিয়ে সন্তানদের মানুষ করার চেষ্টা করেছি। আর সন্তানরা তারা নিজ নিজ পরিশ্রম আর মেধা দিয়ে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করতে পেরছেন। বিদেশের মাটিতে সন্তানদের পরিপূর্ণ মানুষ করা কত কষ্টের বিষয় তা শুধু যাদের সন্তান সন্ততি আছে আর তাদের পরিপূর্ণ মানুষ করার চেষ্টায় রত আছেন তারাই বুঝবেন। আর ডাক্তার কন্যা তো আমাদেরকে ছেড়ে একা একা অন্য ষ্টেটে পড়া লেখা করেছে তার তো অনেক কস্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে ।

আব্দুল খালিক জানান, তার দেশের বাড়ি সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার বৈরাগীবাজারের আরিজখাটিল্লা গ্রামে। উল্লেখ্য, ডাক্তার সেলিনা খালিকের আগামী মাসে নিউইয়র্কের স্টেটান আইল্যান্ড মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তার হিসেবে যোগদান করার কথা রয়েছে ।

কৃষ্ণাঙ্গের হামলায় ব্রুকলীনে দুই

(শেষের পাতার পর)





পত্রিকাকে জানান, তিনি ১৪-৫৩ ইস্ট নিউইয়র্ক এভিনিউ এ অবস্হিত "ইউ এস ফ্রাইড চিকেন"-এ গত ৫বছর যাবত কাজ করেন। ঘটনার রাতে সাড়ে এগারটার সময় তিনি কিচেনে কাজ করছিলেন। এমন সময় সামনের কাউন্টার শোরগোল শুনে তিনি এগিয়ে গেলে দেখতে পান ফ্রন্ট কাউন্টারে কর্মরত তার এক বাংলাদেশী সহকর্মীকে একজন কৃষ্ণাঙ্গ দুর্বৃত্ত নির্মমভাবে পেটাচ্ছে। তিনি তাকে রক্ষা করতে গেলে দর্বৃত্তের আর এক সহযোগী তার উপরও ঝাপিয়ে পড়ে। একটি লোহার রড দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এসময় দুর্বৃত্তরা তারে এলোপাথারি মারপিট করে।

কেউ একজন ৯১১ কল করলে দোকানের সামনের প্রিসিংকট থেকে দ্রুত পুলিশ এসে দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার করে। এবং তাদের দু'জনকে ব্রুকডেল হাসপাতালে প্রেরণ করে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ভোর রাতে তাদের রিলিজ দেয়া হয়। মাইন উদ্দীন জানান, এখন কিছুটা সুস্হ বোধ করলেও আতংকে ঘটনার পর থেকে কাজে যাওয়া থেকে বিরত রয়েছেন।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ শায়েখ মুফ্‌তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating • Growing
ভর্তি চলছে
Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

তোমাকে পাবার জন্য হে স্বাধীনতা!

)(শেষের পাতার পর)

যুদ্ধ এত রক্ত- সেই স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য হলো, নিশ্চয়ই আমরা সেদিনের বেঁচে যাওয়াদের জন্য সৃস্টিকর্তার এ এক অপার রহমত। আজকের প্রজন্ম ভাবতেও পারবে না এই স্বাধীনতার জন্য '৭১এর নয় মাস দেশবাসীকে কি কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে, ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কবির ভাষায় এ এক কাব্যগাঁথা। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। 'যুদ্ধে যাবার শ্রেষ্ঠ সময়'। দেশে উত্তুঙ্গ অসহযোগ আন্দোলন। বঙ্গবন্ধু তাঁর সহকর্মী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ ইয়াহিয়া, ভুট্টো এবং পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সাথে ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আবার ছাত্র সংগ্রাম পরিষদকেও স্বাধীনতার দাবীতে মাঠ গড়ম রাখতে বলছেন। বুঝতে পারছিলাম এটা হয়তো ইয়াহিয়াকে চাপে রাখার কৌশল। কিন্তু জনতা তখন অনেক এগিয়ে গেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। বিভিন্ন সেনানিবাসে বাঙালী সৈনিকরা বিদ্রোহ করে অস্ত্র-গোলাবারুদ নিয়ে বের হয়ে পড়ছেন। নানা জায়গায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এবং অবাঙালীদের সাথে বাঙালীদের বিচ্ছিন্নভাবে লড়াই সংঘর্ষ হয়ে চলছে। এর মধ্যে এলো ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এদিন সারা দেশে পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দিল। মার্চপাষ্ট করে গিয়ে পতাকা বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দেওয়া হলো। পাকিস্তানের কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকে গেলো এদিনই। এদিনই আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা তাজুদ্দিন আহমদ বললেন আলোচনা শেষ এখন আমরা ফলাফলের অপেক্ষায় আছি। কিন্তু সেই ফলাফল যে ২৫ মার্চ রাতে পাক বাহিনীর সর্বাত্মক ক্রাকডাউন হতে চলেছে তা কারও ধারনা ছিল না।

২৪ মার্চ সারাদিন পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রইলো। শহর প্রায় ফাঁকা। অমঙ্গলের আশংকায় মানুষজন যার যার গ্রামের বাড়ী চলে যেতে শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোও ছাত্র-ছাত্রীশুন্য। আমি তখন দৈনিক আজাদ গ্রুপের সিনে সাপ্তাহিক চিত্রাকাশের জুনিয়র রিপোর্টার। বিকেলে সন্ধ্যায় অফিস করেছি। ২৫মার্চ বিকালে ইস্কাটনের হাবিব মহলে সেকালের সাড়াজাগানো চিত্রনায়িকা শবনম এবং তার স্বামী রবিন ঘোষের সাক্ষাৎকার নেয়ার শিডিউল। যথারীতি সাক্ষাৎকার নিয়েও এলাম। সন্ধ্যার আগ দিয়ে হবে- পাক মোটরের মোড় পর্যন্ত এসেছি, রাস্তা বন্ধ। পুলিশকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল ভিআইপি পাসিং। দাঁড়িয়ে আছি। একটু পর শেরাটনের দিক থেকে কালো রঙের একটি লম্বামত গাড়ী সাঁ করে চলে গেল ক্যান্টনমেন্টের দিকে। কেউ একজন বললো ইয়াহিয়া খান গেলেন। মাথায় নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। বুঝতে পারছিনা কি হতে চলেছে। হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি কলাভবন এলাকায়। সুনসান নীরবতা। সন্ধ্যার দিকে এসে পৌঁছি অফিসে। নির্বাহি সম্পাদক অভিনয় দা' তখনও কাজ করছেন। কিছুক্ষণ কাটাই তার সাথে। বললেন অবস্থা ভাল না, বাসায় চইলা যাও। সাবধানে থাইকো। অফিস থেকে বের হবার পথে গেটের সামনে দেখা চিশতী ভাইয়ের সাথে। চিশতী শাহ হেলালুর রহমান, দৈনিক আজাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি। ছাত্রলীগের একজন বিপ্লবী কর্মী। তিনিও কিছু উপদেশ নির্দেশ দিলেন। চিশতী ভাই সে রাতে ইকবাল হলে রয়ে গেছিলেন। পাকিস্তানী আর্মির যত রাগের টার্গেট ছিল ইকবাল হল। কারন এই হলই ছিল স্বাধীন বাংলার হেড কোয়ার্টার। চিশতী ভাই পালাতে পারেন নাই, আর্মি তাকে ধরে ফেলে এবং অমানুষিক নির্যাতন করে হত্যা করে। আমাদের বাসা আজিমপুর এলাকায়। আওয়ামী লীগের দূর্গ বলে পরিচিত। মোটামুটি রাত দশটা সাড়ে দশটা থেকেই এখানে ওখানে হামলা শুরু হয়ে যায়। পাশের পিলখানা ওদিকে রাজারবাগ পুলিশ লাইন পুরনো ঢাকা শাখারি বাজার- এসব দিক থেকে আগুনের লেলিহান শিখা উঠতে দেখা যায়। সাথে এলাপাথারি গুলী। আমরা পাড়ার লোকজন মিলে রাস্তার মোড়ে ড্রাম বড় গাছের গুড়ি ঠ্যালাগাড়ি ফেলে বেরিকেড দেয়ার চেষ্টা করি। রাতটা সবাই বিনিদ্র কাটিয়ে পরদিন ভোরে হালকা আলো ফুটতেই বের হয়ে পড়ি বাসা থেকে। আমাদের বাসার একটি অংশে ভাড়া থাকতেন আমার এক ফুফা। তার ছোট ছোট চারপাঁচটা মেয়ের কোনটাকে এর কাঁধে ওর কোলে ফেলে হেঁটে আসি বুড়িগঙ্গার মোড় পর্যন্ড়। নৌকা দিয়ে এপাড় এসে হাঁটা। পথে রাস্তার দু'পাশে পানি চিড়ামুড়ি শুকনো খাবার নিয়ে এলাকাবাসীর আপ্যায়ন চেষ্টা। এক অভূতপুর্ব দৃশ্য। হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি রুহিতপুর। সে বাজারে কিছু চিড়াগুড় খেয়ে ছোট একটা ছইওয়ালা নৌকা ভাড়া করা হয়। তাতে চেপে রাত দশটার দিকে জামশা। সেখান থেকে সারারাত হেঁটে ভোররাতে শুজাপুর। এক আত্মীয় বাড়ীতে কয়েক ঘন্টা জিড়িয়ে আবার হাঁটা। অবশেষে দুপুরের পর এসে পৌঁছি পদ্মার পারে আমার ফুফুর বাড়ী।

আব্বা ছিলেন সরকারি চাকুরে। পোস্টিং গোপালগঞ্জ। সে আমলে টেলিফোন সুবিধা আজকের মত না। ঢাকায় এতবড় ঘটনা ঘটে গেছে আব্বা বা বাসায় কোন খবর পৌঁছানো যায় নাই। স্বভাতই সবাই দুশ্চিন্তায় আছেন। এখন দরকার যত দ্রুত সম্ভব বাসায় খবর পৌঁছানো। সে রাতের পর নেতারা কে কোথায় গেলেন তারও কোন খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। বঙ্গবন্ধুকে যে পাকিস্তানী আর্মিরা তাদের হেফাজতে নিয়ে গেছে সে খবরও পাই আমরা অনেকদিন পর। পাক আর্মির আকস্মিক আক্রমনে দিশাহারা এক জাতি। কেউ বলতে পারছে না এখন কি করতে হবে। ২৭ তারিখ সন্ধ্যায় আমার এক দাদার বাড়ীতে পিন্টু কাকার ট্রানজিস্টারে শোনা যায় জিয়াউর রহমান নামে এক বাঙালী অফিসারের কণ্ঠ। অগে কখনও এই লোকের নাম শুনি নাই। তাঁর ওই ঘোষণায় জানতে পারি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করা হয়েছে এবং সারা দেশে প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে। এতে করে সবার মনোবল চাঙ্গা হয়ে ওঠে।গ্রামে তরুন যুবকরা মুক্তিবাহিনী গঠনের তোরজোর শুরু করে দেয়। আমি গোপালগঞ্জ গিয়ে আব্বা আম্মার সাথে দেখা করে এসে তাদের সাথে যোগ দেব বলে চলে আসি। ওই '৭১এর শেষ মার্চে প্রায় পায়ে হেঁটে পুরো পদ্মা পাড়ি দিয়ে আসি ফরিদপুর। তারপর ট্যাকেরহাট পর্যন্ত বাসে এসে নৌকা। সারা রাত নৌকায় চেপে ভোর রাতে গোপালগঞ্জ। দেখা হয় সবার সাথে। তখন ট্যাকেরহাট-গোপালগঞ্জ রুটে ওই একটামাত্র খাল ছাড়া যাতায়তের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

এখানে এসে পেয়ে যাই ইসমত কাদির গামা ভাই খসরু মাহবুব নান্নু চুন্নুসহ আরও কয়েকজন তরুন যুবককে। সবাই ছাত্রলীগের নেতাকর্মী। এদের কয়েকজন আমার পুর্ব পরিচিত। কয়েকদিন পর আসেন শেখ শহিদ ভাই। দিন দু'য়েকের জন্য বন্ধু শেখ কামাল এসেছিল। আমরা তাকে ভারতে পাঠিয়ে দেই। গামা ভাই আমাকে ছাড়েন না। সবাই মিলে শুরু করি মুক্তিবাহিনী গঠনের কাজ। ওদিকে শহরে সিভিল প্রশাসন প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। মফস্বল শহর হলেও পাক আর্মির হামলার ভয়ে সে শহরও প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। সবার ধারনা বঙ্গবন্ধুর নিজ মহকুমা শহর- এখানে হামলা না হয়ে যায় না। তাছাড়া শহরটি ছিল হিন্দুপ্রধান এলাকা। ততদিনে খবর রটে গেছে পাক আর্মি বেছেবেছে হিন্দুদেরকে হত্যা করছে। ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই শহর ছেড়ে গ্রামে বা ভারতে চলে যেতে থাকেন। কয়েকদিনেই শহরে লবন এবং কেরসিনের পুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিল। এসডিও সাহেব নেই। এক অবাঙালী সেকেন্ড অফিসার দায়িত্বে। কিন্তু পুরো সিভিল প্রশাসন মায় পুলিশ পর্যন্ত হাত পা গুটিয়ে বসে আছে। ফলে আমাদেরকেই দায়িত্ব নিতে হয় শহর প্রশাসনের। মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক রয়ে গেলেন। তাঁরা আমাদেরকে উপদেশ নির্দেশ দিতে লাগলেন। পাক আর্মির আসা ঠেকাতে শহরের দুই প্রবেশমুখ হরিদাশপুর-মানিক দ'য় বাঙ্কার বসিয়ে পাহাড়ার ব্যবস্থা করা হলো। অস্ত্র বলতে এরওর বাসা থেকে টুকিয়ে আনা চোর-ডাকাত তাড়ানো একনলা-দোনালা বন্দুক, ঘুঘু-শিকারের এয়ারগান টুটুবোর রাইফেল। আব্বার হেফাজতে ছিল কিছু থ্রিনট থ্রি রাইফেল। তিনি সেগুলো দিলেন। এই নিয়ে আমাদের অস্ত্রভান্ডার। গোপালগঞ্জকে আমরা বেশীদিন মুক্ত রাখতে পারলাম না। একদিন বেলা বারটার দিকে হেমায়েত নামে এক লোক চল্লিশ পঞ্চাশজনের একটি দল নিয়ে শহরে এসে সশস্ত্র মিছিল করলো। যাবার সময় অবাঙ্গালী সেকেন্ড অফিসারের বাসায় গিয়ে অফিসরুমে বসে থাকা লোকটাকে গুলী করে হত্যা করলো। একই সাথে মুসলিম লীগ নেতা ওয়াহিদুজ্জামান ঠান্ডা মিয়ার বাড়ী গিয়ে কাফুর নামে এক বডিগার্ডকে হত্যা করলো। হেমায়েত আমাদের সাথে কোন যোগাযোগ করলো না। যেভাবে এসেছিল সেভাবেই শ্লোগান দিতে দিতে চলে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা হতভম্ব হয়ে পড়ি। যা ভাবা গেছিল তাই হলো, পরদিন সকালে খুলনা থেকে পাক আর্মির দু'টো গান বোট এসে হাজির। আমরা শহর ছেড়ে পালালাম। সারাদিন ওরা শহরের বিভিন্ন বাসা বাড়ীতে আগুন দিল। বেশ কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ চলৎশক্তিহীন হিন্দু নারী পুরুষকে এখানওখান থেকে ধরে এনে হত্যা করলো। সন্ধ্যায় চলে গেল। দুইদিন পর আবার এলো এবং এবার একেবারে ঘাঁটি গেড়ে বসলো। আমাদের পক্ষে আর প্রতিরোধ করা সম্ভব হলো না। সঙ্গী সাথীরা যে যার মত এদিকওদিক চলে গেল। আব্বা আমাকে সড়িয়ে ফেললেন। হেমায়েত পরে তার নিজ এলাকায় একটি বাহিনী গঠন করেছিল এবং নানা হামলার ঘটনা ঘটিয়ে পাক আর্মিকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল। শেখ শহিদ ভাই গামা ভাইরা ইন্ডিয়া চলে গেছিলেন। মাহবুব শহরেই ছিল। একদিন ধরা পড়ে। মিলিটারিরা তাকে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে। আমি কিছুদিন ফরিদপুর এলাকায় কাটিয়ে সেপ্টেম্বরের দিকে ঢাকা চলে আসি। আজিমপুর কলোনীকেন্দ্রিক একটি ছোট গেরিলা গ্রুপের সাথে যোগ দিয়ে নানা অপারেশনের পরিকল্পনা করে চলি। আমি ইন্ডিয়া যাই নাই। নয়টা মাস দেশের অভ্যন্তরে থেকেই যতটা পেরেছি কাজ করেছি। দেখেছি এই দেশের স্বাধীনতার জন্য মানুষের কি অবর্ণনীয় পরিশ্রম ত্যাগ। মেলিটারির কি বর্বর অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে মানুষকে। কিভাবে নিরীহ মানুষজনকে ধরে ধরে নিয়ে অত্যাচার চালিয়েছে হত্যা করেছে, মা বোনদের সম্ভ্রমহানি করেছে। সেই বর্বরতা পৈচাশিকতার কথা কি ভোলা যায়! ২৫ মার্চের আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠে নেতারা প্রথমত: প্রাণ রক্ষার্থে ভারতে পালান। এরপর ভারত সরকারের সহায়তায় প্রবাসী সরকার গঠন করে মুক্তিযুদ্ধকে একটি নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। আমাদের স্বাধীনতা কোন বিশেষ দল গ্রুপ বা গোষ্ঠীর একক কৃতিত্বের ফসল নয়, এই স্বাধীনতা দুইচারজন রাজাকার আলবদর মুসলিম লীগ-শান্তি কমিটি বাদে সাড়ে সাত কোটী মানুষের মিলিত আন্দোলন সংগ্রামের ফসল। নয় মাস অবর্ণনীয় দু:খ কষ্ট আত্মত্যাগের পুরষ্কার। এই স্বাধীনতার সুপার হিরো প্রবাসী সরকারের প্রতিটি সদস্য, প্রতিজন সেক্টর কমান্ডার সাব সেক্টর কমান্ডার, এফএফ বা ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি সদস্য, বিএলএফ বা মুজিব বাহিনীর সকল সংগঠক-সদস্য, দেশের অভ্যন্তরে অঞ্চলভেদে গড়েওঠা বিভিন্ন অসমসাহসী বাহিনীর সকল সদস্য, যে নারীটি যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে রান্না করে খাইয়েছে, আহতদের সেবা সশ্রুসা করেছে, আদুল গায়ের যে কিশোর বালকটি মাথায় অস্ত্র বহন করেছে বাজারে বাজারে গিয়ে মেলিটারির গতিবিধির খবর নিয়ে এসেছে এখানওখান থেকে খবরাখবর আদান প্রদান করেছে, যে মুরুব্বীটি মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে- তারাও এই স্বাধীনতার গর্বিত অংশীদার।

আরও একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা উল্লেখ না করলে আমাদের স্বাধীনতার গৌরবগাঁথা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তা হচ্ছে পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের জনগন এবং সে সময়ের ইন্দিরা সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থন সাহায্য এবং সহযোগীতা। তারা আমাদের প্রায় এক কোটী শরনার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে, দীর্ঘ নয় মাস খাইয়েছে, জনসাধারণ নৈতিক মনোবল যুগিয়েছে, ভারতের সরকার বিশ্বে আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠন করেছে, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ট্রেনিং দিয়েছে, অস্ত্র ও রসদ যুগিয়েছে এবং সর্বোপরি ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর সম্মুখযুদ্ধে পাক আর্মিকে পরাজিত করে অস্ত্রসমর্পনে বাধ্য করেছে। এই যুদ্ধে তাদের ৩ হাজার ৯ শত জন সৈনিক নিহত হয়েছে আহত হয়েছে প্রায় ১০ হাজার। এদের মধ্যে অনেকে দীর্ঘস্থায়ী জটীলতায় ভোগেন। সেই নয় মাস প্রতিটা মুহুর্ত আমরা ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, উন্মুখ হয়ে প্রতিক্ষা করতাম কবে তারা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পাক বাহিনীকে পরাস্ত করবে, কেন তারা আমাদেরকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে না!

এ সবই বাস্তবতা। পরবর্তীকালে দুই দেশের সম্পর্ক নানা মোড় পেড়িয়েছে কিন্তু '৭১এর সেই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হবে সত্যকে অস্বীকার করা। সত্য অস্বীকার কখনও কোন বিজয়ের গৌরব বাড়ায় না। একইভাবে আমাদের বিজয়ের পঞ্চাশ বছর পুর্তিতেও দেশের আপামর বীর জনগনের অবদানকে অস্বীকার করা বা পাশ কাটিয়ে যাওয়াও এই অর্জনকে মহিমান্বিত করবে না। আজকের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি '৭১এর স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহকারী সমর্থনকারি '৭১এর দেশবাসী সকলকে জানাই অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা সালাম এবং বিনম্র শ্রদ্ধা।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



KAKATUA AGENCY
Authorised IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

INSURANCE
New/ Renewal

- AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
- FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
- COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
- CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.



BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED

TDS Insurance Brokerage Corp.

Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311

BROOKLYN OFFICE

118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষনড়ৎড়ঁমষ জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎন্ন, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।



Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক
স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ
আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়
আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্স ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন



ছদরুন নূর গুরুতর অসুস্ত

(শেষের পাতার পর)

পরিচিত মুখ ছদরুন নূর গুরুতর অসুস্থ্য। তিনি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ক্যান্সারের সাথে সংগ্রাম করে চলেছেন। অতি সম্প্রতি তার শারীরিক অবস্থার অবনতি এবং অন্যান্য শারীরক সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বর্তমানে নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে চি-কিৎসাধীন আছেন। তার সুস্থ্যতায় পরিবারের পক্ষ থেকে সবার দোয়া কামনা করা হয়েছে।

প্রবীণ প্রবাসী জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ও বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার অন্যতম উপদেষ্টা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত। এছাড়াও তিনি জালালাবাদ এসোসিয়েন অব আমেরিকা'র প্রাক্তন বোর্ড অব ট্রাষ্টি। তার গ্রামের বাড়ী সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার জগদল গ্রাম। তিনি সপরিবারে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যামাইকায় বসবাস করছেন।

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

মোদির সফর ও বাংলাদেশের রাজনীতি



সিনহা এম এ সাঈদ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ২৬-২৭ মার্চ বাংলাদেশ সফরকে ঘিরে যা হলো এখানেও শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার জিতবে। বাংলাদেশ ইসলামী মৌলবাদীদের খপ্পরে চলে যাচ্ছে, অতএব আওয়ামী লীগকেই এখন দরকার বাংলাদেশকে এ সংকট থেকে আগলে রাখতে এ মতবাদ বা চিন্তা-চেতনা আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে যাবে। এদিকে বিএনপি দিশেহারা, খালেদা জিয়া নিজে বাঁচার জন্য পরিবারের মাধ্যমে সরকারের সাথে সমঝোতা করছে বারবার। নিজের প্রশ্নে আপোষকামী হয়েছেন আপোষহীন এই নেত্রী। তাই তিনি দেশের ও জনগণের আস্থার অবস্থানকে দুর্বল করে ফেলেছেন।

নেতৃত্বের সংকট ও সঠিক দিকনির্দেশনার ঘাটতি বিএনপিকে ধীরে ধীরে 'ব্ল্যাক হোলের' দিকে টানছে। অথচ বিএনপির সর্বস্তরের নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী এ সত্যতা বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারলেও নিছক পদ-পদবী হারনোর অথবা দলে কোনঠাসা হওয়ার ভয়ে একেবারেই নীরব। জাতীয়তাবাদী বিএনপি এখন যেনতেন প্রকারে মসনদে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর। সেজন্য



যদি ভারতের সাথে সমঝোতা করা যায় তাতেও মরীয়া হয়ে উঠেছে। সমস্যা হলো ভারতের আস্থা অর্জন নানাবিধ সন্দেহজনক প্রশ্নে জড়জড়িত। সুতরাং বিষয়টা আপাতদৃষ্টিতে সুদূরপরাহত বলেই উপসংহার টানা যায়।

অপরদিকে সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টিও তথৈবচ। আওয়ামী লীগের কোলে অনাদরে লালিত-পালিত হচ্ছে, ইচ্ছায়- অনিচ্ছায়। জনস্বার্থে গর্জন করলে সরকারের হুমকি আর না করলে জনগনের আস্থার ভিত আরো নড়বড়ে হওয়ে যাওয়া এ উভয় সংকটের মুখোমুখি আজকের জাতীয় পার্টির নেতৃত্ব।

আর বাম পন্থীরা কবরস্থান, শশানের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভবঘুরের ন্যায়।

তবে সবচেয়ে মজার বিষয় হলো ফেসবুক, টুইটার, ইউ-টিউবসহ নানাবিধ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেতাদের উপস্থিতি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। এখন সবাই বেঁচে অমর হতে চায়, মরে নয়। এই হলো স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক হাল ও চালচিত্র।

ঢাকা।
২৮ মার্চ ২০২১



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	Get 25% Discount sign up by 4th July
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00	

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

একাত্তরের কণ্ঠযোদ্ধা নমিতা ঘোষ করোনায় মারা গেছেন

(৪৬ পাতার পর)

মৃত্যুর পর নমিতার মরদেহ বারডেমের হিমঘরে রাখা হয়েছে। শনিবার বেলা ১১টায় রাজধানীর পোগোজ স্কুল প্রাঙ্গণে স্বাধীনতা যুদ্ধের এই কণ্ঠযোদ্ধাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।

দীর্ঘদিন ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে সেরে উঠেছিলেন নমিতা ঘোষ; ফের নিয়মিত হয়েছিলেন গানে। সবশেষ ১২ মার্চ বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটি আয়োজনে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। দু'দিনের ব্যবধানে ১৪ মার্চ থেকে জ্বর ও কাশি নিয়ে দুই হাসপাতাল ঘোরার পর তার করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়।

নমিতা ঘোষ মাত্র ১৪ বছর বয়সে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে প্রথম নারী শিল্পী হিসেবে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করেছেন। তাঁর মা জসোদা ঘোষ সে সময় রেডিওতে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করতেন। ঢাকায় পাকিস্তানী বাহিনীর গণহত্যা শুরু হলে ২৭ মার্চ বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে কেরাণীগঞ্জ হয়ে কু-মিল্লা দিয়ে আখাউড়া সীমান্ত পার হন তারা।

নরসিঙ্গরে শিল্পী আব্দুল জব্বার ও আপেল মাহমুদের সঙ্গে দেখা হয় নমিতার। তখন সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে গান গেয়ে অনুপ্রেরণা দেওয়ার পরিকল্পনা চলছিল। এছাড়াও আগরতলায় থাকতেই মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্রের কাজে যুক্ত হন নমিতা। পরে সেই প্রামাণ্যচিত্র যুদ্ধের সময় ভারতের বিভিন্ন সিনেমা হলে দেখানো হয়। একাত্তুরের মে মাসে মায়ের সঙ্গে আগরতলা থেকে বিমানে করে কলকাতায় পৌঁছান নমিতা। পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম প্রেস সচিব, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক আমিনুল হক বাদশার উৎসাহে যোগ দেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে।

তামিমকে কেন ছুটি দেয়া হলো প্রশ্ন সাবেক অধিনায়কের

(শেষের পাতার পর)

দেশে ফেরেন বাংলাদেশ দলের ওয়ানডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল। টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে জাতীয় দলের এই তারকা ওপেনারের দেশে ফেরায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ সাবেক অধিনায়ক শফিকুল হক হীরা।

রোববার (২৮ মার্চ) একান্ত আলাপে হীরা বলেন, প্রত্যেক সিরিজেই আমরা দেখছি এক বা একাধিক সিনিয়র প্লেয়ার দলে নেই। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে যেমন তামিম নেই। আপনি কেন তাকে সিরিজ চলা অবস্থায় ছুটি দেবেন। করোনার কারণে প্রায় এক বছর খেলা মাঠে গড়ায়নি। সেই সময় ক্রিকেটাররা তো পরিবারের সঙ্গেই ছিল। তাহলে এখন খেলা শুরুর পর তারা কেন পরিবারকে সময় দেওয়ার অজুহাত দেখিয়ে ছুটি নেবে।

তিনি আরও বলেন, ওয়ানডে সিরিজ শেষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষ হতে আর সবমিলে ছয় দিন প্রয়োজন ছিল, এই ছয় দিন কী তামিম নিউজিল্যান্ডে থাকতে পারত না?

হীরা আরও বলেন, টি-টোয়েন্টি সিরিজে তামিম না থাকায় মুশফিকও খেলল না। আমরা তো মুশফিকের কোনো ইনজুরি আগের ম্যাচে দেখিনি, সে কেন আজ প্রথম টি-টোয়েন্টি খেলল না। আজ যদি আফিফ-সাইফুদ্দিন দলের হাল না ধরত তাহলে ২১১ রানের টার্গেট তাড়ায় আমরা ১০০ রানেই অলআউট হয়ে যেতাম।

কী কারণে কিডনিতে পাথর হয়?

(শেষের পাতার পর)

ধরনের কিডনি রোগে ভুগছে। বয়স্কদের মতোই শিশুদের কিডনি রোগেরও উপসর্গ প্রায় একই রকম। করোনার সময়ে শিশু কিডনি রোগের ঝুঁকি রয়েছে আরো বেশি। শিশুদের কিডনি রোগের লক্ষণসহ নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু কিডনি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. গোলাম মঈন উদ্দিন।

শিশুদের কিডনি রোগে আক্রান্ত হওqার প্রধান কারণ কি?

এ ব্যাপারে অধ্যাপক ডা. গোলাম মঈন উদ্দিন বলেন, সাধারণত জন্মগত বা বংশগত কারণে শিশুদের কিডনি রোগ হয়ে থাকে। বংশগত কারণে কিডনি রোগগুলো শিশু গর্ভে থাকা অবস্থাতেই ধরা পড়ে। তারপর শিশু জন্মের পর বেশ-কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। যেমনঃ প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, শিশুর বেড়ে না ওঠা, হাত পা বাঁকা হয়ে যাওয়া, বমি, ইলেকট্রোলাইটিক ইমব্যালেন্স হওয়া, প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাওয়া, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব করা ইত্যাদি।

শিশুদের কিডনি বিকল হয় কেন?

শিশুদের কিডনি বিকল দুই রকমের। একটি আকস্মিক বা দ্রুত গতিতে কিডনি বিকল। যেটাকে বলা হয়, একিউট কিডনি ইনজুরি। আরেকটি হলো ধীরগতিতে কিডনি বিকল। অধ্যাপক ডা. গোলাম মঈন উদ্দিন বলেন, আকস্মিক বা দ্রুত কিডনি বিকল হওয়ার কারণ হলো ডায়রিয়া বা বমির ফলে শিশু যখন ডিহাইড্রেশনে ভোগে, তখন কিডনিতে রক্তপ্রবাহ কম হয়। ডিহাইড্রেশনের কারণে শিশুকে ওরস্যালাইন খাওয়ানো না হলে তার কিডনি দ্রুতগতিতে বিকল হয়। এর ফলে প্রস্রাব কমে যায়।

তিনি বলেন, ডায়রিয়া বা বমির কারণে শরীরের যে ফ্লুইড লস হয়, তার ফলে শরীরে কিডনি বিকল হয়ে যায় আকস্মিকভাবে। যেকোনো ইনফেকশনের কারণে কিডনি বিকল হয়। প্রদাহের ফলে কিডনি বিকল হতে পারে। এটাও আকস্মিক কিডনি বিকল। এছাড়াও বর্ষাকালে মৌমাছি অথবা সাপের কামড়ের ফলে এই বিষ শরীরে গিয়ে কিডনি বিকল হতে পারে। কিছু কিছু ওষুধের কারণে কিডনি বিকল হয়ে থাকে। প্রস্রাবের রাস্তায় জন্মগত ত্রুটি থাকলে কিডনি বিকল হতে পারে।

কী কারণে কিডনিতে পাথর হয়?

এ ব্যাপারে অধ্যাপক ডা. গোলাম মঈন উদ্দিন বলেন, জন্মগত কারণে এ ধরনের রোগ হয়ে থাকে। বিশেষ করে আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে হলে এ ধরনের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মূত্রনালীতে ব্লক থাকলে, স্টেসিস থাকলে কিডনিতে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শিশুরা কিডনি রোগে আক্রান্ত কিনা বুঝবেন কীভাবে?

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় উপসর্গগুলো হলো শিশু ঘুম থেকে ওঠার পর চোখ মুখ ফুলে যাওয়া, প্রস্রাবের চাপ কমে আসা, হাতে-পায়ে পানি চলে আসা, পেটে পানি চলে আসা, প্রস্রাব কমে যাওয়া। প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাওয়া, প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া, জ্বর, বমি বমি ভাব।

অধ্যাপক ডা. গোলাম মঈন উদ্দিন বলেন, ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেড়ে গেলে মাথাব্যথা, খিচুনি এসব উপসর্গ দেখা দেয়। এছাড়াও শিশুদের রক্তশূন্যতা, ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতা, ওজন কম হওয়া ইত্যাদি উপসর্গও দেখা দিতে পারে। তাহলে অভি-ভাবকরা শিশুদের নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যাবেন।

বাংলাদেশে শিশু কিডনি রোগীর সংখ্যা কত?

বাংলাদেশে ৪০ থেকে ৫০ লাখ শিশু বিভিন্ন ধরনের কিডনির নানা রোগে ভুগছে। শিশুরা জন্মগত এবং বংশগত কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়। জন্মগত কিডনি রোগগুলো অনেকটাই আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে ধরা পড়ে। জন্মের পরে কিডনি রোগ প্রস্রাবে ইনফেকশন, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, ড্রাগ এর ফলে কিছু ইনফেকশন হয়। এছাড়া ডিহাইড্রেশন, কিডনি ছোট হওয়া, ডান অথবা বাম যেকোনো এক পাশে দু'টো কিডনি চলে যাওয়াসহ কিডনির সব ধরণের রোগ নিয়েই শিশুরা শিশু কিডনি বিশেষজ্ঞদের কাছে যায়। সূত্রঃ ডক্টর টিভি

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীতে আমেরিকান জনপ্রতিনিধিদের অভিনন্দন

(শেষের পাতার পর)

কয়েকজন জনপ্রতিনিধিরা। পৃথক পৃথক বার্তায় তারা বাংলাদেশের অভাবনীয় উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ইউএস কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং, নি-উইয়র্ক স্টেট সিটেনর জন সি ল্যু ও কুইন্স বোরো প্রেসিডেন্ট ডনাভান রিচার্ডস।

নিউইয়র্কে করোনা ভাইরাসজনিত বৈশ্বিক মহামারির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাগতিক দেশের বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল নিউইয়র্ক গত ২৬ মার্চ স্থানীয় সময় দুপুরে ভার্চুয়ালী বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২১ উদযাপন করে। এ অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসওমেন গ্রেস মেং, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন সি ল্যু এবং কুইন্স বোরো প্রেসিডেন্ট ডনাভান রিচার্ডসের বক্তব্য প্রচারিত হয় বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশী-আমেরিকান অধ্যুষিত কুইন্স বোরো প্রেসিডেন্ট ডনাভান রিচার্ডস বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর সুদৃঢ় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের কারণেই নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকান্ডের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু অতি অল্পসময়ের মধ্যেই একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি মহান স্বাধীনতার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানান। কুইন্সে বসবাসরত বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবদানকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেন।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়দি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা। আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ূম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল' ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX

ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগঃ *আবুল কালাম*
T: **718-274-1908**, F: **718-728-2293**
email: **primebrokerage34@gmail.com**
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা **Instructor** দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

অজানা ভয় আমাকে পেয়ে বসেছে

(শেষের পাতার পর)

দেখতে দেখতে ৫০ বছর হয়ে গেল লেখালেখিতে। টেবিলে বসলেই লেখা হয়ে যেত। এখন কী যেন হয়েছে আমার। আমি কি কোনো অসুখে আক্রান্ত? যদি তাই হয় তাহলে কেমন অসুখ? চারদিকে কত কিছু হচ্ছে। কত কিছু ঘটছে। কত কিছু শুনছি, জানছি। তাহলে লিখতে পারছি না কেন? কে আমাকে আটকাচ্ছে? কেউ তো এসে বলছে না খবরদার! এটা লেখা যাবে না। আপনি কিছু দেখেননি, শোনেননি। তাহলে সমস্যা কোথায়? আসলে আমাকে মনের অসুখে পেয়ে বসেছে। যা কিনা কাউকে বলতে পারছি না। নিজেই নিজের সঙ্গে লড়াই করছি। এক ধরনের অজানা ভয় আমাকে কাবু করে ফেলেছে। আমি নিজেই অসহায় আত্মসমর্পণ করে বসে আছি। লিখলে ভয়, না লিখলে বাহবা। শেষের পথটা কখন যে আমি বেছে নিয়েছি! আমার হাত কি কেউ বেঁধে দিয়েছে? না, এটা সত্য নয়। আমি অগোচরে নিজেই নিজের হাত বেঁধে নিয়েছি। খুলতে গিয়ে দেখছি কোথায় যেন গোলমাল হয়ে গেছে। দিনের শেষে হিসাব মিলিয়ে দেখি আমি এক প্রবঞ্চক। অথচ শপথ নিয়েছিলাম যা কিছু ঘটছে, যা কিছু দেখছি তা লিখব। ক্ষমা করবেন। আমি কিছু দেখছি না। শুনছি না। সত্যের সঙ্গে আমি আপস করছি প্রতিনিয়ত। সাদাকে কালো বলে তৃপ্তির হাসি হাসছি। প্রাপ্তির কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। বড় গলায় বলছি, আমি স্বাধীন। আমার হাতে কেউ বেড়ি পরায়নি। আমি বুঝি, মানুষ গালি দেয়। বলে, আমি নাকি দালাল হয়ে গেছি। আরে ভাই! যাব কোথায়? কোন পথ বেছে নেব। সাহসী হতে গেলে সমূহ বিপদ। চারপাশ থেকে আত্মসমর্পণ করার তাগিদ। অন্যরা সুযোগ নেয়। আপনি নেবেন না কেন? তা ছাড়া একা বিপ্লবী হওয়ার মধ্যে কী আনন্দ। দিনভর নিজের সঙ্গে নিজেই লড়াই করে রাতে বলছি, কে কী বলল তাতে কী যায় আসে! নীতিকথা আমাকেই কেন বলতে হবে। অনেকেই তো জাতির সামনে নীতিবাক্য আওড়িয়ে নগদের কাছে ধরা দেয়। মানুষ গালমন্দ করে। তাতে কী! সময়ের পরিবর্তনে আমি আবার রং বদলে ফেলব। তখন অনেকে বাহবা দেবে। বলবে, দেখুন কী সাহসী উচ্চারণ! আমার অতীত ভুলে যাবে মানুষ। হোক না আমার অতীত অন্ধকারে ঠাসা। কেউ কেউ প্রশ্ন করবে কোথায় গেল আপনার শপথ? সেটা আবার কী? শপথ আমার, সাহস অন্যের কাছে বন্দী। এটা থেকে আমি নিজেই বের হতে চাই না। বরং যুক্তির বাইরে কথা বলে নিজেকে প্রমাণ করি সবজান্তা। সময়ের এক সাহসী যোদ্ধা। কেউ অনুসন্ধান করলে একবাক্যে বলি, ধুর ওসব, এটা আবার অনুসন্ধানী হলো নাকি! কার্পেটের নিচে ময়লা লুকিয়ে আওয়াজ তুলি, নিশ্চয় এর পেছনে কোনো মতলব রয়েছে। ইদানীং আমি মতলব খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত। আবার কখনো বলি, ওই ব্যাটা ম্যানেজ হয়ে গেছে। অবশ্যই তাকে কেউ নজরানা দিয়েছে। নিজে অনুসন্ধান না করে অন্যের সমালোচনায় আমি সারাক্ষণ বিভোর থাকি। ছোট পর্দা কাঁপাই। হালে মানুষ আমার চালাকি বুঝে গেছে। তাই এখন আমাকে পর্দায় দেখলেই বলে, এই ব্যাটা ম্যানেজ হওয়ার দলে। আরও কত কিছু বলে! আমার তাতে কিছু যায় আসে না। মাঝেমধ্যে সেলফি তুলে নিজের চেহারা দেখি। কী বীভৎস, বিবর্ণ হয়ে গেছে চেহারা! তাতে কী! আমি তো সুখে আছি। অন্যের সমালোচনার ধার ধারি না।

খালি খালি অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াই। আমার যে কী হয়েছে! কোনো কিছুই আর এখন স্বাভাবিক ভাবতে পারি না। তাকিয়ে থাকি অন্যের দিকে। কে কী বলল শুনতে চাই। নিজের বিবেক, চিন্তা-চেতনা লোপ পেয়ে গেছে। কেন এমন হলো? জবাব খুঁজে বেড়াই। গভীর রাতে ঘুম ভাঙে, ইচ্ছে হয় এ পথ থেকে সরে যেতে। মনে হচ্ছে আমার চিকিৎসা দরকার। চিকিৎসকই বা কোথায়? সবাই তো নতুন এ ভাইরাসে আক্রান্ত। তাহলে কি আমার যাওয়ার জায়গা নেই? যাক গে, আমার শক্তি, সাহস দেখে সবাই এখন হাসাহাসি করে। বলে, কোথায় গেল সেই অদম্য শক্তি? এখন তো কলম দিয়ে দুর্নীতিপরায়ণদের উল্লাসের নৃত্য বেরোয় না। আগে সহকর্মীরা মাঝেমধ্যে সাহসী হতেন। বলতেন, ঝুঁকি নেওয়াই যায়। এখন তারাই বলেন, কী দরকার? ভালোই তো আছি। খাল কেটে কুমির আনার দরকার কী! আমাকে তারা অনেক কিছুই জানান না। নিজেরা সেন্সর করে উন্নয়নের জোয়ারে যুক্ত হয়ে গেছেন। আমি কিছু বলি না। মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে নাকি! প্রতি শব্দ যেখানে মনিটরের আওতায়, তখন ঝুঁকি কেনই বা নেব। এ রকম তো কখনো ছিল না। সবখানেই শেয়ারহোল্ডার। তাই অনেক কিছু দেখেও না দেখার ভান করি। আখেরে আমার কী যে হবে! জবাব খুঁজে পাই না। নিজে নিজেই বলি, চাটুকারিতা জিন্দাবাদ!

লেখক: প্রধান সম্পাদক, মানবজমিন।

DHAKA CITY APARTMENT
FOR SALE

3 bedrooms, 3 bathrooms,
kitchen, dining, 3 balconies
1200 sq ft (corner plot)
Location: Road #5, Block C,
House #39
Bonasree, Rampura,
Dhaka 1219
Contact No:
718-496-5455
718-838-0972
**Great schools,
mosques, banks nearby**

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

মিয়ানমারে সেনাদের গুলিতে ১ দিনে ১৪১ জন নিহত

(প্রথম পাতার পর)

সরকার বার্ষিক সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালন করে। আগেরদিনই এক টেলিভিশন বার্তায় হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে জান্তা সরকার বলেছিল শনিবার যদি কেউ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তাহলে তাদের মাথায় ও পেছনে গুলি করা হবে।

তাদের সেই হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে বিক্ষোভকারীরা রাজপথে নেমে আসে। তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জান্তা সরকারের সশস্ত্র বাহিনী। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী শনিবার একদিনেই সেখানে সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে ১৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে ২১ বছর বয়সী এক পুলিশ কর্মকর্তাও রয়েছেন। যিনি তার ব্যাজ খুলে ফেলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন।

দেশটির ১৫টি অঞ্চলের ৮টির ৪৪টি শহরে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে ইয়াংগুন ও মান্দালায় সবচেয়ে বেশি মারা যায়। এই দুই বড় শহরে যথাক্রমে ২৩ ও ২৯ জনের মৃত্যু হয়।

বৃটেনের সর্বকনিষ্ঠ লটারি জয়ীর উশৃঙ্খল জীবন

(প্রথম পাতার পর)

দাবি করা হয়েছে। খবরে বলা হয়, সম্প্রতি রজার্সের ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল করা হয়। কোকেইন নিয়ে গাড়ি দূর্ঘটনার পর তাকে এই সাজা দেয়া হয়। ১৬ বছর বয়সে বিশাল অংকের অর্থ জেতা রজার্সের বর্তমান বয়স ৩৩ বছর।

তাকে গ্রেপ্তারের সময় তাকে পিপার স্প্রে করতে বাধ্য হয়েছিল পুলিশ। আদালতে নেয়া হলে জানা যায় যে, ২০০৩ সালে জিতা লটারির অর্থ দিয়েই তিনি এই লাগামহীন জীবন কাটাচ্ছেন।

আদালত ২২ মাসের জন্য তার লাইসেন্স বাতিল করেছে।

তিনি যখন এই বিশাল অংকের অর্থ জিতেন তখন তিনি ঘন্টায় ৩.৬০ পাউন্ড হিসেবেচেকআউট গার্ল্ড হিসেবে কাজ করতেন। কিন্তু অর্থ জিতার পর তিনি তিনবার ব্রেস্ট সার্জারি করে বড় করেছেন, মাদকে ভরা পার্টি করে বেড়িয়েছেন এবং লাখ লাখ পাউন্ড খরচ করেছেন পোশাকের পেছনে। তিনি অবশ্য অর্ধ মিলিয়ন পাউন্ড পরিবার ও বন্ধুদের দিয়েছেন।

কোকেইন গ্রহণের পর গাড়ি চালানোর মামলায় গ্রেপ্তারের পর তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। তার আইনজীবী মাইক উলাঘান আদালতকে বলেন, রজার্স কোকেইন নিলেও গাড়ি চালাচ্ছিলেন তার বয়ফ্রেন্ড। একইসঙ্গে পুলিশের সঙ্গে তার উগ্র আচরণের ব্যাখ্যায় তার আইনজীবী বলেন, রজার্স ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কারণ তার সঙ্গে পুলিশ অশোভন আচরণ করেছিল।

তবে আদালত তাকে অভিযুক্ত হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। ২২ মাসের জন্য গাড়ি চালানোর নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি তাকে ১১ সপ্তাহ ইলেক্ট্রনিক ট্যাগ পরে থাকার নির্দেশও দিয়েছে আদালত। তিনি জানিয়েছেন, প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ডের কোকেইন নিয়েছেন এখন পর্যন্ত।

তারাবি নামাজ ১০ রাকাত তাহাজ্জুদ তিন রাকাত

(প্রথম পাতার পর)

মদিনা পবিত্র মসজিদ বিষয়ক কমিটির প্রেসিডেন্ট শেখ আব্দুর রহমান আল সুদাইস প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে এসব পরিকল্পনা প্রকাশ করেন।

করোনা মহামারি বিবেচনায় এসব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

এতে বলা হয়, হারামাইন শরিফাইনে তারাবির নামাজ ১০ রাকাত পড়ানো হবে। পাশাপাশি তাহাজ্জুদ হবে তিন রাকাত।

ইবাদতকারীদের মসজিদুল হারামের আবদুল্লাহ সম্প্রসারণ এলাকার, প্রথম তালা, ছাদ এবং প্রাঙ্গণে ইবাদতের অনুমতি দেওয়া হবে। তবে ইবাদতকারীদের জন্য মাতাফ বন্ধ থাকবে।

ওমরাহ পালনকারীরা কাবা স্পর্শ করতে পারবে না। ইফতার বাইরে থেকে সরবরাহ স্থগিত থাকবে, এর পরিবর্তে পৃথক ইফতার বিতরণ করা হবে।

শেষ দশ দিন এতেকাফ বন্ধ থাকবে। বোতলে জমজমের পানি সরবরাহ করা হবে। গ্র্যান্ড মসজিদে প্রবেশের অনুমতি কেবলমাত্র ইটমারনা অ্যাপের মাধ্যমে ইস্যু করা বৈধ পারমিটের সাথে অনুমোদিত হবে।

দেশে ফেসবুকে বিভ্রাট

(প্রথম পাতার পর)

অনেক ব্যবহারকারী এই বিপত্তির কথা জানিয়েছেন। তারা জানান, ফেসবুক সাইট খোলা, লগ-ইন করা, স্ট্যাটাস-পোস্ট দেয়া, মেসেঞ্জার কোনো কিছু পাঠাতে সমস্যা দেখা যাচ্ছে। তবে বিশ্বের ওয়েবসাইট ডাউন মনিটরিং সাইট 'ডাউন ডিটেক্টরে' বিশ্বের কোথাও ফেসবুক ব্যবহারে বিভ্রাট বা বিপত্তির তথ্য নেই। একইভাবে এ বিষয়ে কোনো তথ্য নেই বলে জানায় নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। গ্রাহকরা জানিয়েছেন, শুক্রবার ও শনিবার টানা দুইদিন ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ঠিকমতো দেখা যায়নি। তবে এ সমস্যা রাজধানীতে সবচেয়ে বেশি হয় বলে জানান তারা।

রাজধানীর আশপাশের কয়েক জেলার গ্রাহকও একই অভিযোগ করেন। এ বিষয়ে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডাররা বলছেন, বিষয়টি তাদের হাতে নেই। সরকারের হাতে ফেসবুক ডাউন করার প্রযুক্তি আছে। দেশের মুঠোফোন গ্রাহকেরা তিন ধরনের ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন, ফোর-জি, থ্রি-জি ও টু-জি। ফোর-জি এবং থ্রি-জি মূলত দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ইন্টারনেটভিত্তিক বিভিন্ন যোগাযোগ অ্যাপ ও ভিডিও দেখার জন্য ফোর-জি ও থ্রি-জি ইন্টারনেট সেবার প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশে আবার করোনা

(প্রথম পাতার পর)

গত বছরের ২রা জুলাই এর চেয়ে বেশি রোগী শনাক্তের খবর দিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। সেদিন মোট ৪ হাজার ১৯ জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছিল। মহামারি শুরুর পর থেকে সেটাই এক দিনের সর্বোচ্চ শনাক্ত। গত ২৪ ঘণ্টায় পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার বেড়ে ১৭ দশমিক ৬৫ শতাংশে পৌঁছেছে। যা ৩১শে আগস্টের পর সবচেয়ে বেশি। নতুন শনাক্ত ৩ হাজার ৯০৮ জনকে নিয়ে দেশে এ পর্যন্ত মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৫ লাখ ৯৫ হাজার ৭১৪ জনে। এর মধ্যে ঢাকা মহানগরে রয়েছেন ৩ লাখ ৫৪ হাজার ৯৪১ জন। অর্থাৎ দেশে মোট শনাক্তের প্রায় ৯০ ভাগ রোগী রাজধানীতে। এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৯০৪ জনে। রোগী বাড়ায় হাসপাতালগুলোতে ঠাঁই-ঠাঁই অবস্থা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গতকালের তথ্যমতে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরো ২ হাজার ১৯ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এ পর্যন্ত সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে ৫ লাখ ৩৫ হাজার ৯৪১ জন হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে মোট ২২৪৪টি ল্যাবে ২২ হাজার ১৩৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে ৪৫ লাখ ৮৮ হাজার ৮৩০টি নমুনা। ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ১৭ দশমিক ৬৫ শতাং। এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের হার ১২ দশমিক ৯৮ শতাংশ। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৮৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৪৯ শতাংশ। সরকারি ব্যবস্থাপনায় এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৪ লাখ ৮৩ হাজার ৮৩৬টি। আর বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হয়েছে ১১ লাখ ৪ হাজার ৯৯৪টি।

গত একদিনে যারা মারা গেছেন, তাদের মধ্যে ২১ জন পুরুষ এবং নারী ১৪ জন। তাদের প্রত্যেকেই হাসপাতালে মারা গেছেন। তাদের মধ্যে ২১ জনের বয়স ছিল ৬০ বছরের বেশি, ৫ জনের বয়স ৫১ থেকে ৬০ বছরে মধ্যে, ৬ জনের বয়স ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে এবং ৩ জনের বয়স ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ছিল। মৃতদের মধ্যে ২৫ জন ঢাকা বিভাগের, ২ জন চট্টগ্রাম বিভাগের, ২ জন রাজশাহী বিভাগের, ১ জন খুলনা বিভাগের এবং ৫ জন বরিশাল বিভাগের।

ঠাঁই নেই হাসপাতালে

হাসপাতাল থেকে হাসপাতাল ঘুরছেন করোনা রোগী। কোথাও ঠাঁই হচ্ছে না। সরকারি হাসপাতালে সাধারণ শয্যা খালি নেই। কোথাও ভর্তি হতে পারছেন না। সাধারণ শয্যা, কেবিন, আইসিইউ, এইচ-ডিইউ সর্বত্রই রোগী। অনেক হাসপাতালে নির্ধারিত শয্যার চেয়ে অতিরিক্ত রোগী ভর্তি। রোগী ভর্তি নিতে না পারায় হাসপাতাল সংশিষ্টরা রোগীদের অন্য হাসপাতালে পাঠাচ্ছেন। অন্য হাসপাতালে গিয়ে রোগীরা শয্যা পাচ্ছেন না। জটিল রোগীদের ভোগান্তির শেষ নেই। আইসিইউ সাপোর্ট পাচ্ছেন না। সব হাসপাতালের আইসিইউ শয্যা পূর্ণ। জটিল অনেক রোগী আছেন যারা অক্সিজেন সাপোর্ট নিয়েই বাঁচা-মরার লড়াই করছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অপারগতা দেখাচ্ছেন। যেখানে সাধারণ শয্যা দিতে পারছেন না সেখানে আই-সিইউ সেবা চিন্তাই করা যাচ্ছে না।

গত শনিবার রাতে ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের ৬৫ বছর বয়সী রোগী হারেস আলী ঢাকার ৯টি হাসপাতাল ঘুরে কোথাও ভর্তি হতে পারেননি। গুরুতর হারেস আলীকে কোনো হাসপাতালেই একটি শয্যা দেয়া হয়নি। রাত ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত স্বজনরা তাকে নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে শুরু করে, স্কয়ার হাস-পাতাল, ইস্পালস হাসপাতাল, জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাস-পাতাল, ইবনে সিনা হাসপাতাল, বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল ও সংক্রামক ব্যাধি হাস-পাতালে ঘুরেছেন। শুধু হারেস আলী নয়, গত দুদিন ধরে ঢাকার করোনা ডেডিকেটেড সরকারি সবক'টি হাসপাতালের অবস্থা একই। কোথাও মিলছে না খালি শয্যা। যে কয়টি হাসপাতালে শয্যা খালি আছে জটিল রোগী হলেও ভর্তি নিচ্ছেন না হাসপাতাল সংশ্লিষ্টরা। কারণ জটিল রোগীদের আইসিইউ সাপোর্ট দিতে হয়। কিন্তু আই-সিইউ'র কোনো শয্যা কোথাও ফাঁকা নেই।

এদিকে করোনা ডেডিকেটেড বেশিরভাগ হাসপাতাল রোগীতে পূর্ণ। আবার অনেক হাসপাতালে শয্যা প্রায় শূন্যের কোঠায়। কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন হাসপাতালে শয্যা খালি আছে বলা হচ্ছে। এমনকি খালি শয্যার চেয়ে অতিরিক্ত শয্যা দেখানো হচ্ছে। বাস্তবে অধিদপ্তরের তথ্যের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে এর সত্যতা পাওয়া যায়নি। গণমাধ্যমে পাঠানো গতকালের বিজ্ঞপ্তিতে সরকারি এই সংস্থাটি জানিয়েছে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৮৮৩টি শয্যায় রোগী ভর্তি আছে ৬৩৬ জন। শয্যা খালি আছে ২৪৭টি। কিন্তু এই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল দুপুর পর্যন্ত হাসপাতালটিতে মাত্র ৪৬টি শয্যা খালি ছিল। বিজ্ঞপ্তিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাস-পাতালে ২৩৪টি শয্যায় ১৪৪ জন রোগী ভর্তি এবং ৯০টি শয্যা খালি থাকার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও বলেছে-শয্যা খালি নেই। যে কয়জন রোগী ছাড়পত্র নিয়ে যাচ্ছে সেসব শয্যায় নতুন রোগী ভর্তি নেয়া হচ্ছে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেখানো হয়েছে ১০০টি শয্যায় ৭৩ জন রোগী ভর্তি। খালি শয্যার সংখ্যা ২৭টি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে, গত শনিবার পর্যন্ত বাড়তি ৫০টিসহ তাদের শয্যা সংখ্যা ১৫০টি। এসব শয্যায় শতাধিক রোগী ভর্তি আছে।

সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. মো. খলিলুর রহমান বলেন, আমাদের সাধারণ শয্যা আগে ছিল ১০০টি। এসব শয্যা এখন রোগীতে পূর্ণ। রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় শনিবার আরো ৫০টি শয্যা বাড়িয়েছি। ২-৩ দিনের ভেতরে আরো ৫০টি শয্যা বাড়ানোর কাজ চলছে। সবমিলিয়ে ২০০ শয্যার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি ১০টি আইসিইউ শয্যা চালু করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এভাবে রোগী যদি বাড়তে থাকে তবে আরো সাধারণ শয্যা বাড়ানো হবে। আর সরকার চাইলে পুরো হাসপাতালে করোনা চি-কিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের অতিরিক্ত পরিচালক ডা. মো. নাজমুল করিম বলেন, সাধারণ ও করোনা দুই ধরনের রোগীর চাপ আছে। ফেব্রুয়ারিতে অনেক শয্যা খালি থাকতো। কিন্তু এখন আর খালি নেই। করোনা রোগীদের জন্য নির্ধারিত কেবিন, আইসিইউ ও সাধারণ শয্যা কোথাও খালি নেই। প্রতিদিন ২-৩টি শয্যা খালি হচ্ছে আবার ওইসব শয্যাতে নতুন রোগী ভর্তি নেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, সামনে হয়তো আরো শয্যা বাড়াতে হবে। ননকোভিড রোগীদের জন্য এখন বেশকিছু কেবিন বরাদ্দ রাখা হয়েছে। রোগী বাড়লে সেটিও করোনা রোগীদের জন্য ছেড়ে দেয়া হবে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাজমুল হক বলেন, কেবিন, আইসিইউতে কোনো শয্যা খালি নেই। ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ডে ৪৬টা সাধারণ শয্যা আছে সেগুলো আজকে রাতের ভেতরে পূর্ণ হয়ে যাবে। সরকারি অনেক করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে রোগী রাখছে না। ওই রোগীগুলো ঢামেকে আসছে। আমরা আমাদের সাধ্যমতো সব ধরনের রোগী রাখার চেষ্টা করছি।

মুগদা জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পহেলা মার্চ তাদের হাসপাতালে ৮ জন রোগী ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু গতকাল ১ দিনেই ৬১ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। হাসপাতালের ৩১০টি সাধারণ শয্যায় বর্তমানে ২৭৪ জন রোগী ভর্তি আছেন। খালি আছে ৫৫টি শয্যা। আর ১ দিনের মধ্যে সেগুলোও পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শয্যা খালি না হলে আর নতুন রোগী ভর্তি নেয়া যাবে না। হাসপাতালের কেবিন ও আইসিইউ'র শয্যাও ফাঁকা নেই। কুর্মিটোলা জেনারেল হাস-পাতালের ২৭৫টি সাধারণ শয্যায় ৪২৫ জন রোগী ভর্তি আছেন। শয্যার চেয়ে ১৫০ অতিরিক্ত রোগী ভর্তি।

হরতালে টানটান উত্তেজনা, সংঘর্ষ, গুলি

(প্রথম পাতার পর)

রোববার হেফাজতে ইসলামের ডাকা হরতালে রণক্ষেত্র ছিল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সাইনবোর্ড, শানারপাড়, কাঁচপুর এলাকা। দিনভর থেমে থেমে চলেছে সংঘর্ষ।

ভাঙচুর করা হয়েছে বিভিন্ন যানবাহন। ওই সড়কে উল্লেখযোগ্য কোনো যানবাহন চলাচল করতে দেয়নি হরতাল সমর্থকরা। সংঘর্ষে আহত হয়েছেন অর্ধশত। এরমধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন অন্তত পাঁচজন। তাদের মধ্যে তিনজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রাণহানির ঘটনার প্রতিবাদে হেফাজতের ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতালে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছিল টানটান উত্তেজনা। বিভিন্ন জায়গায় হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলির ঘটনা ঘটে। রাজধানীর পল্টনে কয়েক দফা সমাবেশ করে হেফাজত। এ ছাড়া আরো কয়েকটি স্থানে তারা বিক্ষোভ করে। তবে রাজধানীতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। যানবাহন চলাচল ছিল তুলনামূলক কম। হরতালের বিরুদ্ধে রাজধানীতে দিনভর মিছিল সমাবেশ করেছেন আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

সরজমিন দেখা গেছে, হরতালের সমর্থনে সকাল থেকেই মিছিল নিয়ে সিদ্ধিরগঞ্জের মৌচাক, ডেমরা, কাঁচপুর, সাইনবোর্ড এলাকায় অবস্থান নেয় বিভিন্ন বয়সের মানুষ। তারা শিমরাইল ইউটার্ন এলাকায় লাঠিসোটা নিয়ে অবস্থান নেয়। সকালে হেফাজতের নেতাকর্মীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন। তারা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহসড়কের সাইনবোর্ডসহ কয়েক স্থানে গাছের গুঁড়ি, বিদ্যুতের ঢালাই পোল (খুঁটি) ফেলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। টায়ার, কাঠ-বাঁশে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে তারা।

এ সময় হরতালের সমর্থনে ও সরকার এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেন। এ সময় বাস,ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, মাইক্রোবাসসহ বিভিন্ন প্রকার যানবাহন ভাঙচুর করে হরতাল সমর্থকরা। আতঙ্কে ওই এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শুরুতে হরতাল সমর্থকদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিতে আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকরা হামলা চালালে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে পিছু হটে আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকরা। একপর্যায়ে সকাল সাড়ে ১০টায় হরতাল সমর্থকদের ওপর রাবার বুলেট ছুড়ে বিজিবি ও পুলিশ। এ সময় বিজিবি ও পুলিশ সদস্যদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়ে হরতাল সমর্থকরা। সেইসঙ্গে একটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সংঘর্ষে তিনজন হরতাল সমর্থক গুলিবিদ্ধ হন। এরমধ্যে ৩৫ বছর বয়সী মোহাম্মদ শাকিল নামে এক কাঠমিস্ত্রি ও ষাট বছর বয়সী শফিকুল ইসলাম এবং বারিক নামে একজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। তারা পথচারী বলে জানা গেছে।

সংঘর্ষের শিকার হয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ধাওয়ার শিকার হয়ে হেফাজত কর্মীরা বিভিন্ন গলিতে আশ্রয় নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শানারপাড় এলাকায় ফের অবস্থান নেয় তারা। অন্যদিকে কয়েকশ' মিটার দূরে সাইনবোর্ড এলাকায় অবস্থান নেয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা। এ সময় ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা লাঠিসোটা নিয়ে হরতালবিরোধী মিছিল করে। মিছিলের আলোকচিত্র ধারণকালে মানবজমিনের প্রধান আলোকচিত্রী শাহীন কাওসারসহ আরো কয়েকজন ফটো সা-ংবাদিকের ক্যামেরা ভাঙচুর করে তারা।

এ সময় থেমে থেমে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী ও হরতাল সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিলো। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মধ্যে জিটিভি'র ক্যামেরা পার্সনের ওপর হামলা চালায় হরতাল সমর্থনকারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে বেলা পৌনে ২টায় পুলিশ ও বিজিবি'র যৌথ অভিযানে সাইনবোর্ডের মূল সড়ক থেকে পিছু হটে হেফাজত কর্মীরা। এ সময় রাবার বুলেট, টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণ করা হয়। একইসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা লাঠিসোটা নিয়ে হেফাজত কর্মীদের ধাওয়া করে। এই অভিযানে বিজিবি ও পুলিশের ৫-৭টি সাঁজোয়া যানও অংশ নেয়। সংঘর্ষে হরতাল সমর্থক কয়েকজন আহত হন। দুটি এম্বুলেন্সযোগে তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এর কিছুক্ষণ পর স্লোগান দিতে দিতে আবারো মূল সড়কে অবস্থান নেয় হরতাল সমর্থনকারীরা। এ সময় পুলিশকে সংঘর্ষে জড়াতে চিৎকার করে আহ্বান জানায় হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা। ওই সময়ে নিউজ টোয়েন্টিফোর'র একটি গাড়ি ভাঙচুর করে তারা। রোববার সন্ধ্যা পর্যন্ত দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ওই এলাকায়। এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার জায়েদুল আলম সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে মানবজমিনকে বলেন, কাঁচপুর সাইনবোর্ড এলাকায় সকাল থেকে হরতাল সমর্থনকারীরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। আমরা বারবার তাদের সরিয়ে দিয়েছি। তারা দিনভর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। সন্ধ্যার পর তারা চলে গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সন্ধ্যায় হরতাল শেষ হয়ে গেলেও সেখানে বেশ কয়েকটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

পল্টনে সমাবেশ, বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ: ঢাকাসহ কয়েকটি জেলায় পুলিশের গুলিতে হেফাজতের নেতাকর্মী নিহতের প্রতিবাদে দলটির ডাকা হরতালের সমর্থনে পল্টন মোড়, মোহাম্মদপুর, কুড়িল বিশ্বরোড ও বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা।

রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে হেফাজতের নেতাকর্মীরা জড়ো হতে থাকেন। এ সময় তাদের হরতালের সমর্থনে বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়। তারা সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি পল্টন মোড়ে আসলে পুলিশ বাধা প্রদান করে। এ সময় বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এবং এর আশপাশে আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের দেখে তারা ধাওয়া দেয়। তখন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাও তাদের পাল্টা ধাওয়া দেয়। উভয়পক্ষই ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে ওই এলাকার পরিবেশ থমথমে হয়ে ওঠে। আশপাশে থাকা লোকজন আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে থাকেন। তবে সেখানে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। পরে পুলিশ দুই পক্ষকে হটিয়ে মাঝে অবস্থান নেয়। হরতালে ওই এলাকায় যানবাহনের সংখ্যা চলাচল কম দেখা গেছে। পুলিশ পল্টন মোড়, দৈনিক বাংলা, ও নাইটিংগেল মোড়ে ব্যারিকেড দেয়। পরে হেফাজতের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক বলেন, আজ হেফাজতের হরতাল কর্মসূচি ছিল, আওয়ামী লীগের কোনো কর্মসূচি ছিল না। তবুও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে মাঠে দেখা গেছে আওয়ামী পান্ডাদের। আমার শান্তিপ্রিয় ভাইদের ওপর পুলিশ-বিজিবি নির্বিচারে গুলি ছুড়েছে। এভাবে গুলি করে হেফাজতকে দমানো যাবে না, বরং সরকার তার গদি টেকাতে পারবে না।

মামুনুল হক আরো বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করছি। রক্ত ঝরিয়ে রাজপথ থেকে হেফাজত কর্মীদের সরানো যাবে না। আবার যদি আমার কোনো ভাইয়ের রক্ত ঝরে, হত্যা করা হয়, আর একটি গুলিও যদি ছোড়া হয়, তাহলে গোটা দেশকে অচল করে দেয়া হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

তিনি আরো বলেন, তারা ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবিলা করছেন। এটাকে দুর্বলতা ভাবলে ভুল করবে সরকার। বন্দুকের নল ও সন্ত্রাস দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না। তিনি নেতাকর্মীদের বিশৃঙ্খলা না করা এবং বহিরাগতদের ফাঁদে পা না দিয়ে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানান।

এদিকে, দুপুর পৌনে ২টার দিকে হেফাজতে ইসলামের হরতালে সমর্থন দেয়া চরমোনাই পীরের দল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতাকর্মীরা বায়তুল মোকাররমে একটি সমাবেশ করেন। সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য মুফতি সৈয়দ ফয়জুল করীম বলেন, কেউ কেউ মনে করছেন দেশটা নিজের পৈতৃক সম্পত্তি। এটা ভাবলে ভুল হবে। এ দেশ সবার। ভারতের কসাই মোদি দেশে আসার কারণে আমার দেশের মুসলমানের রক্ত ঝরলো। এ রক্তের হিসাব সরকারকে দিতে হবে। যদি তারা হিসাব দিতে না পারেন তাহলে আমরা রাস্তা ছাড়বো না। দুর্বার গণআন্দোলন করে এ ভারতের পদলেহি সরকারকে বিদায় করা হবে।

সমাবেশের পরে ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীরা একটি মিছিল বের করেন। মিছিলটি পল্টন মোড়ে গেলে তা পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয়। সেখানে নেতাকর্মীরা বিকল্প পরিবহনের একটি বাসের গাস ভাঙচুর করে। পুলিশের হস্তক্ষেপে সেখানকার পরিস্থিতি শান্ত হয়।

এদিকে, সকাল ১১টার দিকে মোহাম্মদপুরের জামিয়া রাহমা-নিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। এ সময় সেখানে আগে থেকে থাকা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা লাঠিসোটা নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ছাড়াও হেফাজতের নেতাকর্মীরা রোববার সকাল ১১টার দিকে বসিলা ব্রিজের কাছে সড়ক অবরোধ করে। এতে সেখানে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে তারা সেখান থেকে চলে যায়। পরে পুলিশ সেখানে যান চলাচল উন্মুক্ত করে দেয়। এছাড়াও দুপুর ১২টার দিকে কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় হেফাজতের নেতাকর্মীরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এতে উত্তরার আশপাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে, রোববার দুপুরে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ডি বকে অবস্থিত ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার থেকে ২০০-৩০০ হেফ-াজতকর্মী বের হয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিলটি বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় প্রদক্ষিণ শেষে প্রধান গেট দিয়ে বের হয়ে প্রগতি সরণিতে যায়। এ সময় পুলিশ রাস্তা অবরোধ করতে বাধা দেয়। এ নিয়ে পুলিশ ও হেফাজতকর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়।প্রায় এক ঘণ্টা পর পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে হেফাজতকর্মীদের সরিয়ে দেয়। ভাটারা থানার ওসি মোক্তারুজ্জামান বলেন, তারা রাস্তা অবরোধ করেছ

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকার ১৬৪ স্টীট এবং ৮৪ এভনিউতে হিলের উপর ২ বেড রুমের বেসমেন্ট (সম্পূর্ণ নতুন) পহেলা এপ্রিল/পহেলা মে থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৫৯-৩৭২৮ (বিকেল ৩টার পর)
মা-২৯/এ-০৫

আবশ্যক

ডেলওয়ারের উইলমিংটনে একটি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে তন্দুরী শেফ আবশ্যক। অভিজ্ঞতা না থাকলেও চলবে। থাকা খাওয়া ফ্রি। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩০২-৩০০-৯৮১৬ (মিঃ খসরু)।
মা-২৯/এ-০৫

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ায় দুই বেডরুমের এপার্টমেন্টের একটি আলাদা রুম স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
মা-২৯/এ-০৫

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কের সাবওয়ে এ, সি ট্রেন এবং বি-১৩, কিউ-৮ বাস স্টপেজের কাছে দ্বিতীয় তলায় ৪ বেডরুম এবং এক বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট বাসা এপ্রিল/মে মাস থেকে ভাড়া হবে। ঠিকানা: ৬৩৫ ক্রিসেন্ট স্ট্রীট, ব্রুকলীন। যোগাযোগ: মনির। ফোন: ৯১৭-৯৩৯-৭৩১০
মা-২৯/এ-০৫

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীনে লিন্ডেন এবং হেগম্যান এর উপর তিন বেডরুম এর সেমিবেসমেন্ট বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যাতায়াতঃ ৩ ট্রেন পাঁচ মিনিট, ৮৩ বাস বাড়ির সামনে এবং এ এবং সি ট্রেন ট্রান্সফার নিতে পারবে।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৫৮-১২৮৬।
মা/২২/২৯

বাড়ী ভাড়া

কলেজ পয়েন্ট এলাকায় ২ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, ফুল বাথরুম। ফুললি রেনোভেটেড, সুন্তর পরিবেশ। যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-৪১৪৩
মা-২২/২৯

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ৮৭-৩৩ ১৮৮ স্ট্রীট-এ ২ বেডরুমের এপার্টমেন্ট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪
মা-২২/২৯

এপার্টমেন্টে ভাড়া

এস্টোরিয়ার ক্রিসেন্ট স্ট্রীট এবং ৩৮ এভিনিউর একটি এপার্টমেন্টে একটি রুম ভাড়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৪০-৬১১৩
মা-২২/২৯

আবশ্যক

একটি পোলট্রি ফার্মে পার্ট টাইম কাজের জন্য পুরুষ অথবা মহিলা কর্মী আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৮২০-২৪৩৪
মা-২২/২৯

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ৯৪-৩০ ১৯৯ নিউইয়র্ক-১১৪২৩ এ সুন্দর পরিবেশে হিলসাইড এভিনিউর কাছে একটি সুন্দর সেমি বেসমেন্ট (টু বেডরুম, বাথরুম কিচেন) পহেলা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ:

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের থ্রসনেক এলাকায় (১০৩৭ কুইন্সি এভিনিউ) ১ বেড রুমের একটি ওয়াকিং বেসমেন্ট ভাড়া হবে। বিএক্স-৪০ এবং বিএক্স ৪২ বাস স্টান্ড সংলগ্ন। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৮৭-৯৬১৬
মা-১৫/২২

বাসা ভাড়া

কুইন্স-এর ইস্ট এলমহার্স্ট সংলগ্ন ২৬-৩৬ ৯২ স্ট্রীট ঠিকানায় দুই বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে কিউ-৪৯, কিউ-৭২, কিউ-১৯ বাসের যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৮৯৭-৯৮৩৪
মা-১৫/২২

রুম ভাড়া

ব্রুকলীনের সি ট্রেন সাবওয়ে এবং শেফাড় এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীটে সুন্দর, ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবি পুরুষদেও জন্য বেড-বি-ছানা সহ পৃথক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমে চেয়ার-টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-২৩০-০২৩০ অথবা ৭১৮-৩৪৮-৮৪২২.
মা-১৫/২২/২৯

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার সংলগ্ন বাসা ভাড়া

এপ্রিল মাস থেকে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার ও কাওরান বাজার সুপার মার্কেট সংলগ্ন স্ট্রিটে বাসা ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন কাজ করা ৩ বেড রুম এবং ২ ফুল বাথ রুম। পৃথক লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন রয়েছে। যোগাযোগ: ৯০৮-২৭৪-১০০৬ অথবা ৯২৯-৪০৫-১৭৮৬
মা-১৫/২২/২৯

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে ড্র স্ট্রীট, গ্লেনমোর এভিনিউ এবং পিটকিন এভিনিউর মাঝখানে তিন রুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে মসজিদ ও স্কুল। কাছেই এ ট্রেনের গ্র্যান্ড এভিনিউ সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৩৫-৫৭৯১ অথবা ৩৪৭-৪৫৯-৮৩২৫
মা-০৮/১৫

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫০। বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি ট্রানজিট-এর ষ্টেশন এজেন্ট পদে কর্মরত সু-প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত সুন্দরী, ধার্মিক বিধবা বা ডিভোর্সী অথবা বন্ধ্যা বা সন্তানহীনা পাত্রী আবশ্যক। বয়স অনুর্ধ্ব ৪০ বছর। যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪
মা-০৮/১৫

LOOKING

Looking for bride (preferably USA or Canada) Groom Lives in Bangladesh. Name: Iftekhar. Unmarride, Age: 37, Heightt: 5ft 8 inch, Occupation: Business (Pepsi distributor). Contact: 347-642-2865
মা-০৮/১৫

LOOKING

Looking for groom Bride live in Bangladesh Short divorced, Age: 30, Occupation: IT department & completing MBA. Contact: 1 (347)-642-2865
মা-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৬০-১৯ ৮৪ ড্রাইভ-এ গর্জিয়াস দুটি বড় বেডরুম, ওয়াকিং ক্লোজেড, ম্যাসিভ লিভিংরুম, ফুল কিচেন ও ডাইনিং স্পেস, ফুল বাথরুম এবং ব্যাক এন্ট্রেন্স এর বাসা ভাড়া হবে। আলোচনা সাপেক্ষে গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা। ই/এফ ট্রেনের পার্সন্স বুলেভের্ড সাবওয়ে ১০ মিটি হাঁটা পায়ের দূরত্ব এবং ৪ মিনিটের দূরত্বে কিউ৬৫, কিউ২৫ ও কিউ৩৪ বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ১+৯১৭-৮২১-১০১৮ অথবা ১+৯১৭-৭৭০-২৯৬৭
মা-০১/০৮

ডুপ্লেক্স বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসের ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুম, লিভিং ও কিচেন এর ডুপ্লেক্স বাসা (বেসমন্টে) ১ মার্চ থেকে ভাড়া হবে। দুটি কার পার্কিং-এর জায়গা, ব্যাকইয়ার্ড এবং একাধিক ক্লোজেট রয়েছে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
মা-০১/০৮

বাসা ভাড়া

উডসাইডের ৬৫ স্ট্রীটে এক বেডরুমের সেকেন্ড প্লোর বাসা ভাড়া হবে ১ মার্চ থেকে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫২-৯৫০০ অথবা ৭১৮-৪৭৮-৭০০০
ফে-১৫/২২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ৮৭ ড্রাইভ ও ১৩৯ স্ট্রীটে রেনোভেটেড ১ বেডরুম, বিগ লিভিংরুম ও ডাইনিং-এর সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। এফ ট্রেন সাবওয়ে ৩ মিনিটের দূরত্ব। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫২৫-৭৩১৫
ফে-১৫/২২

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না, আমরাই জীবনকে জটিল বানাই। আপনার বর্তমান জীবন যাত্রা যাই হোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যোগাযোগ: ৭১৮-৫২৪-৯৭৭৭
e-mail: everlybrown@yahoo.com
ফে-১৫/২

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে এ এবং জে ট্রেন সাবওয়ের সন্নিকটে ৯১ এভিনিউ ও ৭৬ স্ট্রীটের কর্ণারে মনোরম পরিবেশে তিন বেডরুমের একটি বাসা ১ মার্চ থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২২৩-৩২২৩ অথবা ৬৪৬-২৬৬-২৬০৯
জা-২৫/ফে-০১

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ণ রেনুভেটেড ২ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, ডাইনিং এবং এক বাথরুম-এর বাসা ভাড়া হবে। কুইন্স বাউন্ড এ ট্রেন গ্র্যান্ড এভিনিউ এবং ৭ ও ৮ বিকিউ বাস স্টপেজ, পিএস ২১৪ আর গ্রোসারী স্টোর কাছাকাছি। ভাড়া ১৮০০ ডলার (গ্যাসবিল সহ)। যোগাযোগ: মজুমদার। ফোন: ৬৪৬-৪৩১-৬০৭১ জা-২৫/ফে-০১

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের ৩৯-২৫ ২৪স্ট্রীট এলআইসি-তে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৩০-৭২৩৯
জা-১৮/২৫

রেষ্টুরেন্ট সেল

জ্যামাইকার ১৬৮-১৮ জ্যামাইকা এভিনিউর খুব ব্যস্ত এলাকায় ফুললি ইকুইপড টার্ন কি ওপারেশন রেষ্টুরেন্ট বিক্রি করা হবে। যোগাযোগ: ৫১৬-৫২৬-৪৩৩৬
জা-১৮/২৫

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউতে ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টর একটি রুম সিঙ্গেল ফ্যামিলি অথবা ওয়ান ফিমেলের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
জা-১৮-২৫

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউইয়র্কের ১১২ স্ট্রীট ও ৯৫ এভিনিউ, রিচমন্ড হীলে নতুন কাজ করা ২ বেডরুম, ১ বাথরুম-এর বেসমেন্ট ভাড়া হবে। সাবওয়ে এ, জে ট্রেন এবং কিউ৮ কিউ২৪ ও কিউ৩৭ বাস, মসজিদ কাছে। যোগাযোগ: ১ (৭১৮)-২৯৬-০৩০৬
জা-১১/১৮/২৫

রুম ভাড়া

সুন্দর, ভালো পরিবেশে কর্মজীবি স্বামী/স্ত্রী বা একা প্রয়োজনে ফার্নিচারসহ বড় স্টুডিও রুম (রুমের এক পাশে কিচেন, বাথরুম, ফ্রীজ ও ইন্টারনেট সুবিধাসহ) ভাড়া দেয়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন। যোগাযোগ করুন বা মেসেজ রাখুন। ফোন: ৬৩১-২৩০-০২৩০ অথবা ৭১৮-৩৪৮-৮৪২২
জা-১১/১৮

বাসা ভাড়া

১৯৬ স্ট্রীট ও ৮৯ এভিনিউর জ্যামাইকা হলিসে হিলসাইড এভিনিউর পাশে বেসমেন্টে এক বেডরুমের সঙ্গে লিভিং, কিচেনসহ একটি বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯

বাসা ভাড়া

আগামী ১ মার্চ থেকে জ্যামাইকার ১৭২ স্ট্রীট এবং ৯৩ এভিনিউর উপরে তিন বেড, দুই ফুল বাথ, ব্যাকইয়ার্ডে যাতায়াতের সুবিধা সহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮২২-৯০৫২
ফে-২২/মা-০১

বাসা ভাড়া

জ্যাইকার ১৫৩-১১ ১০৭ এভিনিউতে (ই ট্রেন সাবওয়ের কাছে) বিশাল ফাস্ট ফ্লোর, ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন/ডাইনিং, লিভিং রুম-এর বাসা অতিসত্ত্বর ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯৫০ ডলার। যোগাযোগ: সুলতান আহমেদ। ফোন: ৭১৮-৬৮৫-৪৮৬১ অথবা নাহিদা বেগম, **ফোন: ৩৪১-৬২৪-৮৮০০**
জা-০৪/১১

HELP ANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রী-ধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।
ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন
ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: 201-839-7579
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭



জাপার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

নিউইয়র্কঃ বাংলাদেশের মহান স্বধীনতার ৫০ বৎসর সুবর্ণ জয়ন্তী জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা যথাযথ সম্মানের ও উল্লাসে উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে গত ২৭ মার্চ শনিবার বিকাল ৫ঘটিকায় জ্যাকসন হাইটস এর পালকী পার্টি সেন্টারে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি হাজী আবদুর রহমান এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাপার সিনিয়র উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, জাপার উপদেষ্টা ও কেন্দ্রিয় সদস্য মাহাবুর রহমান চৌধুরী, জাপার সিনিয়ার সহ সভাপতি জসিম উদ্দিন চৌধুরী, জাপার সহ সভাপতি ও কেন্দ্রিয় সদস্য এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, জাপার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লুৎফুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল করিম, কেন্দ্রিয় সদস্য আব্দুর নুর, জাপার সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াহিদ ফেরদৌস, জাপার মহিলা সম্পাদক জেসমিন আকতার চৌধরী, জাপার যুগ্ম সম্পাদক শাফিউল আলম, জাসদ সভাপতি সাহেদ চৌধুরী, সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মহসিন, জাতীয় যুব সংহতির সাধারণ সম্পাদক এ.কে.এম খাইরুল আলম, নিউইয়র্ক স্টেট কমিটির সভাপতি এডভোকেট মোঃ হানিফ, নিউইয়র্ক সিটির সভাপতি শুভংকর গাঙ্গলী।

সভার শুরুতে বাংলাদেশে মহান স্বাধীনতার লাল-সবুজ পতাকার প্রতি সালাম জানাইয়া দেশের জাতীয় সঙ্গীত সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন এবং ১৯৭১ সালে যার শহীদ হন, তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ৫০ বৎসর আগে, আমাদের মনের মাঝে স্বপ্ন মনে হয় এবং পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর সেই হত্যার দৃশ্য আজও আমাদের মনে পরে। আরেক রক্তের বিনিময় আজ আমাদের এই ৫০ বৎসর সুবর্ণ জয়ন্ত পালন করছি। বড় দুঃখ লাগে এই ৫০ বৎসরে আমরা দেশে কি পেলাম। দেশ স্বাধীন হয়েছে সত্য কিন্তু বাংলার মানুষ ক্ষমতাসীন সরকারে বন্দি হয়ে আছে। কেউ তার মুখের ভাষা প্রকাশ করতে পারছেনা। জাতি আজ গণতন্ত্রের অধিকার, ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত, আসল মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই ভিক্ষা করে, রিক্সা চালিয়ে সংসার পরিচালনা করে। আজ পরিস্কার ভাষায় বলতে চাই মুক্তিযোদ্ধার যে নতুন তালিকা হচ্ছে এই স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তীতে যেন আসল মুক্তিযোদ্ধারা পূর্ণবাসিত হয়।

বক্তারা বলেন, প্রয়াত পল্লীবন্ধু এরশাদ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণবাসিত করেছিলেন এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট সন্তান উপাধি দিয়েছিলেন, বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য ও আসল স্বাধীনতার স্বাদ জাতীয় পার্টি দিতে পাড়ে। তাই আগামী দিনে জাতীয় পাটিকে বাংলার ১৬ কোটি মানুষ রাষ্ট্র ক্ষমতায় দেখতে চায়। পরিশেষে সংক্ষিপ্ত সঙ্গীত পরিবেশন করেন দলের শিল্পীবৃন্দ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ ও বিশ্বনবীর শিক্ষা

(শেষের পাতার পর)

দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধকেও অতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

মহানবীর (সা.) হৃদয়ে স্বদেশ প্রেম যেমন ছিল তেমনি তার পবিত্র সাহাবায়ে কেরামদের মাঝেও বিদ্যমান ছিল। মহানবী (সা.) জানতেন যে স্বাধীন ভূখন্ড ছাড়া সঠিকভাবে ইসলাম প্রচার সম্ভব নয়, এজন্যই তিনি মক্কাকে করেছিলেন স্বাধীন।

জন্মভূমির প্রতি মহানবীর (সা.) ভালোবাসার কোন কমতি ছিলনা। তিনি (সা.) মক্কা থেকে মদীনার পথে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তিনি বার বার ফিরে তাকাচ্ছেন মক্কার দিকে, চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। মক্কার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন 'হে মক্কা! তুমি আমার কাছে সমস্ত স্থান থেকে অধিক প্রিয়, আমি মক্কাকেই ভালোবাসি। আমার মন মানছে না। কিন্তু তোমার লোকেরা আমাকে এখানে থাকতে দিল না, সব কিছুর মালিক তুমি। মক্কার মানুষদের ঈমানের আলোয় উজ্জল কর। ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত কর' (মুসনাদ আহমদ ও তিরমিজি)।

একটু ভেবে দেখুন! স্বদেশের প্রতি কতই না গভীর প্রেম ছিল তার। যে দেশের লোকেরা তার ওপর এতো জুলুম অত্যাচার করেছে তার পরেও মাতৃভূমির প্রতি কত অগাদ ভালোবাসা। একেই না বলে স্বদেশপ্রেম।

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌম রক্ষায় হজরত রাসুল করিম (সা.) যখনই আহ্বান করেছেন তখনই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সর্বোতভাবে এ ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তারা জানতেন, নিজেদের বিশ্বাস, আদর্শ ও দ্বীন-ধর্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য একটি স্বাধীন ভূখন্ডের প্রয়োজন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তারা যেমন আন্তরিক ছিলেন, তেমনি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন দেশপ্রেম ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষায়।

মাতৃভূমির প্রতি রাসুল (সা.)-এর ভালোবাসার নমুনা দেখুন, হজরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি খায়বর অভিযানে খাদেম হিসেবে রাসুলের (সা.) সাথে গেলাম। অভিযান শেষে রাসুল (সা.) যখন ফিরে এলেন, উহুদ পাহাড় তার চোখে পড়লে নবীজীর চেহারাতে আনন্দের আভা ফুটে উঠত আর তখন মহানবী (সা.) বললেন, এই উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে, আমরাও একে ভালোবাসি' (বোখারি ও মুসলিম)।

একজন নাগরিকের দায়িত্ব হল, তার ভূখন্ড, মাতৃভূমি এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ভালোবাসা। এটাই আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম আদর্শ।

আমরা দেখি, যে মক্কা নগরী থেকে আল্লাহর নবী বিতা-ড়িত হলেন, ১০ বছর পর শত-সহস্র সাহাবায়ে কেরামের বিশাল বহর নিয়ে যখন পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি বিজয় মিছিল-শোভাযাত্রা কিছুই করেননি। গর্ব-অহংকার করেননি, বাদ্য-বাজনা বাজাননি।

নবীজীর অবস্থা কি ছিল? আল্লামা ইবনুল কাইয়িম জাওযী (রহ.) তার গ্রন্থ 'যাদুল মাআদে' উল্লেখ করেন, আল্লাহর নবী একটি উষ্ট্রীর উপর আরোহণাবস্থায় ছিলেন, তার চেহারা ছিল নিম্নগামী। (অর্থাৎ, আল্লাহর দরবারে বিনয়ের সাথে তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন) সর্বপ্রথম তিনি উম্মে হানীর ঘরে প্রবেশ করেন। সেখানে আট রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন। (এই নামাজকে বলা হয় বিজয়ের নামাজ।)

এরপর নবীজী (সা.) হারাম শরিফে এসে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন।

তিনি বলেন, হে মক্কার কাফের সম্প্রদায়! তের বছর ধরে আমার উপর, আমার পরিবারের ওপর, আমার সাহাবাদের উপর নির্যাতনের যে স্টিম রোলার চালিয়েছ, এর বিপরীতে আজকে তোমাদের কি মনে হয়, তোমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব?

তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা কঠিন অপরাধী। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, আপনি আমাদের উদার ভাই, উদার সন্তান, আমাদের সাথে উদারতা, মহানুভবতা প্রদর্শন করবেন। এটাই আমরা প্রত্যাশা করি।

আল্লাহর নবী (সা.) বললেন- হ্যাঁ, আমি আজ তোমাদের সকলের জন্য হযরত ইউসুফ (আ.) এর মত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলাম। যাও তোমাদের থেকে কোন প্রতিশোধ নেওয়া হবেনা। (সুনানে বাইহাকি)

এখানেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, অনবদ্যতা, অনন্যতা। শান্তিপূর্ণভাবে মক্কা বিজয় করে মহানবী (সা.) পুরো বিশ্বকে এই শিক্ষাই দিলেন যে, আমরা শান্তির পক্ষে, বোমাবাজি, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, খুনাখুনি, ত্রাস এবং লুণ্ঠনের বিপক্ষে।

আর মহানবী (সা.)-এর এই মহান আদর্শের ফলেই তো পশুতুল্য মানুষকে তিনি ফেরেশতায় রূপান্তর করেছিলেন। কতই না চমৎকার তার আদর্শ, বিশ্বস্ততা, একনিষ্ঠতা, সত্য, ন্যায় এবং ইসলামের শান্তির কথা বলে, কোটি কোটি হৃদয়কে আকর্ষিত করেছিলেন।

সবাইকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে এনে দিয়েছিলেন প্রকৃত স্বাধীনতা। সমাজে তার (সা.) লড়াই ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার লড়াই, আর এ লড়াই তিনি করেছিলেন ভালোবাসার মাধ্যমে। কোনো ধরণের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে নয়।

তিনি (সা.) শুধুমাত্র স্বাধীনতা বা একটি সুন্দর সমাজই প্রতিষ্ঠা করেননি বরং প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা কি? ইসলাম পালন করলে কি লাভ এবং ইসলাম পৃথিবীতে কেন এসেছে এ সব কিছুই তিনি (সা.) তার কর্ম দ্বারা শিখিয়ে গিয়েছেন।

ইসলাম প্রকৃতই যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তির নিশ্চয়তা দেয় তা-ও তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এই শান্তির ধর্মে কোন ধরণের বল প্রয়োগের শিক্ষা নেই। কাউকে হত্যার ব্যাপারে ইসলামের নবী বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মোকদ্দমার ফয়সালা করা হবে তা হবে রক্তপাত (হত্যা) সম্পর্কিত' (বোখারি)।

তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সবাই যেন স্বাধীনভাবে তার ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারে সেই বিষয়ে একে অপরকে সহযোগিতা করা।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম বুঝার তৌফিক দান করুন, আমিন।

লেখক: ইসলামি গবেষক ও কলামিস্ট

টাইম ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

আইআরএস অনুমোদিত e-file

• ট্যাক্স সার্ভিসেস
• নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং
• নূন্যতম ফি

Our Services

> Individual Tax / Business Tax
> Self-employed Tax Include Taxi Driver & Vendor
> Corporate Tax/partnership Tax
> Small Business/vendor License, Individual tax ID Application.

Immigration

> Asylum/Citizenship application
> Petition for Relative/Affidavit of support
> Green Card / Work Authorization Renew
> Re-Entry Permit / travel Documents

All Kinds of Immigration Services

Kaysar Rahman, Tax Practitioner
37-50 74th St, 1st FL, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-708-2456 Email: timetax2019@gmail.com

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

মুসলিম কাজী অফিস
Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

মুসলিম কাজী অফিস

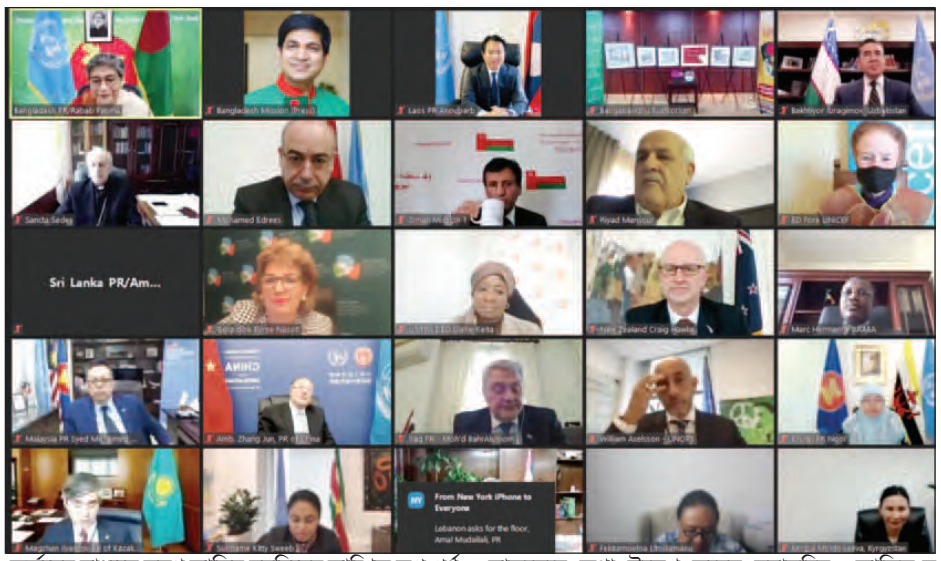


নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত
কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক
ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।
পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮
13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন

বাংলাদেশের অসমান্য অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়



নিউইয়র্ক: বিগত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে এবং উন্নয়নের বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে: শুক্রবার আন্তর্জাতিক আবহে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন আয়োজিত বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যে একথা বলেন জাতিসংঘের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য মিশনের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ। জাতিসংঘ সদরদপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ, সদস্য রাষ্ট্রসমূহের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূতবৃন্দ, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক বিদেশী কূটনীতিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান কোভিড-১৯ জনিত কারণে ভার্চুয়ালভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটির মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পর্ব ও র‍্যাফেল ড্র গোটা আয়োজনে একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

স্বাগত বক্তব্যে বাঙালী জাতির মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি বলেন, জাতির পিতার উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালী জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, তাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি বহু কাঙ্খিত স্বাধীনতা। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী ভাষণের কথা স্মরণ করে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, এই ভাষণই পরবর্তীতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির গতিপথ নির্ধারণ করেছিল। ভাষণটিতে জাতিসংঘকে মানুষের সকল ভবিষ্যত আশা-আকাঙ্খা, নির্ভরতা ও বিশ্বাসের কেন্দ্রস্থল হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব, অগ্রমূখী উন্নয়ন কৌশলের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ যুদ্ধবিধ্বস্থ, দারিদ্রপীড়িত, একটি দেশ থেকে বিশ্বের দ্রুত বর্ধমান অর্থনীতির একটি দেশে উন্নীত হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে সিডিপি বাংলাদেশকে চুড়ান্তভাবে এলডিসি ক্যাটেগরি থেকে উত্তরণের অনুমোদন দিয়েছে। স্বাধীনতার ৫০ বছরে এই অর্জনের মাধ্যমে সমগ্র জাতির বহুদিনের কাঙ্খিত স্বপ্ন পূর্ণ হলো"। প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি জ্ঞানভিত্তিক, উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ যে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করেছে তা প্রদত্ত ভিডিও বার্তায় উল্লেখ করেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেজ। বিশেষকরে সামাজিক উন্নয়ন, দূর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবিলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন মহাসচিব। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অমূল্য অবদানের কথা তুলে ধরেন গুতেরেজ। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক আশ্রয় প্রদান এবং ক্লাইমেট ভারণারেবল ফোরামের সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেন জাতিসংঘ মহাসচিব। তিনি বলেন, "আমরা জলবায়ু সঙ্কট মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সবসময়ই বাংলাদেশের পাশে আছি"।

বহুপাক্ষিকতাবাদ, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা, শান্তির সংস্কৃতি এজেন্ডা, এবং মানবিকতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অসামান্য অবদানের কথা প্রদত্ত বক্তব্যে তুলে ধরেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি ভলকান বজকির। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দানের জন্য তিনিও বাংলাদেশের উদারতার প্রশংসা করেন। এছাড়া এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্যের কথাও উল্লেখ করেন সাধারণ পরিষদ সভাপতি। এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের "সমগ্র-সমাজ দৃষ্টিভঙ্গি" এবং 'পূনবায় আগের চেয়েও ভালো অবস্থায় ফিরে যাওয়ার' লক্ষ্য নিয়ে কোভিড-১৯ পুনরুদ্ধার কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের পদক্ষেপের উচ্চকিত প্রশংসা করেন ভলকান বজকির।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে নিযুক্ত মরক্কো, আয়ারল্যান্ড, বারবাডোস, ব্রুনেই দারুস-সালাম, ওমান, সিয়েরা লিওন, জাপান, ভারত ও সৌদি আরবের স্থায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ। বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক এবং ইউএনডিপির প্রশাসক। বক্তাগণ বিগত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এর জনগণ এবং নেতৃত্বকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। নারীর ক্ষমতায়ন, শান্তিরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন, মানবিকতা প্রদর্শনসহ সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলোতে বাংলাদেশের নেতৃত্ব ও অবদানের প্রশংসা করেন বক্তাগণ।

এর আগে সকালে, জাতিসংঘ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। সকালের পর্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের পবিত্র আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজান করা হয়। এরপর দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এছাড়া স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেজের ভিডিও বার্তাও পরিবেশন করা হয় সকালের পর্বে। কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব। সকালের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিংকেনের শুভেচ্ছা বার্তা

ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উদযাপন





ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উদযাপন করেছে। দিবসের অনুষ্ঠানের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহিদুল ইসলাম প্রধান অতিথি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মুখ্য উপ-সহকারী সচিব আরভিন মাসিংগাকে সংগে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর রাষ্ট্রদূত এবং প্রধান অতিথি দূতাবাসে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ ভাস্কর্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত বাজানোর পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি ভিডিও বার্তা প্রদর্শিত হয়। এরপরে রাষ্ট্রদূত এবং প্রধান অতিথি বক্তব্য প্রদান করেন।

রাষ্ট্রদূত শহীদুল ইসলাম স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি মিয়ানমারের নিপীড়িত রোহিঙ্গা জনগণের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মানবিক সহায়তা জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রশংসা প্রকাশ করেন। তিনি সমগ্র ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য নিরাপত্তা হুমকিতে পরিণত হওয়ার আগে প্রলম্বিত রোহিঙ্গা সঙ্কটের একটি স্থায়ী সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে আহবান জানান।

মুখ্য উপ-সহকারী সচিব, আরভিন ম্যাসিঙ্গা বাংলাদেশ সরকার ও জনগণকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন যে যুক্তরাষ্ট্র ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদার হিসাবে বাংলাদেশকে দেখছে। তিনি আরও বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ একটি শীর্ষস্থানীয় কণ্ঠস্বর হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে বাংলাদেশের এই নেতৃত্ব একটি সফল জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠানে অবদান রাখবে।"

অপরাহ্নে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো: শাহরিয়ার আলম কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। এরপর দূতাবাস পরিবারের সদস্যদের পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ৫০তম জাতীয় দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি প্রেস বিবৃতি প্রদান করেছে। বিবৃতিতে আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন বলেন "একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য আমরা একসাথে কাজ করার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশ যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে তা অনস্বীকার্য।"

এর আগে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করেছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় বাইডেন বলেন যে দশ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় প্রদান করে বাংলাদেশ বিশ্বে মানবতা ও উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি আরও বলেন যে সংকটটির স্থায়ী সমাধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে থাকবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে 'গণহত্যা দিবস' পালন

একাত্তরের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে সর্বাত্তক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার

নিউইয়র্ক: জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত ইতিহাসের বর্বরোচিত, নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্টতম গণহত্যার স্মরণে 'জাতীয় গণহত্যা দিবস' পালন করা হয়। কোভিড-১৯ অতিমারিজনিত কারণে স্থানীয় স্বাস্থ্য-বিধি অনুযায়ী সীমিত পরিসরে মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে স্থানীয় সময় ২৫ মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যে ৬টায় গণহত্যা দিবসের এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতেই গণহত্যার শিকার শহীদদের বিদেহী আত্মার স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন এবং মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়। শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় অনুষ্ঠানটিতে। অতপর দিবসটি উপলক্ষে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ, প্রামাণ্য ভিডিও প্রদর্শন ও মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।



আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, "আমাদের গণহত্যা দিবসটিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে যথাযথভাবে পরিচিত করার লক্ষ্যে আমরা প্রাথামিক কার্যক্রম শুরু করেছি। আমরা এ জন্য গণহত্যার শিকার দেশগুলোর সাথে মতবিনিময় অব্যাহত রেখেছি যা আমাদের এ লক্ষ্যে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করবে। সমমনা বন্ধু রাষ্ট্র, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী দেশ ও গণহত্যা কবলিত দেশসমূহকে নিয়ে জাতিসংঘে ও অন্যান্য বৈশ্বিক প্লাটফর্মে আমাদের গণহত্যার পক্ষে একযোগে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা একাত্তরের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর"।

বিগত সময়ে স্থায়ী মিশনে গণহত্যার শিকার দেশগুলোর স্থায়ী প্রতিনিধি, গবেষক, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনোসাইড স্টাডিজ-এর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারির অবস্থা উন্নতি হলে এ বিষয়ক কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

প্রদত্ত বক্তব্যে গণহত্যার আন্তর্জাতিকীকরণের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। তিনি বলেন, "স্বাগতিক দেশের সরকারের নিকট প্রবাসী বাংলাদেশীগণ আমাদের গণহত্যার বিষয়টি তুলে ধরতে পারে এবং এ বিষয়ে জনসংযোগ বৃদ্ধি করতে পারে"।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশে সংঘটিত মর্মান্তিক গণহত্যার পঞ্চাশ বছর পূর্তির প্রাক্কালে এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে সকলকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

মিশনে আয়োজিত উন্মুক্ত আলোচনায় মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

একাত্তরের কণ্ঠযোদ্ধা নমিতা ঘোষ করোনায় মারা গেছেন



ঢাকা ডেস্ক: মহামারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম নারীশিল্পী নমিতা ঘোষ মারা গেছেন। শুক্রবার (২৬ মার্চ) রাত ১০টায় রাজধানী ঢাকার পপুলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মারা গেলেন এই কিংবদন্তি শিল্পী। তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন তিনি। সাথে ছিলো চোখের সমস্যা। গেলো বছরে এই কণ্ঠযোদ্ধার চিকিৎসার জন্য ২১ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে বিদায় নিলেন তিনি। তার বোন কবিতা ঘোষ জানান, (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)



বিবিএ'র বর্ণিল অভিষেক ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

নিউইয়র্ক: আনন্দমুখর পরিবেশে ব্রঙ্কস বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের নতুন কমিটির অভিষেক ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে। নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের স্টার্লিং এ খলিল চাইনিজ পার্টি হলে গত ২৬ মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যায় নব নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ শপথ গ্রহন করেন। তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান যৌথভাবে সংগঠনের সভাপতি এ ইসলাম মামুন ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার খবির উদ্দিন ভূইয়া।

বিবিএ'র বিদায়ী সভাপতি এ ইসলাম মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনটির উপদেষ্টা ও আগামী জুনে অনুষ্ঠেয় নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে ডিষ্ট্রিক্ট-১৮ এর ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী আইনজীবি এন মজুমদার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কাজী রবি উজ জামান। পরে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে স্মরণীয় করে রাখতে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল মুনসুর ও জাহাঙ্গীর আলমকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাঙালী চেতনা মঞ্চের চেয়ারম্যান আব্দুর রহিম বাদশা, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, বিবিএ'র নবনির্বাচিত সভাপতি কামাল উদ্দিন, উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম রউফ, কমিউনিটি বোর্ড-৭ এর সদস্য মঞ্জুর চৌধুরী জগলু, কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি খবির উদ্দিন ভূইয়া, বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টের প্রেসিডেন্ট ফরিদা ইয়াসমিন, কমিউনিটি বোর্ড-৯ এর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজার উইলিয়াম রিভেরা, আসন্ন নির্বাচনে ব্রঙ্কস বরো প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ফার্নান্দো ক্যাবরিয়া, নিউইয়র্ক সিটি পুলিশের অফিসার মাহবুবুর জুয়েল,কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট হুমায়ুন কবির, বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সারোয়ার চৌধুরী, বাংলা ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশীদ, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএর সভাপতি আবুল খায়ের আকন্দ, সহ-সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, সিপিএ জাকির চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম জিকু, স্টার্লিং ফার্মেসির ম্যানেজার মোহাম্মদ আলী,



যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিকলীগের সহ সাধারণ সম্পাদক মইজুর রহমান জুয়েল, কমিউনিটি এ্যাক্টিভিষ্ট সিয়াম মুস্তাকিম।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাবাজার বিজসেন এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান লিংকন, সহ সভাপতি ও গোল্ডেন প্যালেসের সিইও বিলাল ইসলাম, খলিল বিরিয়ানি ও চায়নিজের স্বত্বাধিকারী মোঃ খলিলুর রহমান, কবি ও সমাজকর্মী মাকসুদা আহমেদ, ফেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি গার্ডেনের সভাপতি কামরুজ্জামান বাবু, সুন্দরবন গ্রোসারীর মালিক স্বপন তালুকদার, আবু জাফর উদ্দিন, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ এসোসিয়েশন বিগত ১৫ বছর ধরে কমিউনিটির সেবায় অনেক কল্যানমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নব নির্বাচিত কমিটি এই ধারা অব্যাহত রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এবং এই কমিটি যাতে করে তাদের নেয়া পদক্ষেপ গুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে সেজন্য সাবেক কমিটি ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রয়োজন। আমরা আশাকরি সবাই যে যার জায়গা থেকে তাদেরকে সহযোগিতা করবেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপর এই আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলেছিলেন। আজকে তাদের দেশের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বাংলাদেশকে অনুসরন করার কথা বলছেন।

বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনটাতে প্রথম কোনটায় দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চম থেকে ১০ম অবস্থানে রয়েছে। 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন চেয়েছিলেন তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ তার বাস্তবে রূপ দিচ্ছেন।

বক্তারা বলেন, আজ আমরা আমেরিকা বসে কথা বলতে পারতাম না যদি সেদিন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক না দিতেন। তার ডাকেই সেদিন বাংলার মানুষ মুক্তিযদ্ধি ঝাপিয়ে পড়েছিল। এবং দেশকে স্বাধীন করেছিলো। আগে একটি পাসপোর্ট করতে হলে আমাদের পাকিস্তান যেতে হতো। কিন্তু মহান মুক্তিযদ্ধের মাধ্যমে আমাদের বীর সন্তানরা তাদের জীবন দিয়ে আমাদের নতুন একটি মানচিত্র দিয়েছেন, একটি পতাকা দিয়েছেন। আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেয়েছি। বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে আমেরিকা এসেছি। এদেশের নাগরিক হয়েছি। অনুষ্ঠানে বক্তারা এন মজুমদারকে আগামী জুনের সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে জয়যুক্ত করারও আহবান জানান।

সবশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন নিউইয়র্কের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী শারমিন তানিয়া।

নতুন কার্যকরী কমিটি (২০২১-২০২২): সভাপতি- কামাল উদ্দিন, সহ সভাপতি- মোঃ মমতাজ উদ্দিন, বুরহান উদ্দিন, আবুল খায়ের আকন্দ ও মোঃ মনিরুল আলম দিপু, সাধারণ সম্পাদক- কাজী রবি-উজ-জামান, সহ সাধারণ সম্পাদক- কাজী আব্দুল আউয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক- রিপন সরকার, কোষাধ্যক্ষ- আবুল মুনসুর, প্রচার সম্পাদক- রিয়াজুল হাসান জনি, ক্রীড়া ও সাহিত্য সম্পাদক- মোঃ শাহিন খান। কার্যকরী সদস্য: এ মামুন ইসলাম, মোজাফফর হোসেন, হাফিজুর রহমান, মোঃ সাদেক, এইচ এম মিজানুর রহমান, মোঃ নোনা মিয়া, মেহের চৌধুরী ও মোঃ সেলিম। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাকা'র স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন (বাকা)-এর উদ্যোগে আয়োজিত ভার্চুয়ালী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এম হালিম খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ কামাল উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আব্দুল মুকিত চৌধুরী এবং আগামী সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে ডিষ্ট্রিক-১৮ থেকে কাউন্সিলর পদপ্রার্থী মোহাম্মদ এন মজুমদার, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক



রুহুল আমিন সিদ্দিকী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ক্রেক্রেটারী মনজুর আহমেদ চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রাক্তন সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ, সাহিত্য একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক হাবীব ফয়েজী এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের স্কুল ও সমাজ সেবা সম্পাদক, স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব মিসেস সালমা সুমি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কবি ও সমাজকর্মী সোনিয়া কাদির, জালালাবাদ এসোসিয়েশন-এর সাবেক সহ সভাপতি আব্দুল মোছাব্বির, বৃহত্তর জৈন্তা ফাউন্ডেশনের সভাপতি মাওলানা রশীদ আহমেদ, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা-এর সহ সভাপতি জোসেফ চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক আহমেদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, কার্যনির্বাহী সদস্য মান্না মুনতাসির, প্রাক্তন সাহিত্য সম্পাদক আবু সাইদ আহমদ, প্রাক্তন প্রচার সম্পাদক জাবেদ আহমেদ, ওসমানী নগর এসোসিয়েশন অব ইউএ-সএ'র সভাপতি বশির উদ্দিন, প্রবাসী ভয়েজের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা উবায়েদ আনসারী, প্রবাসী অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি আজাদ পাটোয়ারী, শ্রীমঙ্গল সমিতি অব ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক চমন এলাহি, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস-এর সভাপতি মোহাম্মদ সামাদ মিয়া জাকারিয়া ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট লায়লা নাহার। এছাড়াও সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটির আহবায়ক মোহাম্মদ সাদি মিন্টু, সহ সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, সহ সভাপতি রেহানুজ্জামান, কোষাধক্ষ্য কবি শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, সহ সাধারণ সম্পাদক ও উদযাপন কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী শাহ কামাল উদ্দিন, সহ সাধারণ সম্পাদক মাকসুদা আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এম ডি আলাউদ্দিন এবং সহ সাংগঠনিক সম্পাদক চৌধুরী মোমিত তানিম।

সাংস্কৃতিক পর্বে কবিতা আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট কবি ও আবৃত্তিকার মোশারফ হোসেন, কবি অবনী কুন্ডু, কবি হাবীব ফয়েজী এবং দেশত্ববোধক গান পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শাহ মাহবুব। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited Approved Travel Agent
২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
AUTHORIZED e-file PROVIDER
Design, Printing,Flyer, Business Card,Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টোর শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472



মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুল হায়দার মোহনের নবম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

(৩ পাতার পর)

এবছর গত ২৩ মার্চ মরহুম মোহন স্মরণে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রবাসের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মিনহাজ আহমেদের পরিকল্পনা ও উপস্থাপনায় 'মাহবুবুল হায়দার মোহন স্মরন সভা' অনলাইনে সরাসরি প্রচার করেন। অনুষ্ঠানে দেশের খ্যাতিমান দু'জন সংগীত ব্যক্তিত্ব রথীন্দ্রনাথ রয় ও শহীদ হাসান, প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির নেতা ফাহিম রেজা নুর, জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব ও ফেরদৌসি ইকরাম, প্রয়াত মোহনের ছোটভাই সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরন অংশগ্রহন করেন।

আলোচনার শুরুতে মিনহাজ আহমেদে পরিচালনায় মাহবুবুল হায়দার মোহন ভিত্তিক নির্মিত ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates | ETIHAD AIRWAYS | SAUDIA | QATAR AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA



অজানা ভয় আমাকে পেয়ে বসেছে

মতিউর রহমান চৌধুরী

একদম বুঝতে পারছি না। কী যে হয়ে গেল। লেখায় মন বসে না। এলোমেলো চিন্তায় সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। এমন তো কখনো হয়নি। (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

কালো পতাকা ও ব্যাজ ধারণ করে দোল উৎসব : প্রতিবাদ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বানে নিউইয়র্কের এগারটি মন্দিরে শুভ দোল পূর্ণিমা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব উৎসবে পূজারীগণ কালো পতাকা ও কালো ---(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

খাবার প্যাকেজে পর্ক!

ফ্রি খাবার গ্রহণে সতর্ক হোন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মহামারী করোনার প্রেক্ষিতে নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন স্থানে কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠন ছাড়াও মূলধারার অনেক সংগঠন সিটিবাসীদের মাঝে ফ্রি খাবার বিতরণ করে চলেছে। গত বছরের মার্চ মাস থেকে করোনা শুরুর পর থেকেই এই কার্যক্রম চলছে। যা সংশ্লিষ্টদের খাবারের যোগান দিচ্ছে। কিন্তু অনেক খাবার বক্সে নিত্য প্রয়োজনীয় খাবারের সাথে পর্ক জাতীয় খাবারও বিতরণ হচ্ছে। এতে মুসলিম কমিউনিটিতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটিতেও এ নিয়ে না অভিযোগ উঠেছে। সর্বশেষ গত ২৫ মার্চ বৃহস্পতিবার জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর চাংপাইর রেষ্টুরেন্টের সামনে নরসিংদী জেলা সমিতির ব্যানারে বিতরণকৃত খাবার বক্সে পর্ক জাতীয় খাবার পাওয়া ---(বাকি অংশ ৩০ পাতায়

ফ্লাইটের দু'দিন আগে টেষ্টে কোভিড পজিটিভ

শিকাগো ফেরা হলো না শামসুল ইসলামের



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ শিকাল্যান্ড (বিএজিসি)-এর সভাপতি মুখ শামসুল ইসলাম আর নেই। গত ২৩ মার্চ মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে স্ত্রী ও তিন সন্তান সহ (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল নির্বাচন

পার্কচেস্টারে মির্জা মামুনের সমর্থন বাড়ছে



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের আসন্ন ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারী নিবার্চনে ব্রঙ্কস বরোর ডিস্ট্রিক্ট-১৮ থেকে নির্বাচন করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশী-আমেরিকান মির্জা মামুন রশীদ। তিনি দীর্ঘ দিন ধরে এই আসনে নির্বাচন করার জন্য প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে বাংলাদেশী কমিউনিটি ছাড়াও অন্যান্য কমিউনিটিতে দিনে দিনে বাড়ছে তার সমর্থন। ---(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)



স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ ও বিশ্বনবীর শিক্ষা

মাহমুদ আহমদ

শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম প্রচারের জন্য স্বাধীন ভূখন্ডের অতি প্রয়োজন রয়েছে। তাইতো স্বাধীনতাকে ইসলাম যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীতে আমেরিকান জনপ্রতিনিধিদের অভিনন্দন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর তথা সুবর্ণজয়ন্তীতে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

তোমাকে পাবার জন্য হে স্বাধীনতা!



ভাবলে মনে হয় কতগুলো বছর চোখ বুজলে এ ই তো সেদিনের কথা! যে স্বাধীনতার জন্য এত কষ্ট এত ত্যাগ এত (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

কৃষ্ণাঙ্গের হামলায় ব্রুকলীনে দুই বাংলাদেশী আহত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: দক্ষিণ এশিয়দের উপর হামলা বাড়ছেই ক্রমাগত। এরই ধারাবাহিকতায় কৃষ্ণাঙ্গ দুর্বৃত্তের হামলায় আহত হয়েছেন বাংলাদেশী মো: মাইনউদ্দিন সহ আরেক বাংলাদেশী। তারা দুজনেই একটি ইন্ডিয়ান ফ্রাইড চিকেন স্টোরে কাজ করেন। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৫ মার্চ বৃহস্পতিবার রাত ১১.৩০ মিনিটে ব্রুকলীনে। এ ব্যাপারে ৭৩ প্রিসিংকটে একটি মামলা হয়েছে। মাইনউদ্দীনের দেশের বাড়ী নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ। ঘটনার শিকার মাইনউদ্দিন বাংলা ---(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

এস্টোরিয়া বাংলাদেশী তরুনীর সাফল্য

'ট্যালেন্ট ও ব্রেন' খ্যাত ডাক্তার সেলিনা



ছবিতে মা -বাবার সাথে সেলিনা খালিক

কামরুল মুন্না: যুক্তরাষ্ট্রের এস্টেরিয়ার ৩৬ এভিনিউয়ে প্রবাসী আব্দুল খালিক ও ইরামতি দম্পত্তির বসবাস সেই আশির দশক থেকেই। এই দম্পত্তির সাত সন্তানের মধ্যে ৫ম সন্তান সেলিনা খালিক। সে যুক্তরাষ্ট্রের বারনারাড কলেজ অব কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শতভাগ স্কলারশিপ নিয়ে ব্যাচেলার অব সাইন্স সম্পন্ন করেন। এরপর ফিলাডেলফিয়ার কলেজ অব অস্টিওপ্যাথিক মেডিসিন স্কুল থেকে "ডক্টর ---(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

হেলথ টিপস

কী কারণে কিডনিতে পাথর হয়?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বয়স্কদের মতো শিশুদেরও হতে পারে কিডনি রোগ। দেশে ৪০ থেকে ৫০ লাখ শিশু বিভিন্ন (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে (বাকি অংশ ২৯ পাতায়

ওজনপার্কে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন

নিউইয়র্ক: নিউইয়ক সিটির 'ওজন পাক' আওয়ামী পরিবার আয়োজিত মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২৬ মার্চ পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতির জনকের প্রতিকৃতি উন্মোচন করে পুষ্পমাল্য অর্পন (বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

জাতিসংঘের ৭৬তম অধিবেশন নিয়ে সংশয়

তোফাজ্জল লিটন: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত জাতিসংঘের সদর দফতরে এই অধিবেশন (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

ছদরুন নূর গুরুতর অসুস্থ



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়

তামিমকে কেন ছুটি দেয়া হলো প্রশ্ন সাবেক অধিনায়কের

স্পোর্টস ডেস্ক: পরিবারকে সময় দেয়ার জন্য ওয়ানডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়ে নিউজিল্যান্ড থেকে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা ৬৪৯+ Tax
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
MassMutual
LOW COST GUARANTEE
Authorized e-file Provider
Notary Public
Jaydeb Gain
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com